বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

মানব উন্নয়ন সিরিজ নম্বর : ২

ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা

রফিক ইসা বীকুন

মানব উন্নয়ন সিরিজ নম্বর : ২

ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা

রফিক ইসা বীকুন

অনুবাদ
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা

লেখক : রফিক ইসা বীকুন

অনুবাদ : মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

ISBN : 978-984-8471-28-9

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

ফোন : ০২৮৯১৭৫০৯, ০২৮৯২৪২৫৬

E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com

Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

প্রথম প্রকাশ

আগষ্ট : ২০১৪

শ্রাবণ : ১৪২১

শাওয়াল : ১৪৩৫

মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র U.S $. 10

Babshai Islami Naitikata originally written by Rafik Issa Beekun. Translated by Muhammad Nozrul Islam. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone : 028917509, 028924256, E-mail : *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com* Web : *www.iiitbd.org,* Price : Tk. 100.00, U.S $. 10

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ব্যবসা এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে জীবিকার অধিকাংশই অর্জিত হয়ে থাকে। আর একজন সৎ ব্যবসায়ী পরকালে শহীদের মর্যাদায় ভূষিত হবেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ব্যবসায়ীদের মাঝে এমন এক অসম প্রতিযোগিতা চলছে যাতে না আছে কোনো নীতি আর না আছে কোনো নৈতিকতা। আর এর যাতাকলে নিষ্পেশিত হয়ে নাভিশ্বাস অবস্থা ক্রেতা সাধারণের। এমন এক বিপর্যস্ত অবস্থায় বিশ্বে ইসলামি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবক্তা রফিক ইসা বীকুন লিখিত 'Islamic Business Ethics' বইটির বাংলা অনুবাদ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটি ইংরেজীতে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে IIIT'র উদ্যোগে। বাংলা ভাষায় বইটি অনুবাদের মাধ্যমে বাংলাভাষী সকল ব্যবসায়ী, ক্রেতা-সাধারণ তথা অর্থনীতির পাঠকের সামনে ব্যবসা বাণিজ্যে নৈতিকতা প্রশ্নে ইসলামি দৃষ্টির এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হলো। এ বইয়ে লেখক ইসলামি ব্যবসায় নৈতিকতা, ইসলামে নৈতিক ব্যবহারের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান, ইসলামি নৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামি নৈতিকতা-দর্শনের স্বত:সিদ্ধ (axiom), ইসলামে বৈধ এবং অবৈধ ব্যবহারের মাত্রা (degree), নৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ উন্নয়ন, মুসলমান ব্যবসায়ীদের জন্য নৈতিকতা সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশনা ইত্যাদির উপর আলোকপাত করেছেন। বইটি গবেষক, ছাত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত সকলকেই তথ্য, দৃষ্টিভঙ্গি, গভীর বিবেচনা ও সুদূর প্রসারী পরামর্শ দ্বারা সহায়তা করবে বলে আমরা মনে করি।

বইটি অনুবাদের সুকঠিন কাজটি সম্পন্ন করে মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অনুবাদের ভাষা অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল। বিআইআইটি কর্তৃপক্ষ বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। বইটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রকাশনা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

সূচি

মুখবন্ধ	viii
ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা	০৯
নৈতিকতার সংজ্ঞা	১০
ইসলামে নৈতিক ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সমূহ	১১
আইনসম্মত ব্যাখ্যা	১১
প্রতিষ্ঠানিক উপাদান	১৩
ব্যক্তিগত উপাদান	১৪
নৈতিক উন্নয়নের স্তর বা পর্যায়	১৪
ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিত্ব	১৫
পারিবারিক প্রভাব	১৬
সঙ্গীর বা বন্ধু-বান্ধবদের প্রভাব	১৭
জীবনের অভিজ্ঞতা	১৭
পারিপার্শ্বিক উপাদান	১৮
ইসলামে নৈতিক ব্যবস্থা	১৯
বিকল্প নৈতিকতা পদ্ধতি	২০
আপেক্ষিকবাদ (Relativism)	২০
উপযোগবাদ (Utilitarianism)	২১
বিশ্ববাদ (Universalism)	২৩
অধিকার	২৫
বিভাজক ন্যায়বিচার	২৬
শাশ্বত আইন	৩০
ইসলামি নৈতিক পদ্ধতি	৩৩
ইসলামি নৈতিকতা-দর্শনের স্বতঃসিদ্ধ (axiom)	৩৪
একতা	৩৪
ব্যবসায় নৈতিকতায় একতার প্রতিষ্ঠিত সত্য বা স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ	৩৬
সাম্যাবস্থা (Equilibrium)	৩৭
সাম্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত সত্য'র ব্যবসায়িক নৈতিকতায় প্রয়োগ	৩৮

www.pathagar.com

মুক্ত ইচ্ছা ৩৯
ব্যবসায়ের নৈতিকতায় স্বাধীন ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত সত্যের বা স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ ৮০
দায়িত্ব ৪১
ব্যবসায়ের নৈতিকতায় দায়িত্বের চিরসত্যের (axiom) প্রয়োগ ৪২
বদান্যতা ৪৩
ব্যবসায়ের নৈতিকতায় বদান্যতার স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ ৪৪
ইসলামে বৈধ এবং অবৈধ ব্যবহারের মাত্রা ৪৫

হালাল ও হারাম ব্যবসা ক্ষেত্র ৪৭
হালাল উপার্জন বা রুজি ৪৭
কৃষিকাজ ৪৯
শিল্প ও বৃত্তিমূলক কাজ ৫০
হারাম উপার্জন ৫১
ড্রাগের ব্যবসা-বাণিজ্য ৫১
ভাস্কর ও শিল্পী ৫২
হারাম দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং বিক্রয় ৫২
পতিতাবৃত্তি ৫২

ধোকাবাজী ৫৩
নিষিদ্ধ বর্গাচাষ বা ভাগচাষ ৫৪
নৈতিক প্রতিষ্ঠানিক পরিবেশ উন্নয়ন ৫৫
প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্বের ইসলামি প্রেক্ষিত ৫৬
প্রতিষ্ঠানিক সুবিধাভোগী (Stakeholders) ৫৬

কর্মচারিদের সাথে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ৫৭
ন্যায্য মজুরি ৫৮
জবাবদিহিতা ৫৯
গোপনীয়তার অধিকার ৬০
বদান্যতা ৬০

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মচারিদের সম্পর্ক ৬০

www.pathagar.com

অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ৬১
যোগানদার বা সরবরাহকারী ৬২
ক্রেতা বা ভোক্তা ৬৩
ঋণগ্রহীতা ৬৭
জনসাধারণ ৬৮
মজুতদার বা মালিক বা অংশীদার ৬৮
অভাবী বা গরিব ব্যক্তি ৭১
প্রতিযোগী ৭১
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭২
জীব-জন্তুর সাথে আচরণ ৭৩
পরিবেশ দূষণ ও মালিকানার অধিকার ৭৪
পরিবেশ দূষণ এবং অবাধ সম্পদ (বাতাস, পানি ইত্যাদি) ৭৬
সার্বিক সামাজিক কল্যাণ ৭৬
সামাজিক দায়িত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি ৭৭
সামাজিক দায়িত্বশীলতার প্রাতিষ্ঠানিক রীতি ৭৮
সামাজিক বাধা ৭৯
সামাজিক বাধ্যবাধকতা ৭৯
সামাজিক সাড়া ৮০
সামাজিক অবদান ৮০
সামাজিক দায়িত্ব পরিচালনা ৮০
নৈতিক আচরণবিধির উন্নয়ন বিকাশ ৮১
নৈতিকতা সংক্রান্ত অসাবধানতা (oversight) ৮৮
নৈতিকতা বিষয়ক উকিল বা আইনজ্ঞ নিয়োগ ৮৫
নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ ৮৬
পুরস্কার পদ্ধতির সমন্বয় সাধন ৮৬
অন্তর্নিহিত প্রতিষ্ঠানিক মত বা রীতি ৮৬
সংস্কৃতি পরিবর্তন ৮৬
সংকেত প্রদান বা বাঁশি বাজানো ৮৭
সামাজিক নিরীক্ষা (audit) সম্পাদন ৮৮

www.pathagar.com

মুসলমান ব্যবসায়ীদের জন্য নৈতিকতা সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশনা বা পরামর্শ ৮৯
সৎ এবং সত্যবাদী হউন ৯০
ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পালন করুন ৯০
পেশা অপেক্ষা আল্লাহকে বেশি ভালোবাসুন ৯১
অমুসলিমদের সাথে কারবারের পূর্বে মুসলমানদের সাথে কারবার করুন ৯১
জীবনাচরণে বিনয়ী / নম্র হউন ৯২
নিজেদের বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শ করুন ৯২
প্রতারণার ব্যবসা করবেন না ৯২
উৎকোচ বন্ধ করুন ৯৩
ন্যায়সঙ্গত ব্যবসা করুন ৯৩
অনৈতিক আচরণের শাস্তি এবং অনুশোচনা ৯৩
নৈতিক আচরণে কোনো জবরদস্তি নেই ৯৩
ইসলামে শাস্তির দর্শন ৯৬
পরীক্ষামূলক অনুশীলনী ও প্রশ্নমালা ৯৬
রিসেপ সালেহ'র নৈতিকতা বিষয়ক উভয়সঙ্কট (dilemma) ৯৬
একটি নৈতিক পরীক্ষা ৯৮
ওয়েল অ্যান্ড গ্যাস এক্সপ্লোরেশন (মালয়েশিয়া) লিমিটেড (ও.জি.ই.এল) ১০১
আপনি কি চাকুরির জন্য এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারবেন? ১০৫
নৈতিকতা বিষয়ক ভূমিকা পালন অনুশীলনী ১০৬
সামীর অভিযান ১০৬

নির্ঘন্ট ১০৯

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

'ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা'র এটি প্রথম সংস্করণ। বইটি মুসলমান ব্যবসায়ীদের বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে লেখা, যাঁরা প্রাত্যহিক জীবনে নৈতিকতা সংক্রান্ত নানাবিধ পরিস্থিতির বা প্রশ্নের সম্মুখীন হন। ব্যবস্থাপনার মূল নীতিমালা আমি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। যে উদ্দেশ্যে বইটি রচিত হয়েছে, আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তা যেন সফল হয়। অর্থাৎ ব্যবসায়ে নিয়োজিত মুসলমানগণ যেন ইসলামী নৈতিকতার আলোকে চলতে পারেন।

এ বইয়ে প্রকাশিত সকল মতামত আমার নিজস্ব। এজন্য সব দায়িত্ব আমার। আমার অজান্তে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। পাণ্ডুলিপি পড়ার পর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য আমি ড. ইকবাল ইউনুস এবং নাদিয়া বীকুনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিশেষে, এ বইটি রচনা করতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও নানারূপ পরামর্শ দেয়ার জন্য ড. আহমদ সাকর ও ড. জামাল বাদাবীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ড. রফিক আই. বীকুন
নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়
নভেম্বর ০১, ১৯৯৬

www.pathagar.com

ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা

আল্লাহ তায়ালার বাণী :

> তোমরা সর্বোত্তম জাতি, মানুষের মঙ্গলের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান আনবে" (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১১০)।

প্রতিদিন মানুষ বিভিন্ন কাজে নৈতিকতা সংক্রান্ত নানারূপ বিষয়ের সম্মুখীন হয়। এসবের সমাধানের বিষয়ে আমরা খুব কমই অবহিত। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত পর্যালোচনা হতে জানা যায়, ১৯৯১ সালে মাত্র এক সপ্তাহেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিবৃন্দ একের পর এক সমস্যাসঙ্কুল বিষয়ের সম্মুখীন হন, যার মধ্যে রয়েছে : চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যা, জালিয়াতি এবং প্রতারণা ইত্যাদি[১]। যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সমীক্ষায় লক্ষ করা যায় যে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিকতার সমস্যাটি ক্রমবর্ধমান। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার বৃহৎ ২,০০০ টি কর্পোরেশনের উপর পরিচালিত এক সাময়িক সমীক্ষার বিষয় উল্লেখ করা যায়। এসব সমীক্ষায় ম্যানেজারবৃন্দকে উদ্বিগ্ন করা সমস্যাগুলো গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হলো- (১) মাদক ও নেশাজাতীয় পানীয়ের অপব্যবহার, (২) কর্মচারি অপহরণ, (৩) স্বার্থের সংঘাত, (৪) পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত, (৫) নিয়োগ ও পদোন্নতিতে বৈষম্য, (৬) মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যের অপব্যবহার, (৭) কোম্পানির অর্থের অপব্যয়, (৮) কারখানা বন্ধ ও লে-অফ, (৯) কোম্পানির সম্পদের অপব্যবহার এবং (১০) পরিবেশ দূষণ[২]। ব্যবসায়িক নৈতিকতা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও দূর্বল। বিশ্বব্যাপী ৩০০ টি কোম্পানির উপর পরিচালিত আরও এক সমীক্ষায় লক্ষ করা গেছে যে, ৮৫% এর অধিক উর্ধ্বতন নির্বাহীগণের মতে নিম্নোক্ত

---

[১] চেরিংটন, জে.ও.এ্যান্ড চেরিংটন, ডি. জে। ১৯৯৩। "এ মেন্যু অব মোরাল ইস্যুস : ওয়ান উইক ইন দি লাইফ অব ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।" জার্নাল অব বিজনেস এথিক্স, ১১, পৃ. ২৫৫-২৬৫।

[২] আমেরিকা'স মোস্ট প্রেসিং এথিক্যাল প্রবলেমস। ১৯৯০। ওয়াশিংটন, ডিসি : দি এথিক্স রিসোর্স সেন্টার, পৃ. ১।

www.pathagar.com

বিষয়গুলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সর্বাধিক উদ্বেগের অর্থাৎ কর্মচারিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধ, অনৈতিক উপঢৌকন, যৌন হয়রানি এবং অবৈধ লেন-দেন[৩]। এটা কি সুস্পষ্ট বা সরলভাবে বিশ্বাসযোগ্য যে, বৈশ্বিক পরিসরে এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে একজন মুসলমান ব্যবসায়ীর পক্ষে নৈতিকতা সম্পন্ন আচরণ সম্ভব? এর জোরালো উত্তর হলো- না! ইসলামে নৈতিকতা সব কিছুর নিয়ন্তা বা নিয়ন্ত্রক। ইসলামে ফালাহ বা চিরস্থায়ী সফলতার শর্তাবলি সকল মুসলমানের জন্য সার্বজনীন বা এক-তা তাঁদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রেই হোক বা দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে হোক। কোনো বিশেষ পরিস্থিতির উল্লেখ না করেই বলা যায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলছেন :

> তোমাদের মধ্যে একটি দল হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে। তারাই সফলকাম দল[৪]।

তাহলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটি কোম্পানি কোন মানের আচরণ বা ব্যবহার অনুসরণ করবে? ভেতরের এবং বাইরের ক্রেতা-সাধারণের প্রতি একজন মুসলমান ব্যবসায়ীর দায়িত্ব কি হবে? একটি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহীগণ অন্যের জন্য অনুকরণযোগ্য বা দৃষ্টান্তমূলক ন্যায়সঙ্গত আচরণ করলেও একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যম সারির বা অধস্তন ব্যবস্থাপকগণ কিভাবে অনুরূপ আচরণে উৎসাহী বা উদ্বুদ্ধ হবেন? একজন মুসলমানের ব্যবসায়ের জন্য কিছু নির্দেশনা কি রয়েছে, যা নৈতিক মানসম্পন্ন আচরণের সাথে সংগতি রাখতে নিশ্চয়তা দেবে?

নৈতিকতার সংজ্ঞা

নীতিশাস্ত্রকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, এটা এমন একগুচ্ছ নৈতিক নীতিমালা- যা ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। এটা একটা আদর্শিক বিষয়- যা একজনকে তার করণীয় এবং বর্জনীয় সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। বাণিজ্যিক ন্যায়-নীতি, যা কোনো কোনো সময় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানিক নৈতিকতা বুঝিয়ে থাকে; সাধারণত তা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়। ইসলামের প্রাসঙ্গিকতায় পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় নৈতিকতার সাথে 'খুলুক'

---

৩ বউম্যান, মেরি। ১৯৮৭। এথিক্স ইন বিজনেস। ইউ এস এ টুডে কনফারেন্স বোর্ড থেকে উপাত্ত গৃহীত।

৪ কুরআন (৩ : ১০৪)।

www.pathagar.com

শব্দটির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। 'খুলুক'-এর অর্থ হলো মহান চরিত্রের অধিকারী।[৫] পবিত্র কুরআনে কল্যাণ শব্দটিকে একাধিক শব্দমালা দ্বারা বুঝানো হয়েছে। যেমন : 'খায়ের' (কল্যাণ বা মঙ্গল); 'বীর' (ন্যায়পরায়ণতা); 'কিস্‌ত' (সাম্যতা); 'আদল' (ভারসাম্যপূর্ণ এবং ন্যায়বিচার); 'হক্ক' (সত্য এবং সঠিক); 'মারুফ' (জ্ঞাত এবং অনুমোদিত বা জায়েজ); এবং 'তাকওয়া' (পরহেজগারী বা ধর্মীয় মনোভাব)। ন্যায়পরায়ণতার কাজগুলোকে 'সালিহাত' এবং খারাপ কাজগুলোকে 'সায়ীয়াত' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে[৬]।

ইসলামে নৈতিক ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সমূহ

কোনটি নৈতিকতাপূর্ণ আচরণ তা নির্ভর করে এর সংজ্ঞা নিরূপণকারী এবং এর উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহের উপর। এ উপাদানগুলো চিত্র - ১ এ চিহ্নিত করা হয়েছে।

আইনসম্মত ব্যাখ্যা

সেকুলারিজম সমাজ ব্যবস্থায় আইনসম্মত ব্যাখ্যা সমসাময়িক এবং কোনো কোনো সময় ক্ষণস্থায়ী মূল্য ও মানের উপর নির্ভর করে; কিন্তু ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় এসব মূল্যমান শরীয়াহ্ বা ধর্মীয় বিধান এবং এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বা রায় দ্বারা পরিচালিত। মূল ভাবনা থেকে বিচ্যুত এসব বক্তব্যের ফলাফল বিস্ময়কর : এক সময় যুক্তরাষ্ট্রে মজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে মহিলা এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি বা পার্থক্য করা বৈধ ও নৈতিক ছিল; কিন্তু অনুমোদিত আইন অনুযায়ী এখন এ ধরনের বৈষম্য অবৈধ। অপরপক্ষে, ইসলাম নারী সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে স্থায়ী ও বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সংখ্যালঘুদের বিষয়ে কোনোভাবেই কোনো বৈষম্য বা পার্থক্য অনুমোদন করেনি। উদাহরণস্বরূপ, হযরত আবু জর মহানবি সা. কে উদ্ধৃত করে বলেছেন :

> সাদা বা কলো চামড়ার কারো চেয়ে তুমি উত্তম নও, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে তাদেরকে ছাড়িয়ে যাও[৭]।

---

[৫] কুরআন (৬৮ : ৪)। আমি জামাল বাদাবীকে তাঁর পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানাই)।

[৬] ফখরী, মজীদ. এথিক্যাল থিয়োরিজ ইন ইসলাম. লেইডেন : ই.জে.ব্রিল, ১৯৯১, পৃ. ১২-১৩।

[৭] আবু জর, মিসকাত আল মাসাবি, ৫১৯৮ এবং আহমাদ শরীফ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

চিত্র-১

ব্যক্তিগত নৈতিকতার মাপকাঠি[৮]

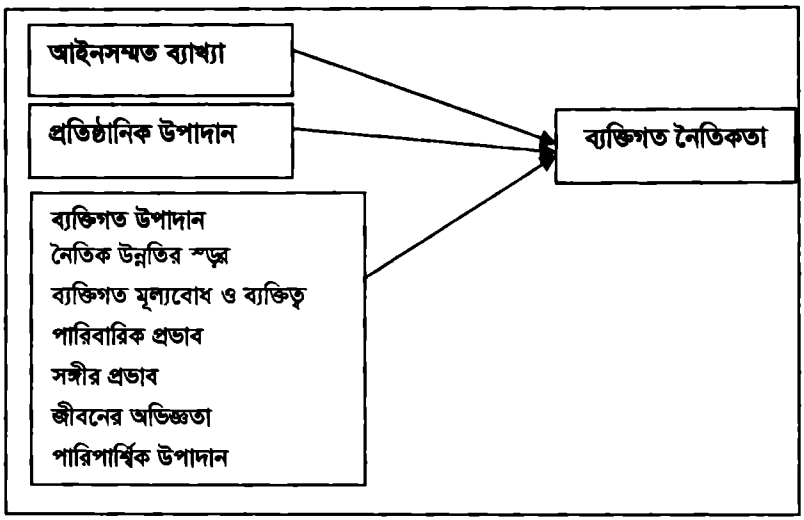

অনুরূপভাবে, ইসলামি নৈতিক ব্যবস্থা পশ্চিমা ধারণাপুষ্ট অনেক মতামতের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসের কথা উল্লেখ করা যায়:

> আল্লাহর রসুল সা. ফল প্রায় না পাকা পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আনাসকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'প্রায় পাকা'-এর অর্থ কি? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো লাল না হয়"। রসুল সা. আরো বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা যদি ফলগুলো নষ্ট করে দেন, তাহলে একজনের কি অধিকার থাকবে তার অন্য ভাইয়ের (অর্থাৎ অন্য মানুষের)[৯] অর্থ গ্রহণের?"

ইসলামি আইনের হানাফী মজহাবের ব্যাখ্যায় ন্যায়বিচার এবং নিরপেক্ষতার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে :

---

[৮] বার্নি জে বি. এবং গ্রিফিন. রিকি ডব্লিউ. দি ম্যানেজমেন্ট অব অর্গানাইজেশনস। ১৯৯২। হাউটন মিফিন কোম্পানি, পৃ. ৭২০ অনুমতিক্রমে গৃহীত।

[৯] আনাস ইবনে মালিক। সহিহ বুখারি। ৩ : ৪০৩।

www.pathagar.com

যদি বিক্রেতা তার পণ্য বা সামগ্রী বা সম্পদের কাঙ্ক্ষিত গুণের কথা বলে তা বিক্রি করে এবং সেই সম্পদ যদি বর্ণিত মান বা গুণের নয় বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ক্রেতার বর্ণিত সম্পদ ক্রয় না করার অথবা বিক্রিত সব সম্পদ এককালীন থোক দামে তা গ্রহণের স্বাধীনতা থাকবে। একে অসত্য বর্ণনার ব্যাপারে স্বীয় মতামত বা অভিরুচি জ্ঞাপনের ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়[১০]।

প্রতিষ্ঠানিক উপাদান

সংল্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও ক্রেতাসাধারণের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রভাব বিস্তারকারী সূত্রগুলোর মধ্যে মূল তথা গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো সংল্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধির নৈতিকতা সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির মাত্রা। এই প্রতিশ্রুতি প্রকাশের মাধ্যমগুলো হলো-নৈতিকতার কোড, নীতি-নির্ধারণী বিবরণী, বক্তৃতা, প্রকাশনা ইত্যাদি। উদাহরণস্বরপ, জেরোক্স কর্পোরেশনের ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী নৈতিকতা কোড-এর একটি ধারা নিম্নরূপ :

> আমাদের ক্রেতাদের প্রতি আমরা সৎ। এখানে কোনো গোপন লেন-দেনের ব্যাপার নেই, নেই ঘুষ প্রদান এবং দামের ব্যাপারে প্রবঞ্চিত হবার কোনো সম্ভাবনাও নেই। কেউ কাউকে লাথি মারলে তা তার দিকেই ফিরে যায়-সে যেই হোক না কেন।

উপরের বিবরণ পরিষ্কার এবং কোনো বিশেষ অনৈতিক আচরণের ক্ষতিকর ফলাফলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

অনেক প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতার কোড (codes of ethics) এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে; অবশ্য প্রতিষ্ঠানভেদে এর পরিমাণ বা মাত্রা ভিন্ন। যদিও এ ধরনের কোড বিভিন্ন প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের আচরণের গুণগত বা নৈতিক মান বৃদ্ধি করতে পারে, এগুলোর প্রয়োগ কোনো কোনো সময় যথাযথ নয়। কোনো ব্যক্তি বা কিছু প্রতিষ্ঠান অবৈধ বা নিষিদ্ধ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতে পারে অথবা হারাম পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করতে বা সেবা প্রদান করতে পারে; সেক্ষেত্রে গোটা প্রতিষ্ঠানের আচরণই অনৈতিক বলে গণ্য হবে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নৈতিকতার কোড প্রণয়ন এবং

---

[১০] আল-মাজাল্লাহ (দি অটোম্যান কোর্টস্ ম্যানুয়াল [হানাফী]), সেকশন ২, অপশন ফর মিসড্রেসক্রিপশন, ৩২০।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠাকরণ স্পষ্টতই ভ্রান্ত; কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআন বর্ণনা করেছেন :

> মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, দুটিতেই মানুষের জন্য পাপ ও উপকার রয়েছে; তবে তাতে উপকার অপেক্ষা পাপ বেশি[১১]।

তবে সাধারণত হালাল ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ইসলামি নীতিসম্পন্ন কোড অবলম্বনের মাধ্যমে নৈতিকতাপূর্ণ আচরণ প্রতিপালন করতে পারে।

ব্যক্তিগত উপাদান

বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মূল্যবোধ নিয়ে কাজ করে। মানুষের নৈতিক আচরণ বা ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে : নৈতিক উন্নয়নের স্তর বা পর্যায়, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং নৈতিক চরিত্র, পারিবারিক প্রভাব, সঙ্গী বা বন্ধুদের প্রভাব এবং জীবনের অভিজ্ঞতা।

নৈতিক উন্নয়নের স্তর বা পর্যায়

মহানবি সা. ইঙ্গিত করেছেন যে, মানুষের নৈতিক উন্নয়নের জন্য দুটি স্তর বা পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। এর একটি হলো শৈশব বা প্রাপ্ত বয়স্ক-পূর্ব স্তর এবং অন্যটি প্রাপ্তবয়স্কের স্তর। হযরত আয়েশা রা. একটি হাদিস বর্ণনা করে বলেছেন :

> মহানবি সা. বলেছেন, তিন ধরনের ব্যক্তি বা মানুষের কাজের কোনো হিসাব ধরা হয় নাঃ নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত, মুর্খ ব্যক্তি স্বাভাবিক জ্ঞানে ফিরে আসা পর্যন্ত এবং কোনো নাবালক প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত[১২]।

উপরোক্ত হাদিস থেকে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমত, কতিপয় শ্রেণির মানুষের আচরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের দায়ী করা হয় না বা যায় না। যেমন-নিদ্রিত ব্যক্তি, পাগল বা উম্মাদ এবং নাবালক শিশু। দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তিকে স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিতে না আসা পর্যন্ত তার আচরণ বা ব্যবহারের জন্য দায়ী করা হয় না।

---

[১১] আল কুরআন -২ : ২১৯ (সুরা বাকারা : আয়াত ২১৯)

[১২] আয়েশা, উম্মুল মু'মীনীন। আবু দাউয়ূদ : ৪৩৮৪

www.pathagar.com

ইসলামি পণ্ডিতগণ[১৩] অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ছাড়াও মানুষের আত্মা বা নফসের উন্নতি বা বিকাশের তিনটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে। যথা- (১) আম্মারা বা দুষ্ট আত্মা, (১২ : ৫৩), যা কুকর্মপ্রবণ এবং দমন ও নিয়ন্ত্রণ না করলে পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং লাওয়ামাহ (৭৫ : ২), যা খারাপ কাজ সম্পর্কে সচেতন করে তাকে দমন করে, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করে এবং মন্দ কাজ সংঘঠিত হবার পর অনুশোচনা করে এবং আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ভিক্ষা করে সংশোধনের চেষ্টা করে; (৩) মুৎমায়িন্নাহ (৮৯ : ২৭)। এটি আত্মা বা নফসের সর্বোত্তম স্তর- যা পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও শান্তিতে থাকে। মানুষ স্বীয় জ্ঞান দ্বারা কুপ্রবৃত্তিগুলো দমন করে[১৪]। কোন বিষয় তার নৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং বর্ণিত এই তিন স্তরের পারস্পরিক কার্যকারিতার আলোকে তার আত্মা কোন স্তরের (level) তা নির্ভর করবে সংল্লিষ্ট ব্যক্তির তাক্বওয়া বা ধার্মিকতার মানের উপর। তার আত্মার স্তরের ভিত্তিতে এবং প্রলোভন ও মন্দের বিরুদ্ধের যুদ্ধে বা অবস্থান নেয়ায় সংল্লিষ্ট ব্যক্তি লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সে মোতাবেক কমবেশি একজন নৈতিক আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিত্ব

একজন মানুষের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং নৈতিক চরিত্র তার নৈতিকতার মানকেও প্রভাবিত করে। একজন ব্যক্তি যিনি সততাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তাঁর আচরণ হবে তাদের চেয়ে আলাদা বা ভিন্নরূপ যারা অন্যের গুণের সমাদর করে না। মজার ব্যাপার হলো-ইসলামের ব্যাখ্যা অনুসারে সততা ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে যখন চরমভাবে হারিয়ে যাবে তখনই তা কিয়ামতের আলামত হিসেবে বিবেচিত হবে। আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন :

> একদিন মহানবি সা. যখন সাহাবীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলছিলেন, একজন বেদুঈন সেখানে উপস্থিত হয়ে মহানবি সা. কে জিজ্ঞেস করলেন, "রোজ কিয়ামত কখন হবে?" আল্লাহর রসুল সা. তাঁর বক্তব্য অব্যাহত রাখলেন, তখন কেউ কেউ বললেন আল্লাহর রসুল সা. প্রশ্নটি শুনেছেন;

---

[১৩] রিজভী, এম. এ. মুসলিম ট্রাডিশন ইন সাইকোথেরাপী এ্যান্ড মডার্ণ ট্রেন্ডস, লাহোর, পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক কালচার।

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১।

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি বেদুঈনের প্রশ্ন করাটা পছন্দ করেন নি। আবার কেউ বললেন যে, আল্লাহর রসুল সা. প্রশ্নটি শুনেননি।

মহানবি সা. তাঁর বক্তৃতা শেষ করার পর বললেন, "প্রশ্নকর্তা কোথায়, কে কিয়ামত সম্পর্কে জানতে চেয়েছে?" বেদুঈন জবাব দিলেন, "হে আল্লাহর রসুল সা. আমি এখানে।" আল্লাহর রসুল সা. তখন বললেন, "যখন সততা বিলুপ্ত হবে, তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো"। বেদুঈন আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কিভাবে তা বিলুপ্ত হবে?" মহানবি সা. এরশাদ করলেন, "যখন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব (রাষ্ট্রীয়) অযোগ্য লোকদের হাতে আসবে, তখন রোজ কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো।"[১৫]

একজন ব্যক্তির নৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত-উপাদান হলো তার নিয়ন্ত্রণের স্থান। ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের স্থান তার ব্যক্তিগত আচরণ-যা জীবন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে; তার অনুশীলনের মাত্রা বা পরিমাণের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের স্থান রয়েছে, যদি তার জীবনের সব কিছু সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে বলে বিশ্বাস করে। ফলে অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো তাদের আচরণের ফলাফলের দায়িত্ব নিতে পারে। পক্ষান্তরে, কোনো ব্যক্তি বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এটা বিশ্বাস করে যে, ভাগ্য বা অন্য মানুষ তার জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। এমন মানুষ এটা বিশ্বাস করতে পারে যে, বহিঃশক্তিসমূহ তাকে নৈতিক বা অনৈতিক আচরণে বাধ্য করতে পারে। সার্বিকভাবে এটা বলা যায়, অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো মানুষকে নীতিসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে বহিঃশক্তিগুলোর চেয়ে বেশি সাহায্য করে। এর ফলে সে অনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে কম আগ্রহী হয়, অন্যকে দুঃখ দিতে বা আঘাত করতে চায় না; এমনকি তার উর্ধবতন কেউ তাকে হুকুম করলেও না[১৬]।

পারিবারিক প্রভাব

মানুষ শিশুকাল থেকেই নৈতিকতার মান গঠন করতে থাকে। পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে মহানবি সা. বর্ণনা করেছেন :

---

[১৫] সহিহ আল্ বুখারি, ১.৫৬।

[১৬] লেফকোর্ট, এইচ.এম. লোকাস অব কন্ট্রোল: কারেন্ট ট্রেন্ডস্ ইন থিয়োরি অ্যান্ড রিসার্স। হিলসডেল, এনজে: আর্লবাম, ১৯৮২, ২য় সংস্করণ।

www.pathagar.com

ছেলে-মেয়েরা যখন সাত বছর বয়সে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামাজের জন্য আদেশ কর, দশ বছর বয়সে তাদেরকে নামাজ পড়তে বাধ্য কর; এবং ঘুমাবার জন্য তাদের বিছানা আলাদা করে দাও[১৭]।

এর মর্মার্থ হলো-যদি আপনার ছেলে-মেয়েদের ভালো মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতে চান, তাহলে ছোটকাল থেকেই তাদেরকে সেভাবে শিক্ষা দিন। ছেলে-মেয়েরা উঁচুমানের নৈতিকতা বিকাশে সচেষ্ট হবে, যদি তারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের তা প্রতিনিয়ত করতে দেখে, যদি তারা ভালো আচরণের জন্য পুরস্কৃত হয়; কিন্তু খারাপ কাজ যেমন মিথ্যা বলা, চুরি করা ইত্যাদির জন্য শাস্তি পায়। পিতা-মাতার মিশ্র বা পাঁচমিশালী বার্তা বা ব্যবহার তাদেরকে অনৈতিক আচরণ শেখাতে পারে। মিশ্র বার্তার একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। যেমন- ছেলে-মেয়েদের বলা হলো বা শেখানো হলো চুরি করা খারাপ; আবার একই সময়ে মা-বাবার অফিস হতে উপকরণাদি এনে তাদেরকে দিয়ে বলা হলো এটা ধার করে এনেছি।

সঙ্গীর বা বন্ধু-বান্ধবদের প্রভাব

শিশুদের বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে যখন স্কুলে ভর্তি করা হয়, তখন থেকেই তারা তাদের বন্ধু-বান্ধব বা সমকক্ষদের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে- যাদের সাথে তারা প্রাত্যহিক মত বিনিময় করে। এভাবে যদি কোনো শিশু তার বন্ধুদের ছবি আঁকতে দেখে, সে তাদের অনুকরণের চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে যদি শিশুর সঙ্গীরা বা বন্ধু-বান্ধবরা এরূপ কাজ বর্জন বা পরিত্যাগ করে, তাহলে শিশুও তদনুরূপ আচরণ করবে।

জীবনের অভিজ্ঞতা

ভালো হোক বা মন্দ হোক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি মানুষের জীবনের উপর প্রভাব ফেলে এবং সেগুলো তাদের নৈতিক বিশ্বাস ও আচরণ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

---

[১৭] আবু আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস। আবু দাউদ : ০৪৯৫। ড. জামাল বাদাবীর সাথে হাদিসটি আলোচনার সময় তিনি বর্ণনা করেন, ইসলাম শিশুদের প্রতি কটুকথা বা রূঢ় আচরণের পক্ষপাতি নয়। তাদের পিতা-মাতা কর্তৃক বর্ণিত সুধীজনদের অনুসরণ করতে এবং দশ বছর বয়সে তাদেরকে নিয়মিত নামাজ পড়তে বলা উচিত। যদি তারা তা না করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে মৃদু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

www.pathagar.com

জনৈক ম্যালকম'র হজ্ব অভিজ্ঞতা মুসলমান হিসেবে তাঁর পরবর্তী জীবনে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে :

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষাধিক হাজীর সমাবেশ হয়েছিল। সেখানে সকল বর্ণের লোক ছিল; নীল চক্ষুবিশিষ্ট সাদা চামড়ার লোক থেকে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান। কিন্তু আমরা সকলে একই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছিলাম। একতা এবং ভ্রাতৃত্বের মূলমন্ত্র বা মেজাজ প্রদর্শিত হচ্ছিল যা আমেরিকার একজন অধিবাসী হিসেবে অর্জিত অভিজ্ঞতা আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল যে, শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গদের সহঅবস্থান কখনও সম্ভব নয়।

আমেরিকাকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে। কেননা একমাত্র ইসলামই সমাজ হতে বর্ণবাদের সমস্যা মুছে দিয়েছে। আমি ইতোপূর্বে এরূপ অকৃত্রিম ও খাঁটি ভ্রাতৃত্ব জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অন্য কোনো ধর্মে অনুসৃত হতে দেখিনি।

আমার নিকট হতে এ ধরনের কথা শুনে আপনি হয়তো মনঃকষ্ট পেতে পারেন। কিন্তু হজ্জের এই সমাবেশে আমি যা দেখেছি এবং যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তা আমার অতীতের অনেক চিন্তাধারাকে বদলাতে বা সংশোধন করতে বাধ্য করেছে এবং কিছু কিছু সিদ্ধান্তকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে হয়েছে[১৮]।

পারিপার্শ্বিক উপাদান

অনন্যোপায় হয়ে মানুষ কোনো কোনো সময় অনৈতিক বা নৈতিকতা বর্জিত আচরণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, একজন ম্যানেজার নিজ দায়িত্বের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠানের লোকসান ঠেকাতে কাগজ-কলমে বিক্রয় সংক্রান্ত মিথ্যা বা অসত্য তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতে পারেন। ইসলামি বিধান অনুযায়ী মানুষের অনৈতিক আচরণের একটি বড় কারণ হলো ঋণ। হযরত আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস অনুযায়ী :

> এক ব্যক্তি মহানবি সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রসুল সা. আপনি কেন ঋণ হতে মুক্ত থাকার জন্য পুনঃপুনঃ আল্লাহ তায়ালার

[১৮] হ্যালি আলেক্স. ১৯৬৫. দি অটোবায়োগ্রাফি অব ম্যালকম এক্স. নিউইয়র্ক: ব্যালান্টাইন বুকস্ পৃ. ৩৪০।

www.pathagar.com

সাহায্য চান?" প্রত্যুত্তরে নবি সা. বললেন, "একজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে"[১৯]।

যেহেতু ঋণগ্রস্ততা মানুষকে কুফরীর পর্যায়ে নিয়ে যায়, তাই মুসলমান ঋণদাতাদের ঋণগ্রহীতাদের প্রতি সদয় হবার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। একই সাথে ঋণগ্রহীতাদেরকেও দ্রুত ঋণ পরিশোধের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

ইসলামে নৈতিক ব্যবস্থা

ইসলামের নৈতিক ব্যবস্থা সেকুলারিজম ব্যবস্থা এবং অন্যান্য ধর্মের নৈতিকতা কোড থেকে আলাদা। সভ্যতাব্যাপী এসব সেকুলারিজম মডেল[২০] এমন সব নৈতিক কোডের ভিত্তিতে রচিত- যা ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্প-দৃষ্টিসম্পন্ন। কেননা এগুলোর ভিত্তি হলো তাদের মনুষ্য-জাতীয় প্রতিষ্ঠাতাদের মূল্যবোধ অর্থাৎ সুখবাদ বা সুখ কেবল সুখের জন্য। সাধারণত এসব মডেলে নৈতিকতার এমন পদ্ধতি বা ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে যা ধর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। একই সময়ে অন্যান্য ধর্মীয় নৈতিকতার কোডে মূল্যবোধের উপর প্রদত্ত গুরুত্ব বহুক্ষেত্রে পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বকে গুরুত্বহীন করেছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য, খ্রিষ্টধর্মে সন্ন্যাসবাদকে এমন জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা এ ধর্মমতের অনুসারীগণকে দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা এবং হৈ চৈ সম্পর্কে উদাসীন করে তুলেছে। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের নৈতিক কোড মানুষ ও তার স্রষ্টার সম্পর্ককে নিবিড় করেছে। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খাটি ও সর্বজ্ঞ। মুসলমানদের একটি কোড রয়েছে, যার নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই; আর না তা মানুষের ইচ্ছাদুষ্ট[২১]। ইসলামি নীতিমালার কোড সর্বকালেই বলবৎ, কেননা এর সৃষ্টিকর্তা এবং পরিবীক্ষক (monitor) মানুষের গ্রীবাদেশের ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী এবং তাঁর জ্ঞান নিখুঁত ও শাশ্বত। ইসলামি নৈতিকতার কোড ব্যাখ্যা করতে বিকল্প নৈতিকতা পদ্ধতিগুলোর সাথে ইসলামি নৈতিকতার তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন।

---

[১৯] হযরত আয়েশা রা.- সহিহ আল বুখারি, ১:৭৯৫।

[২০] বাদাবী, জামাল. ইসলামিক টিচিংস্. হ্যালিফ্যাক্স, এনএস কানাডা. প্যাকেজ ২, জিরিজ এফ, ক্যাসেটস্ ১ এবং ২।

[২১] প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বিকল্প নৈতিকতা পদ্ধতি

সমসাময়িক সময়ের নীতিশাস্ত্র ইসলামি নৈতিকতার পদ্ধতি থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন। সার্বিকভাবে বর্তমানে ৬ টি নৈতিক চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। এগুলোকে সংক্ষেপে সারণি-১ এ বর্ণনা করা হলো।

আপেক্ষিকবাদ (Relativism)

আপেক্ষিকবাদে একথা জোরালোভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো কাজ নৈতিক বা অনৈতিক তা বিচারের জন্য একক এবং সর্বজনীন কোনো মাপকাঠি বা মানদণ্ড নেই। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের মানদণ্ড ব্যবহার করে এবং এই মানদণ্ড বা মাপকাঠি বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন রকম। এর ফলে বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ ও আচরণের নৈতিক চরিত্র নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিলক্ষিত হয়[২২]। বিধায়, ভিন্ন দেশীয় ব্যবসায়ীরা তাদের নিজ নিজ দেশের নিয়ম এবং মূল্যবোধ মেনে চলতে বাধ্য হয়।

নৈতিকতার এই ব্যবস্থা বা পদ্ধতিতে বেশ কিছু ত্রুটি বা সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো-প্রথমত, আপেক্ষিকবাদে বিশ্বাসীগণ আত্মকেন্দ্রিক; এটি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনা করে এবং বাইরের কোনো কিছুই এর আওতায় আসে না[২৩]। এই মতবাদ ইসলামের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। ইসলাম ধর্মে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির নৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধ পবিত্র কোর'আন এবং হাদিসে বিবৃত নির্দেশনা বা মানদণ্ডের ভিত্তিতে পরিচালিত। দ্বিতীয়ত, এই মতবাদে জানা দেখা যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি স্বভাবতই অলস; তিনি তাঁর আচরণের যৌক্তিকতা প্রদর্শনে স্বীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দেন।

পক্ষান্তরে, ইসলাম কেবল ব্যক্তির ধারণাপ্রসূত সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে না। মুসলমান ব্যবসায়ীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল বিষয় হলো পারস্পরিক পরামর্শ বা শুরা। ইসলামে অহংবোধ বা আত্মবোধের কোনো স্থান নেই।

---

[২২] ওয়েসিস্, পৃ. ৬৪।

[২৩] প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সারণি-১ : এক নজরে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক পদ্ধতি[২৪]

১.	বিকল্প নৈতিক পদ্ধতি	সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাপকাঠি
২.	আপেক্ষিকবাদ (স্বেচ্ছা-প্রণোদন)	অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে নৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য সর্বোচ্চ সুফল অর্জিত হলে সংশ্লিষ্ট কাজটি নৈতিক বলে বিবেচিত হয়।
৩.	সর্বজনবাদ (কর্তব্য)	নৈতিক সিদ্ধান্ত কাজ বা সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যের উপর জোর দেয়। প্রত্যেকের একই পরিস্থিতিতে একইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিৎ।
৪.	অধিকার (ব্যক্তির প্রাধিকার)	নৈতিক সিদ্ধান্তবলি একক মূল্যবোধ এবং স্বাধীনতার উপর জোর দেয়- যা স্বীয় পছন্দ নিশ্চিতপূর্বক ব্যক্তি অধিকারের ভিত্তিতে গৃহীত হয়।
৫.	বিভাজক ন্যায়বিচার (নিরপেক্ষতা ও সমতা)	নৈতিক সিদ্ধান্তবলি একক মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচারের উপর জোর দেয় এবং সমলাভের ভিত্তিতে সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে।
৬.	শাশ্বত আইন (পবিত্র ধর্মগ্রন্থ)	পবিত্র ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত শাশ্বত আইনের ভিত্তিতে গৃহীত নৈতিক সিদ্ধান্ত।

উপযোগবাদ (Utilitarianism)

সিসিরো থেকে জেরেমি বেন্থাম এবং জন স্টুয়ার্ট মিল'র সময় পর্যন্ত উপযোগবাদ প্রায় দু'শতাব্দি টিকে ছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী "ব্যক্তিগত আচরণ সম্বলিত নৈতিকতা এককভাবে ব্যবহারের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়"[২৫]। কোনো কাজ নৈতিক বলে বিবেচিত হবে, যদি তা বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর হয়। এমতাবস্থায়, উপযোগবাদ[২৬] সম্পূর্ণভাবে ফলাফল-নির্ভর।

এই মতবাদের সমস্যা অনেক। প্রথমত, কে সর্বাধিক মানুষের জন্য কি কল্যাণ নিরূপণ করে? এটা কি সম্পদ, না আনন্দ, না স্বাস্থ্য? দ্বিতীয়ত, সংখ্যালঘুদের কি

---

[২৪] ওয়েস, জে. ডাব্লিউ'র অনুমতিক্রমে গৃহীত. বিজনেস এথিক্স: এ ম্যানেজারিয়াল, স্টেকহোল্ডার এ্যাপ্রোচ. বেলমন্ট, সিএ: ওয়াডস্ওয়ার্থ পাবলিশিং, © ১৯৯৪. প্রকাশকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

[২৫] হোসমার, পৃ. ১০৯।

[২৬] উপযোগবাদের নিয়মের বা বিধানের পরিবর্তে এক্ষেত্রে কাজের উপযোগের কথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

হবে? যদি যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সিদ্ধান্ত নেয় যে, দেশে অবাধ ভালোবাসার মতবাদ চালু থাকবে, তাহলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যারা খোদায়ী বিধান অনুযায়ী বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে এবং কেবল বিবাহিত স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে চায়; তাদের স্বার্থ কে সংরক্ষণ করবে? তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যের মতো পরিমাণ নির্ধারণযোগ্য নয় এমন বিষয়গুলোর ব্যয় এবং কল্যাণ কিভাবে নির্ধারণ করা হবে? চতুর্থত, সামষ্টিক অধিকার এবং কর্তব্যের নামে বা কথা বলে ব্যষ্টিক অধিকার ও কর্তব্যের বিষয় অবহেলিত হচ্ছে[২৭]।

ইসলামের বিধানের সাথে এগুলো সংগতিপূর্ণ নয়। ইসলামে ব্যক্তি এবং সমষ্টি দু'য়েরই প্রাধান্য রয়েছে। দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু, কোনো মুসলমান ব্যক্তি তাঁর নিজের কাজের জন্য উম্মাহ বা বৃহত্তর গোষ্ঠীকে দায়ী করতে পারেন না।

> (স্মরণ কর! সে দিনের কথা) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে যুক্তি-তর্ক নিয়ে উপস্থিত হবে এবং প্রত্যেককে সে যা আমল করেছে, তা পরিপূর্ণরূপে দেয়া হবে। এবং তাদের প্রতি জুলম করা হবে না[২৮]।

পরিশেষে, উপযোগবাদ ব্যয় এবং কল্যাণের হিসাব কষে ভবিষ্যত বা আগামী দিনের কাজের নৈতিক মান নিরূপণ করে এবং এভাবে তা চূড়ান্ত রূপ নেয়। ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যবসায় নীতিতে এই বিপজ্জনক অবস্থা সহজেই দৃশ্যমান হয়- যা পাশ্চাত্যের তৃণমূল ব্যবসায় ক্ষেত্রের বৃহত্তর অংশকে প্রভাবিত করে।

ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্যারেটো অপ্টিমালিটির উপর বেশ জোর দেয়া হয়েছে। প্যারেটোর এই নিয়ম বা বিধিতে ভোক্তার অভাব মেটাতে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়েছে, নৈতিকতার বিষয়টি বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি এবং সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রতি অতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রায়েডম্যান ব্যবস্থাপনা নৈতিকতার বিষয়ে ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক মতবাদ সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

কতিপয় প্রবণতা (বিষয়) আমাদের মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিমূলকে সম্পূর্ণভাবে দূর্বল করেছে বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে, যা সামাজিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্পোরেশন-

---

[২৭] ওয়েস, পৃ. ৬৭।

[২৮] আল-কুরআন (সুরা নাহল ১৬ : ১১১)।

www.pathagar.com

কর্মকর্তাগণ মেনে নিয়েছেন। এটি আড়তদারদের সম্ভাব্য সর্বাধিক অর্থ উপার্জনের বিষয়কেও ছাড়িয়ে গেছে[২৯]।

ব্যবসায়িক নীতির এই ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামে মুনাফা-সর্বাধিককরণ একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; নয় একমাত্র নীতিসম্মত ফল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন :

> ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর স্থায়ী সৎকাজ আপনার রবের নিকট প্রতিদান প্রাপ্তির দিক থেকে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম[৩০]।

বিশ্ববাদ (Universalism)

উপযোগবাদে সিদ্ধান্তের ফলাফলের উপর গুরুত্বরোপ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, বিশ্ববাদে সিদ্ধান্ত বা কাজের উদ্দেশ্যের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এই মতবাদের প্রবক্তাদের মূল মন্ত্র হচ্ছে প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্টের 'ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভ' বা 'শর্তহীন আদেশ' নীতি। এই নীতির দুটি অংশ। প্রথমত, কোনো ব্যক্তি করার জন্য কেবল এমন কাজই বেছে নেবে, যা সে পৃথিবীর প্রত্যেককে একই পরিস্থিতিতে, একই উদ্দেশ্যে এবং একই উপায়ে করতে দিতে আগ্রহী হবে[৩১]। দ্বিতীয়ত,আর সবকিছু উদ্দেশ্য বা ফল, যোগ্য মর্যাদা এবং সম্মান হিসেবে বিবেচিত হবে; ফলাফল বা উদ্দেশ্যের কারণ হিসেবে নয়। ফলে, এটির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে কর্তব্য- যা একজন ব্যক্তিকে অন্যদের এবং মানবতার জন্য পালন করতে হয়।

বিশ্ববাদেরও সমস্যা রয়েছে, যাকে কান্ট কর্তব্য বুঝিয়েছেন[৩২]। তাঁর মতে কর্তব্যবোধ থেকে যখন আমরা কাজ করি, কেবল তখনই তা হয় নৈতিক; কিন্তু যখন আমরা মাত্র অনুভূতি বা স্বীয় স্বার্থে কাজ করি; তখন সে কাজের কোনো

---

[২৯] ফ্রায়েডম্যান, মিল্টন, ১৯৬২। পুঁজিবাদ ও স্বাধীনতা। শিকাগো : শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, পৃ. ১৩৩।

[৩০] আল-কুরআন (সূরা কাহ্‌ফ ১৮ : ৪৬)।

[৩১] ওয়েস, পৃ. ৬৮।

[৩২] উইলিয়াম, এইচ. শ'. বিজনেস এথিক্স. বেলমন্ট, সি এঃ ওয়াডসওয়ার্থ, ১৯৯১, পৃ. ৫৭।

www.pathagar.com

নৈতিক মূল্য থাকে না। ইসলামেও কোনো ব্যক্তির কাজ করার উদ্দেশ্যকেই বিচার করা হয়।

আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস আল লায়েদী বলেছেন, "আমি মিম্বারের (খুৎবা পড়ার বা বক্তৃতার স্থান) উপর থেকে উমর রা.-কে বলতে শুনলাম, 'আল্লাহর রসুল সা. বলেছেন, "হে আল্লাহ তায়ালার বান্দারা যা করেছ কি উদ্দেশ্যে করেছ, সে সম্পর্কে এবং প্রত্যেক মানুষকে তার উদ্দেশ্যের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।"

> এইরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা.-এর জন্য হিজরত করেছেন, এবং পার্থিব কিছু অর্জন বা কোনো মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যে; তার হিজরত ছিল সেই উদ্দেশ্যেই যার জন্য তিনি হিজরত করেছেন"[৩৩]। যাহোক, কেবল সৎ উদ্দেশ্যেই অনৈতিক কোনো কাজকে নৈতিক হিসেবে পরিগণিত করে না। ইউসুফ আল কারদাবী বর্ণনা করেছেন, "সদিচ্ছা কোনো হারাম বা অবৈধ কাজকে গ্রহণযোগ্য করে না"[৩৪]।

কোনো মুসলমান যখন বৈধ বা অনুমোদনীয় কাজ সৎ উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করে, তার সেই কাজ এবাদত হিসেবে গণ্য হয়। মহানবি সা. প্রকৃতই বলেছেন :

> "দিনের শুরু (সকাল) থেকেই মানুষের হাত-পায়ের আঙ্গুল থেকেই দান-খয়রাত শুরু হয়। সাক্ষাতে প্রত্যেককে সালাম দেয়া, ভালো কাজে শরীক হওয়া, নিন্দনীয় কাজ নিষেধ করা, কষ্টদায়ক বা ক্ষতিকর কোনো কিছু রাস্তা বা চলার পথ থেকে অপসারণ করা, এমনকি স্ত্রীর সাথে মিলনও দান-খয়রাত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসুল সা. যে ব্যক্তি তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে তা কি দানের মধ্যে পড়ে? তিনি জবাব দিলেন, "আমাকে বল, যেক্ষেত্রে তার কোনো অধিকার নেই, এমন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তার কি পাপ হবে"?[৩৫]

---

[৩৩] উমর ইবনে খাত্তাব, সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ১.১।

[৩৪] আল কারদাবী, ইউসুফ. আল হালাল ওয়া আল হারাম ফি আল ইসলাম. ইন্ডিয়ানাপোলিস, ইউএসএ : আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশনস্, পৃ. ১১।

[৩৫] আবু জর, আবু দাউদ, হাদিস নম্বর ৫২২৩।

www.pathagar.com

অধিকন্তু, যদি কোনো কাজ হারাম হয়, তাহলে ইসলাম এই হারাম পন্থা অবলম্বন করে ভালো কিছু অর্জন অনুমোদন করে না। অন্যকথায়, ফল উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে না। মহানবি সা. ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "যদি কেউ হারাম বা অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন করে এবং তা থেকে যাকাতও দেয়, তাতে তার কোনো লাভ হবে না; বরং পাপের বোঝা তাকেই বইতে হবে"[৩৬]।

অধিকার

নৈতিকতা প্রসঙ্গে অধিকার তত্ত্বটি মাত্র একটি মূল্যের গুরুত্ব দিয়ে থাকে, আর তা হলো স্বাধীনতা। কোনো কিছুকে নৈতিক বিবেচনা করতে হলে ব্যক্তির পছন্দের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তা তার সিদ্ধান্ত এবং কাজের ভিত্তিতে হতে হবে। এই মতবাদ মোতাবেক ব্যক্তির নৈতিক অধিকার থাকবে এবং তা অবিনিময়যোগ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রত্যেক মার্কিন নাগরিকের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও পছন্দের অধিকার আইন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই অধিকারই পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বাধ্যবাধকতার জন্ম দেয়। এভাবে একজন কর্মচারির ন্যায্য মজুরী এবং কাজ করার নিরাপদ পরিবেশ পাবার অধিকার রয়েছে। অনুরূপভাবে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের এরূপ আশা করার অধিকার রয়েছে, যেন তার কর্মচারিদের দ্বারা কোনো ব্যবসায়িক গোপনীয়তা বা তথ্যাদি ফাঁস হয়ে না যায়; অথবা ব্যবসায়ের কোনো ক্ষতি না হয়।

অধিকার মতবাদেরও সমালোচনা করা হয়েছে। অনেক নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য অন্যদের টপকিয়ে অগ্রাধিকার পেতে জেদ ধরে, এতে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। অধিকারেরও সীমা থাকে। শিল্প আইন সমাজের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে; তাদের অধিকার পদদলিত বা অবহেলিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অতি উৎসাহী শিল্প আইনে নিরাপত্তার কথা বলে এমন পোশাক-পরিচ্ছদ পছন্দ করা হয়-

---

[৩৬] আল কারদাবী, পৃ. ৩২. অনুগ্রহ করে মনে রাখুন, প্রয়োজন মানুষকে বাধ্য করে। মানুষের জরুরি প্রয়োজনে ইসলাম খুব সজাগ। পবিত্র কু'রআনে সুরা বাকারাহ'র ১৭৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুর ভয় থাকলে আল্লাহ তায়ালা জীবন বাঁচানোর জন্য হারাম জিনিষও যেমন- শুকুরের মাংস, রক্ত, মৃত প্রাণী ইত্যাদি ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন। তবে বাধ্য হলেও এরূপক্ষেত্রে কোনো মুসলমানকে আগ্রহভরে এ কাজ না করার জন্য বলা হয়েছে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব তাকে পুনরায় হালাল খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দেখুন আল কারদাবী, পৃ. ৩৬-৩৮।

www.pathagar.com

যা অযথা মুসলমান মহিলাদের শালীনতাপূর্ণ পোশাকের ইচ্ছাকে এক পাশে ঠেলে দিতে পারে বা অবজ্ঞা করতে পারে।

প্রাচ্য-দেশীয় অধিবাসী কর্তৃক প্রলম্বিত এই পৌরাণিক ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামের অবস্থান। ইসলাম স্বাধীনতার পক্ষে; যেমন- ইসলাম মানুষকে তার ধর্মমত বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেছেন :

> দ্বীনে কোনো জবরদস্তি নেই। অবশ্যই সত্যপথ ভ্রান্তপথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি তাগুতকে বিশ্বাস না করে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান আনে, সে এমন এক শক্ত রশি ধারণ করে- যা ছিন্ন হয় না, আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী[৩৭]।

ইসলাম অবশ্য ভারসাম্য রক্ষা করে এবং কর্তব্যহীন অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গীকে বাতিল করে। মানুষের কাজের দায়িত্ব তার উপরই বর্তায়। জ্ঞাতসারে আনুগত্যের মাধ্যমে সর্বোত্তম স্বাধীনতা পাওয়া যায়। বস্তুত, কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে ভিন্নধর্মী এক স্বাধীনতার স্বাদ পায় :[৩৮]

> (হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তায়ালা কারো মুখ্যপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি; তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই[৩৯]।

ইসলাম মুসলমানগণকে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কারো বা কোনো কিছুর দাসত্ব স্বীকার করতে বলে না।

বিভাজক ন্যায়বিচার

নৈতিকতার এই বিভাজক (distributive) মতবাদ কেবল একটি মূল্যবোধকে ঘিরে আবর্তিত হয়; আর তা হলো ন্যায়বিচার। কোনো সিদ্ধান্ত বা কাজকে নৈতিক হিসেবে বিবেচনা করতে হলে তা দ্বারা অবশ্যই সম্পদ, কল্যাণ এবং দায়

---

[৩৭] আল-কুরআন (সুরা বাকারাহ ২ : ২৫৬)।

[৩৮] সা'ইয়েদ কুতব, সোশাল জাস্টিস ইন ইসলাম। নিউ ইয়র্ক : অকটাগণ বুকস, ১৯৮০, পৃ. ৩২।

[৩৯] আল-কুরআন (সুরা এখলাস ১১২: ১-৪)।

www.pathagar.com

(বোঝা/ভার)-এর সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। কল্যাণ ও দায়-এর সুষ্ঠু বন্টনের জন্য ৫ (পাঁচ)টি নীতি ব্যবহৃত হয়[৪০]। এগুলো নিম্নরূপ :

১. **প্রত্যেককে সমান অংশ প্রদান :** কোনো কোম্পানি কর্তৃক তাদের বার্ষিক বোনাস বন্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক যোগ্য বা উপযুক্ত অংশীদারকে সমান অংশ প্রদান করতে হবে।

২. **প্রত্যেককে তার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদান :** প্রত্যেক ব্যক্তি বা বিভাগকে তার অভিজ্ঞতালব্ধ প্রয়োজনমাফিক সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে।

৩. **প্রত্যেককে তার চেষ্টা অনুযায়ী প্রদান :** অন্যসব কিছু অপরিবর্তনীয় রেখে, কর্মচারিদের প্রচেষ্টা মোতাবেক বেতনের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে একই হারে হবে।

৪. **প্রত্যেককে সামাজিক অবদানের জন্য প্রদান :** কোনো কোম্পানি যদি সমাজে ইস্যুভিত্তিক, যেমন-পরিবেশ দূষণ রোধে কোনো অবদান রাখে; তাহলে অন্য কোম্পানিগুলো এ ধরনের কোনো অবদান রাখছে না-এই বিবেচনায় প্রথমোক্ত কোম্পানিকে পুরস্কৃত করা যায়।

৫. **প্রত্যেককে মেধা অনুযায়ী প্রদান :** স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব বা ব্যক্তিগত অনুরাগ ইত্যাদির উর্ধ্বে থেকে পদোন্নতি, নিয়োগ এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্মকর্তা-কর্মচারির মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় মহানবি সা. এর প্রতি আল্লাহ তায়ালার বাণীর মর্মকথা হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা[৪১]। নেতৃত্বে আসীন মুসলমানগণকে তাঁদের অনুসারী বা অধঃস্থনদের প্রতি সদাচরণের উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর রসুল সা. বলেছেন, "একজন মুসলিম সেনাধ্যক্ষ তাঁর সৈন্যবাহিনীর নিকট ঢালস্বরূপ। তারা তার পিছনে থেকে যুদ্ধ করে এবং নিষ্ঠুর ও হানাদারদের কবল থেকে রক্ষিত হয় বা নিরাপত্তা পায়। তাঁর

---

৪০ শ', পৃ. ৮৬-৮৭।

৪১ আল-কুরআন (সুরা আল-হাদীদ ৫৭ : ২৫)।

www.pathagar.com

মধ্যে যদি মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত আল্লাহ-ভীতির উদ্রেক হয় এবং তিনি যদি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর জন্য রয়েছে বিরাট পুরস্কার; এবং অন্যরূপ আদেশ করলে উল্টো ফল তার দিকে ফিরে আসবে"[৪২]। তার জন্য রয়েছে শাস্তি।

ইসলামি নীতিতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি বিভাজক ন্যায়বিচারের (Distributive Justice) আওতাভুক্ত :[৪৩]

* প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে অথবা অন্যদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বা যৌথভাবে সম্পত্তির মালিক হতে পারে। জনস্বার্থে নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পদ কেবল রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকতে পারে[৪৪]।

* ধনীদের পুঞ্জীভূত সম্পদের উপর গরীবদের ঐ পরিমাণ অধিকার বা অংশ রয়েছে- যা সমাজে বসবাসকারী একজনের দৈনিক চাহিদা মিটাতে প্রয়োজন। যেহেতু আল্লাহ আদম আ.-এর বংশধরদের সম্মানিত করেছেন এবং তাদেরকে কল্যাণকর জিনিষ[৪৫] দিয়েছেন; মানুষের মৌলিক প্রয়োজন অবশ্যই মেটাতে হবে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় দানের সুফল, গরীবদের দেখা-শোনার নিমিত্তে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং কতিপয় হাদীসে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবি সা. বলেছেন :

  সর্বোত্তম দান হচ্ছে ক্ষুধার্থকে অন্ন প্রদান[৪৬]।

  যাহোক, ইসলাম আয় এবং সম্পদের পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে দূর করার কথা বলেনি। এই পার্থক্য আল্লাহ তায়ালারই পরিকল্পনা। অর্থনীতির সুষ্ঠু কার্যকরণে এগুলো কাজ করে[৪৭]।

---

৪২ আবু হুরাইরাহ, সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৪৫৪২

৪৩ আহমাদ, জিয়াউদ্দিন. ১৯৯১, ইসলাম, পভার্টি এ্যান্ড ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন. লেইচেস্টার, যুক্তরাজ্য: দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ১৫-১৬।

৪৪ বিস্তারিতের জন্য দেখুন আহমদ, ১৯৯১।

৪৫ কুরআন (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৭০)।

৪৬ আনাস ইবনে মালিক, মিশকাত আল মাসাবীহ। ১৯৪৬।

৪৭ কুরআন (সুরা আয্-যুখরুফ ৪৩ : ৩২)। এবং আহমাদ, ১৯৯১, পৃ. ১৯-২০।

www.pathagar.com

* যে কোনো স্তরে, যে কোনো আকৃতিতে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে মানুষের শোষণ অনৈসলামিক এবং অবশ্যই তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। যেমন- উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকরণে মিষ্টির দোকানগুলোতে গরীব শ্রমিককে অতি নগণ্য বা নামমাত্র মজুরী প্রদানের মাধ্যমে শোষণ করা অনৈসলামিক বা ইসলামবিরুদ্ধ।

সাধারণভাবে, নৈতিকতার বিষয়ে বিভাজক ন্যায়বিচারের সব নীতিমালার সাথেই ইসলাম একমত পোষণ করে; কিন্তু তা হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ রীতিতে। ইসলাম যুক্তিহীন ন্যায়বিচার অনুমোদন করে না। কেবল প্রয়োজনের তাগিদেই ন্যায় বিচার নয়। বিধায়, নিবর্তনমূলক পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রচেষ্টারত একজন মুসলমানের সাহায্যের দাবী কেবল ধনীর সম্পদের অংশ দাবী করা ব্যক্তির অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। নিশ্চয়ই যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, ফেরেশতারা তাদের মৃত্যুর সময় বলবে, "তোমরা কি অবস্থায় ছিলে"?[৪৮] তারা বলবে, "আমরা জমিনে দুর্বল ও অসহায় ছিলাম।" তারা বলবে, "আল্লাহ তায়ালার জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করে চলে যেতে?" জাহান্নামে তাদের আবাস; তা কতই না মন্দ আবাস![৪৯]

মহানবি সা.-এর জীবদ্দশায় মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে একজন স্ত্রীলোক চুরি করেছিল। তার লোকেরা মহানবি সা.-এর সাথে মধ্যস্থতা করার উদ্দেশ্যে উসমান ইবনে জায়েদের নিকট গেল। যখন উসমান রসুল করিম সা.-এর নিকট মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিলেন, মহানবি সা.-এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, "তুমি কি এমন বিষয়ে জড়িত এরূপ কারো ব্যাপারে আমার নিকট সুপারিশের প্রস্তাব নিয়ে এসেছো, যে বিষয়ে আল্লাহ শাস্তির ফয়সালা দিয়েছেন?" উসমান বললেন, "হে আল্লার রসুল সা. আমার জন্য আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ভিক্ষা করুন।" এ অবস্থায় রসুল সা. গাত্রোত্থান করলেন এবং জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রশাংসা করলেন এবং বললেন! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা এজন্য ধবংস হয়ে গেছে যে, কোনো অভিজাত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে মাফ করে দেয়া হতো এবং কোনো দরিদ্র ব্যক্তি এরূপ করলে তাকে আল্লাহ তায়ালার বিধান অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হতো। যাঁর হাতে মুহাম্মদের সা. জীবন সেই আল্লাহ তায়ালার কসম, যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করত; আমি তার হাত কেটে দিতাম।" তারপর

---

[৪৮] ফেরেশতাগণ।

[৪৯] কুরআন (সূরা আল্-নিসা ৪ : ৯৭)।

www.pathagar.com

নবি সা. বর্ণিত মহিলার বিষয়ে আদেশ দিলেন এবং তার হাত কেটে ফেলা হলো। পরবর্তীকালে স্ত্রীলোকটি অনুতপ্ত হয়ে সৎ জীবনে ফিরে আসল এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলো। হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, "স্ত্রীলোকটি আমার নিকট নিয়মিত আসা-যাওয়া করত এবং আমি তার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো আল্লাহ তায়ালার নবিকে জানাতাম"[৫০]।

মুহাম্মদ সা.-এর উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সাথে সমকালীন যুগের মুসলিম বিশ্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রের আইন ভংগকারী শাসকদের অসংগতিপূর্ণ আচরণের তুলনা করুন। ড. জে. সিম্পসনের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিককালের বিচার এবং তাঁকে বেকসুর খালাস প্রদান পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয় নৈতিকতা অনুসরণ না করার পরিণাম। আইনের অসংগতিপূর্ণ প্রয়োগের আরো একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে কোকেন ও ক্র্যাকসেবীদের বিচারের ক্ষেত্রে। দুটি ড্রাগই সমভাবে হারাম ও ক্ষতিকর। এতদসত্ত্বেও, যেহেতু ককেশীয় মার্কিনীগণ কোকেনকে তাদের পছন্দসই ড্রাগ বা ওষুধ হিসেবে গ্রহণ করে, তাই ক্র্যাকসেবীদের অপেক্ষা তাদের শাস্তি তুলনামূলকভাবে কম। কাঁচা অবস্থায় ক্র্যাকই হচ্ছে কোকেন; কিন্তু এটি প্রাথমিকভাবে আফ্রিকান আমেরিকানগণ সেবন করে থাকে।

শাশ্বত আইন

নৈতিক সিদ্ধান্তবলরি ভিত্তি হলো শাশ্বত আইন। এটিকে আমরা ডিভাইন ল'ও বলতে পারি। এটি বিবৃত হয়েছে ধর্মগ্রন্থে এবং প্রকৃতির বিধানে। অনেক লেখক (টমাস এ্যাকুইনাসসহ) বিশ্বাস করেন ধর্মগ্রন্থ পড়ে অথবা প্রাকৃতিক বিধান দেখে মানুষ নৈতিকভাবে সজাগ হয়।

পক্ষান্তরে, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক বা ভিন্নধর্মী। কুরআনের বিভিন্ন সুরার ভিত্তিতে, যেমন, ৯৬ : ১-৫; ৬৮ : ১-২; এবং ৫৫ : ১-৩ (যথাক্রমে সুরা আলাক : আয়াত ১ হতে ৫; সুরা কলম : আয়াত ১ ও ২; এবং সুরা আর-রাহমান : আয়াত ১ হতে ৩) আয়াতে তাহা জাবীর আল আলওয়ানী মন্তব্য করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পাশাপাশি ভিন্নরূপ দু'ধরনের সূত্র হতে জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এর একটি হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী (অর্থাৎ কুরআন) এবং অন্যটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি বিশ্বজগৎ। যারা কেবল প্রথমোক্ত সূত্র থেকে

---

[৫০] সহিহ বুখারি, হাদিস ৫.৫৯৭।

www.pathagar.com

জ্ঞান আহরণ করে বা পড়াশুনা করে, তারা কঠোর তপস্বী বা দরবেশ হয়ে যান। কোনো কোনো সময় এ ধরনের অধ্যয়ন তাদেরকে ভারসাম্যহীন করে এবং তারা স্বাধীনভাবে কোনো কিছু চিন্তা করতে ব্যর্থ হয়। তারা নিজেদের সকল কাজ পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ তায়ালার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় অথবা আল্লাহ তায়ালার বিশ্বাস বা আমানত রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।[৫১] আবার যারা কেবল দ্বিতীয়টি অধ্যয়নের উপর জোর দেয় "তাঁরা চূড়ান্ত (ultimate) প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যর্থ হন" এবং সাধারণত : তাদের জ্ঞানবর্হিভূত সব কিছুই তারা 'অতিপ্রাকৃত' বা 'অলৌকিক'[৫২] বলে খারিজ করে দেন। আরও খারাপ বিষয়, তাদের কি আদৌ বিশ্বাস করা উচিত, তারা নিজেদের মনগড়া খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে; যাকে তারা প্রায়শই প্রকৃতির সাথে এক করে ফেলে। এরূপ একপেশে অধ্যয়ন বা জ্ঞান মানুষকে কেবল শিরক বা অস্তিত্ববাদ, সর্বেশ্বরবাদ বা তর্কপূর্ণ বস্তুবাদের ন্যায় কিছু অসার বা অর্থহীন মতবাদের দিকে চালিত করে। এ কারণে, মুসলমানদের দু'ধরনের অধ্যয়নই পাশাপাশি চালিয়ে যাওয়া উচিত :

কুরআন হচ্ছে প্রকৃত জীবের পথ প্রদর্শক এবং প্রকৃত জীব হলো কুরআনের পরিচালক। প্রকৃত জ্ঞানার্জন এ দুটির পরিপূরক অধ্যয়ন ব্যতীত সম্ভবপর নয়[৫৩]।

এ দু'ধরনের অধ্যয়নের ফলে ইসলামি নৈতিক কোড অন্যান্য ধর্ম প্রবর্তিত নৈতিক কোড হতে আলাদা। খ্রিষ্টিয় ধর্ম প্রাচ্য-দেশীয় অন্যান্য ধর্মের ন্যায় জীবনের ক্ষণিকতা বা স্বল্পকালীন জীবনের উপরই জোর দিয়েছে, এবং পার্থিব জীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলাকে বেশি মূল্য দিয়েছে। পক্ষান্তরে, ইসলামে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, এই পৃথিবী থেকে জীবনকে গুটিয়ে নিয়ে ধার্মিকতা অর্জিত হবে না বরং একজন মুসলমান সত্যিকারভাবে প্রাত্যহিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা রেখে এবং সব ধরনের মন্দ কাজ প্রতিহত করেই স্বীয় নামের যথার্থতা প্রমাণ করতে পারেন। পার্থিব জীবনে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ হলো আত্মশুদ্ধি বা আত্মার শুদ্ধি ধারণারই

---

[৫১] তাহা জাবীর আল আলওয়ানী, ১৯৯৫। দি ইসলামাইজেশন অব নলেজ: ইয়েসটারডে এ্যান্ড টু ডে. ইউসুফ তালাল ডিলরেজো, কর্তৃক ইংরেজিতে অনুদিত. হার্ণডন, ভার্জিনিয়া : ইন্টারন্যাশনাল ইন্সিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, পৃ. ৬-১৩।

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

www.pathagar.com

অংশ। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে এর বিকাশ এবং ক্রমোন্নতি নির্দেশ করে এটি ইসলামি অর্থনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ[৫৪]। অন্য কথায়, আমরা আশা করতে পারি, একজন মুসলমান দুনিয়াদারীতে এই উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করবে, যাতে বৈষয়িক প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি অবশ্যই তার নিজের এবং মুসলিম উম্মাহর সামাজিক ন্যায়বিচার ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে পরিচালিত হবে। আল্লাহ চূড়ান্ত উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দিতে পবিত্র কু'রআনে কারুনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন :

> আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল; তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে! আল্লাহ তায়ালার প্রতিদানই উত্তম যে ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তার জন্য। আর তা কেবল ধৈর্যশীলরাই পেতে পারে[৫৫]।

এরূপ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে তার ইবাদত এবং প্রাত্যহিক জীবন সামঞ্জস্যশীল হয়। শুধু ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অনুশীলনই একজন মুসলমানের জন্য যথেষ্ট নয়; তা যেন ইসলামি নৈতিকতার কোডের অনুরূপ হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে।

আল্লাহর নবি সা. বলেন, "তোমরা কি জান গরীব কে? নবির সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, "আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই গরীব যার না আছে দিরহাম, না সম্পদ"। নবি সা. বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি পুনরুত্থান দিবসে নামাজ, রোজা এবং যাকাতসহ আসবে না (সেদিন নিজেকে নি:স্ব বা দেওলিয়া হিসেবে দেখবে, যেহেতু সে তার নেকীর ভাণ্ডার শূন্য দেখবে); কারণ সে অন্যদের সম্পর্কে মন্দ কথা বলেছিল বা গীবত করেছিল, কলঙ্ক লেপন করেছিল এবং অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করেছিল, অন্যের রক্ত ঝরিয়েছিল এবং প্রহার করেছিল, এবং তার নেকীগুলো সেই ব্যক্তির আমলনামায় যুক্ত হবে (যে তার দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল)। এবং তার (নির্যাতিত ব্যক্তির) নেকীর পাল্লা তাতেও যদি ভারী না হয় (অর্থাৎ নির্যাতিত ব্যক্তির হিসাব তার পক্ষে না যায়), তাহলে তার গুনাহগুলো দেওলিয়া ব্যক্তির আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে এবং সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে[৫৬]।

---

[৫৪] টি. গ্যামলিং এন্ড আর. করিম. বিজনেস এন্ড এ্যকাউন্টিং এথিক্স ইন ইসলাম. লন্ডন : ম্যানসেল, ১৯৯১, পৃ. ৩৩।

[৫৫] কুরআন (সুরা আল-কাসাস ২৮ : ৮০)।

[৫৬] আবু হোরায়রা, সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ৬২৫১।

www.pathagar.com

ইসলামের শাশ্বত আইন শুধু ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটা সূক্ষ্মভাবে একজন মুসলমানের জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

ইসলামি নৈতিক পদ্ধতি

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে ইসলামি নৈতিক পদ্ধতির কতিপয় অপরিহার্য মানদণ্ড চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ :

* ব্যক্তির কাজ এবং সিদ্ধান্ত নৈতিক কি না তা বিচার করা হবে তার উদ্দেশ্য দ্বারা। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ এবং আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ এবং নিখুঁতভাবে অবহিত।

* সৎ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কাজগুলো ইবাদত হিসেবে বিবেচিত হয়। হারাম বা নিষিদ্ধ উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হালাল কাজও হারাম হবে; হালাল বা বৈধ হবে না।

* ব্যক্তির ইচ্ছামাফিক যে কোনো ধর্মমতে বিশ্বাস স্থাপনের অধিকার ইসলাম স্বীকৃত; কিন্তু কোনোক্রমেই তা জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচারের বিনিময়ে নয়।

* আল্লাহতে বিশ্বাসী বা ইমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহ ব্যতীত যে কোনো জিনিষ বা ব্যক্তি হতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে বা মুক্ত করেছে।

* গৃহীত সিদ্ধান্ত তা সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু যার জন্যই কল্যাণকর হোক না কেন, অপরিহার্যভাবে তা নৈতিক হবে না। নৈতিকতা সংখ্যাতত্ত্বের বিষয় নয়।

* নৈতিকতার বিষয়ে ইসলামের উপস্থাপনা উন্মুক্ত; কোনো গোপন ও আত্মমুখী কিছু নয়। ইসলামে আত্মবোধের কোনো স্থান নেই।

* নৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ একইসাথে কুরআন অধ্যয়ন এবং প্রাকৃতিক জগতের জ্ঞানের ভিত্তিতেই হয়।

* অন্যান্য ধর্ম-সমর্থিত নৈতিক পদ্ধতিসমূহের অনুরূপ নয়; বরং ইসলামি নৈতিক পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ বা সক্রিয় জীবন যাপনের মাধ্যমে মানবকুলকে আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জনের উৎসাহ দেয়া হয়েছে। দুনিয়াদারীর বা পার্থিব জীবনের নানাবিধ পরীক্ষার মধ্যে নৈতিক আচরণের মাধ্যমেই মুসলমানগণকে আল্লাহ তায়ালার নিকট তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

www.pathagar.com

সারণি -১ এ সংক্ষেপিত সকল মতবাদের বিপরীত অবস্থানে থাকা ইসলামি নৈতিকতা খণ্ডিত বা একমুখী কোনোটাই নয়। এটা ইসলামি জীবন পদ্ধতিরই একটি অংশ এবং তা-ই পূর্ণাঙ্গ। ব্যক্তির আচরণবিধির মধ্যেই এতে রয়েছে অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা বা ন্যায়বিচার 'আদল' বা সাম্যাবস্থা । সাম্যাবস্থার এই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নিয়মের মূল বা কেন্দ্রবিন্দু হলো পবিত্র কু'রআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত:

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রসুল সাক্ষী হন তোমাদের উপর;"[৫৭]

ইসলামি নৈতিক পদ্ধতির অধিকতর বিকাশ সাধনে আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে কোনো দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সত্য বা স্বতঃসিদ্ধ (axiom) ইসলামের নৈতিক দর্শনকে পরিচালনা করবে। এগুলোর অন্তর্নিহিত ভাব ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ইসলামি নৈতিকতা-দর্শনের স্বতঃসিদ্ধ (Axiom)

পাঁচটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সত্য[৫৮] বা স্বতঃসিদ্ধ ইসলামি নৈতিকতাকে পরিচালনা করে বা নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলো হলো: একতা, সাম্যাবস্থা, মুক্ত ইচ্ছা, দায়িত্ব এবং বদান্যতা। সংক্ষেপে সারণি-২-এ এগুলো বর্ণনা করা হলো।

একতা

একতা হচ্ছে ইসলামের উলম্ব বা শীর্ষবিন্দুস্থ অবস্থা- যা তাওহীদ বা একত্ববাদের ধারণাতে প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলিম-জীবনের বিভিন্নধর্মী (যেমন : অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক) দৃষ্টিভঙ্গীকে একীভূত করে একতা একটি সমজাতীয় সার্বিক বিষয় উপস্থাপন করেছে এবং সর্বত্র দৃঢ়তা ও নিয়মের ধারণার

---

[৫৭] কুরআন (সুরা বাকারাহ ২ : ১৪৩)।

[৫৮] নাকভী, এস (১৯৮১), পৃ. ৪৮-৫৭-১ম চারটি প্রতিষ্ঠিত সত্য বা সত্বঃসিদ্ধের ধারণা দেয়, কিন্তু ইমাম আল গাজ্জালীর মতে 'আদল' বা ন্যায়বিচারের ধারণা কেবল সাম্যাবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে না; বরং তা ন্যায়বিচার ও সমতাকেও সম্পৃক্ত করে। এছাড়া, দয়া বা বদান্যতার বিষয়টিও অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠিত নীতি হিসাবে গণ্য হয়।

www.pathagar.com

উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। মুসলমানদের উপর একতার দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সত্যের স্থায়ী প্রভাব রয়েছে[৫৯]।

১. যেহেতু একজন মুসলমান আল্লাহ তায়ালার মালিকানাধীন পৃথিবীতে সব কিছু অবলোকন করে, যে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট জীব সে নিজেও; সে তার চিন্তা-ভাবনা এবং ব্যবহারে পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে না। তার দৃষ্টি প্রসারিত এবং তার সেবার মনোভাব বিশেষ কোনো ক্ষেত্র বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বর্ণবাদ বা জাতিপ্রথা সংক্রান্ত যে কোনো চিন্তা তার ধারণার সাথে অসংগতিপূর্ণ।

সারণি - ২ : ইসলামি নৈতিকতা দর্শনের স্বতঃসিদ্ধ[৬০] (axiom)

প্রতিষ্ঠিত সত্য	সংজ্ঞা
একতা	একত্ববাদের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী একটি সমজাতীয় সমষ্টি তৈরি করে, যা অভ্যন্তরীণভাবে দৃঢ় এবং এই বিশাল বিশ্বজগতের সাথে একীভূত। এটি ইচ্ছে ইসলামের উলম্ব বা শীর্ষাবস্থা।
সাম্যাবস্থা	ন্যায় বিচারের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। উপরে বর্ণিত মানব জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যার উদ্দেশ্য হলো সর্বোত্তম সামাজিক শৃংখলা বিধান। সচেতন উদ্দেশ্যের মাধ্যমে এই সাম্যাবস্থা অর্জিত হয়।
মুক্ত ইচছা	আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত মানদণ্ডের মধ্যে থেকে জমিনের উপর আল্লাহ তায়ালার ট্রাস্টি হিসেবে বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই কাজ করার সামর্থ্য।
দায়িত্ব	মানুষকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়।
বদান্যতা	ইহসান বা এমন কাজ, যা কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়া অন্যের কল্যাণের নিমিত্তে করা হয়।

[৫৯] মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা। ১৯৭৭, ইসলাম পরিচিতি : টাকোমা পার্ক, এম ডি : ইন্টারন্যাশনাল প্রাফিকস প্রিন্টিং সার্ভিস, পৃ. ৭৪-৭৮।

[৬০] নাকভী, এস ১৯৮১ পৃ. ৪৮-৫৭।

www.pathagar.com

২. যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ, তাই মুসলমান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির ভয়ে ভীত না হয়ে নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং নির্ভীকভাবে কাজ করবে। অন্য কারো বিশালতার ভয়ে গুটিয়ে যাবে না এবং কারো শক্তি প্রয়োগের কারণে কোনো অনৈতিক কাজে নিজকে সম্পৃক্ত করবে না। যেহেতু আল্লাহ পাক কোনো কিছু দেয়ার এবং কেড়ে নেয়ার মালিক, তাই প্রত্যেক মুসলমান ভদ্র ও বিনয়ী হবে।

৩. যেহেতু সে বিশ্বাস করে যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাকে সাহায্য করতে পারেন, সে কখনও আল্লাহ তায়ালার সাহায্য এবং দয়ার ব্যাপারে নিরাশ হবে না। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোনো মানুষ বা প্রাণীই তার মৃত্যু ঘটাতে পারবে না। নৈতিক এবং ইসলামি শরীয়তসম্মত যে কোনো কাজ সে সাহসিকতার সাথে করবে।

৪. কালেমা তাইয়েবাহ অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই'- এ শিক্ষার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো মুসলমান আল্লাহ তায়ালার আইন মেনে চলবে এবং তা পালন করবে। মুসলমান বিশ্বাস করে যে, প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং সে তার রবের নিকট উদ্দেশ্য বা কাজ কোনো কিছুই গোপন করতে বা লুকাতে পারে না। ফলে সে অবৈধ বা নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করবে এবং ভালো কাজে অংশগ্রহণ করবে।

ব্যবসায় নৈতিকতায় একতার প্রতিষ্ঠিত সত্য বা স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একজন মুসলমান ব্যবসায়ী নিম্নরূপ কাজ করবে:

* কর্মচারি, সরবরাহকারী, ক্রেতা বা সংশ্লিষ্ট কারো মধ্যেই জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা ধর্ম নির্বিশেষে কোনো বৈষম্য বা পার্থক্য সৃষ্টি না করা। মানবসম্পদ সৃষ্টিতে এটি আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ।

> হে মানুষ! তোমাদের নর ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি, তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে ভাগ করেছি; যেন তোমরা একে অন্যকে জানতে পার[৬১]।

[৬১] আল-কুরআন (সুরা হুজুরাত ৪৯ : ১৩)।

www.pathagar.com

* যেহেতু শুধু আল্লাহকেই ভয় ও ভক্তি করতে হবে, কারো শক্তিতে অনৈতিক অনুশীলন না করা। ইবাদতের জন্য মসজিদ, রুজির অন্বেষণে আয় বা জীবনের অন্যান্য কাজে সে একই আচার-ব্যবহার করবে। তাকে পরিতৃপ্ত বা সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

  বলুন, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সারা জাহানের রব আল্লাহ তায়ালার জন্য[৬২]।

* অর্থ বা ধনলিপ্সার জন্য মজুদ না করা। আমানত বা বিশ্বাসের বিষয়টি তার নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সে জানে যে কোনো পার্থিব লাভ বা সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং সেজন্য তা অবশ্যই বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। কোনো মুসলমান কেবল মুনাফার লোভে চালিত হবে না এবং কোনোক্রমেই সম্পদ মজুদের চেষ্টা করবে না। সে উপলব্ধি করে যে :

* "ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর স্থায়ী সৎ কাজ আপনার রবের নিকট প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম।"[৬৩]

সাম্যাবস্থা (Equilibrium)

সাম্যাবস্থা বা 'আদল' ইসলামের সমান্তরাল দিক বা চিন্তাধারার সীমারেখা বর্ণনা করে এবং বিশ্বজগতের সব ঐক্যকে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে[৬৪]। প্রাকৃতিক নিয়ম এবং শৃংখলা, যা আমরা এই দুনিয়ায় প্রত্যক্ষ করি; তা এই সুন্দর সাম্যাবস্থারই প্রতিফলন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

নিশ্চয়ই আমি যা কিছু সৃষ্টি করেছি, নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী[৬৫]।

সাম্যাবস্থার গুণাবলি প্রকৃতির বৈশিষ্টের চেয়ে বেশি; এটি গতিশীল যা অর্জনের জন্য নর-নারী নির্বিশেষে সব মুসলমানকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। ভারসাম্যতা এবং সাম্যাবস্থার উপর আল্লাহ তায়ালা সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন যখন তিনি মানব জাতিকে সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ধনী ও গরীবের মধ্যে

---

[৬২] কুরআন (সুরা আন আম ৬ : ১৬২)।

[৬৩] কুরআন (সুরা আল কাইফ ১৮ : ৪৬)।

[৬৪] মওদুদী, ইসলাম পরিচিতি, পৃ. ২-৩ সাম্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনার জন্য।

[৬৫] কুরআন (সুরা-আল-কামার ৫৪ : ৪৯)।

www.pathagar.com

সাম্যাবস্থার এই অনুভূতি বজায় রাখার জন্য দানকে তিনি উৎসাহিত এবং ব্যয়বহুল ভোগবিলাসের চর্চাকে অপছন্দ করে বলেছেন :

> তোমরা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর সৎকর্ম কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন[৬৬]।

একই সাথে আল্লাহ তায়ালা কঠোরতাও পছন্দ করেন না। ভারসাম্যতা ও মধ্যপন্থা হচ্ছে মূল বা অপরিহার্য বিষয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন "যাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে রেখে পুরস্কৃত করবেন।" তারা হলো :

> "আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। আর যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না, [...]; আর যারা মিথ্যার সাক্ষী হয় না এবং যখন তারা অনর্থক কথা ও কর্মের পাশ দিয়ে চলে যায়, তখন সম্মানে চলে যায়। আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরদের মতো পড়ে থাকে নাঃ [...]।"[৬৭]

সাম্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত সত্য'র ব্যবসায়িক নৈতিকতায় প্রয়োগ

সাম্যাবস্থার প্রতিষ্ঠিত সত্য বা স্বতঃসিদ্ধ ব্যবসায়িক নৈতিকতার ক্ষেত্রে আক্ষরিক এবং আভিধানিক উভয়ভাবেই প্রযোজ্য। আল্লাহ মুসলমান ব্যবসায়ীদের সর্তক করে বলেছেনঃ

> আর মাপে পরিপূর্ণ দাও যখন তোমরা পরিমাপ করো এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটা কল্যাণকর এবং পরিণামে সুন্দরতম[৬৮]।

এটি কৌতুহল উদ্দীপক যে, 'আদল'-এর আরেক অর্থ ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা[৬৯]। বর্ণিত আয়াত থেকে বুঝা যায়, ভারসাম্যপূর্ণ লেন-দেন সুষম ও ন্যায্য[৭০]। পবিত্র

---

[৬৬] কুরআন (সুরা-বাকারাহ ২ : ১৯৫)।

[৬৭] কুরআন (সুরা-আল-ফুরকান ২৫ : ৬৭-৬৮ এবং ৭২-৭৩)।

[৬৮] কুরআন (সুরা-বনী ইসরাইল ১৭ : ৩৫)।

[৬৯] উমর-উদ-দীন, মুহাম্মদ। দি এথিকাল ফিলোসফি অব আল গাজ্জালী। লাহোর, পাকিস্তান : এম এইচ. মাহাম্মদ আশরাফ, ১৯৯১, পৃ. ২৪১।

www.pathagar.com

কুরআনেও 'আদল' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সার্বিকভাবে, ইসলাম প্রতিকী অর্থে শহীদ-হওয়া ব্যবসায়ীদের মতো কোনো সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে চায় না, সেখানে ব্যবসায় শুধু মানব-হিতৈষী হবে; বরং ইসলাম মানুষের লোলুপতার প্রবণতা এবং সম্পদের মালিকানার প্রবণতা দমন করে। এর ফলে পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে কার্পণ্য[৭১] ও অপব্যয় উভয়কেই নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

মুক্ত ইচ্ছা

আল্লাহ হতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে মানুষকে এ দুনিয়ায় এক নির্দিষ্ট মাত্রার জীবন পরিচালনার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে[৭২]। এতদসত্ত্বেও এটি সত্য যে, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি পরিচালনার নিয়ম দ্বারাই সে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তার ইচ্ছানুযায়ী জীবন ব্যবস্থা বেছে নেয়ার এবং নিজ সামর্থ্য মোতাবেক চিন্তার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগও তাকে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, স্বীয় পছন্দসই আচরণবিধি অনুসারেও তাকে কাজ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার দুনিয়ায় অন্যান্য সৃষ্টির অনুরূপ না হলেও নৈতিক বা অনৈতিক যে কোনো ব্যবহারের সিদ্ধান্ত সে নিতে পারে।

> আর বল, সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ইমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরী করে[৭৩]।

যখনই সে মুসলমান হবে, তাকে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। সে মুসলিম জাতিভুক্ত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি (ট্রাস্টি) হিসেবে তার ন্যায্য স্থান লাভ করে। তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের জন্য পবিত্র কালামে আল্লাহ-নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা মেনে নিতে সম্মত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে, "তার সমগ্র জীবন আল্লাহ তায়ালার অধীনস্থ হয়ে যায়

---

[৭০] ভারসাম্যের ধারণা সমতা ন্যায়বিচারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা ব্যবস্থাপনাতে সমতাতত্ত্বের অংশ। গিভসন, জে. এল., ইভানসিভিক, জে.এম এ্যান্ড ডনলি, জে. এইচ. (১৯৯৪)। অর্গানাইজেশনস্: বিহ্যাভিয়র, স্ট্রাকচার এ্যান্ড প্রসেসেস. বুর, রীজ, আই.এল : আরউইন।

[৭১] "যারা সোনা ও রূপা মজুদ করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে না" কুরআন (সুরা তাওবা ৯ : ৩৪)।

[৭২] কুরআন (সুরা বাকারাহ ২ : ৩০)।

[৭৩] কুরআন (সুরা কাহ্‌ফ ১৮ : ২৯)।

www.pathagar.com

এবং সেখানে তার ব্যক্তিত্বের কোনো বিরোধ থাকে না[৭৪]। স্বাধীন বা মুক্ত ইচ্ছা একতা এবং সাম্যাবস্থার সাথে অবস্থান করে।

ব্যবসায়ের নৈতিকতায় স্বাধীন ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত সত্যের বা স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ

স্বাধীন ইচ্ছার স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তিতে মানুষের চুক্তি সম্পাদনের এবং তা মানার বা না মানার স্বাধীনতা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণকারী একজন মুসলমান অবশ্যই সকল চুক্তি মেনে চলে।

হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর[৭৫]।

এটা উল্লেখ করা জরুরি যে, বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে মুসলমানকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইউসুফ আলীর বর্ণনামতে,'উকাদ' বা বাঁধন বা গিরা (tie) শব্দটি বহুমাত্রিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো-(ক) স্বর্গীয় বা পবিত্র বাধ্যবাধকতা আমাদের আধ্যাত্মিকবোধ এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক হতে উৎসারিত; (খ) আমাদের সামাজিক বাধ্যবাধকতা, যেমন-বিবাহ বন্ধন, (গ) আমাদের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, যেমন-চুক্তি এবং (ঘ) আমাদের ব্যবসায়িক বাধ্যবাধকতা, যেমন- কোনো কাজের জন্য আনুষ্ঠানিক চুক্তি বা শ্রমিকদের বিষয় ফয়সালার জন্য শোভন উপায়ে অনানুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত নৈতিক বিধান অনুযায়ী চলতে হলে মুসলিম জাতিকে স্বীয় স্বাধীনতায় কাজের ইচ্ছাকে অবশ্যই দমন করতে হবে।

অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেও ইসলাম অবাধনীতির ধারণা এবং 'অদৃশ্য হাত'[৭৬] (invisible hands) বলে বিবেচিত ধারণার উপর পাশ্চাত্য নির্ভরশীলতা সমর্থন করে না। যেহেতু মানব-প্রকৃতির একটি মূল বিষয় হলো 'নফসে আম্মারা' বা মন্দ আত্মা, এর অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগে মানুষ সংবেদনশীল। ইভান বোয়েস্কি, মাইকেল মিল্কেন এবং জাঙ্ক বন্ডস ফিয়াসকো, যুক্তরাষ্ট্রের দি সেভিংস এ্যান্ড লোন কেলেঙ্কারী, দি বি.সি.সি.আই. ধবংস (debacle), ইটালীয় সরকারের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ এবং মাফিয়া চক্রের দৌরাত্ম, মধ্যপ্রাচ্যের 'বখশিস' বা উপহার পদ্ধতি, জাপানের স্টক মার্কেট কেলেঙ্কারী ইত্যাদি পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দূর্বলতার প্রকৃষ্ট

---

[৭৪] মওদুধি, পৃ. ৪।

[৭৫] কুরআন (সুরা আল-মায়েদা ৫ : আয়াত ১)।

[৭৬] নাকভী, পৃ. ৬৬-৬৭।

www.pathagar.com

উদাহরণ। আল্লাহ তায়ালার আইন দ্বারা পরিচালিত মানুষের জন্য ইসলামের[৭৭] সব কিছু স্পষ্টতই নৈতিক হবে।

দায়িত্ব

সীমাহীন স্বাধীনতা অবাস্তব বা অসম্ভব; এতে কোনো দায়িত্ব বা জবাবদিহিতা থাকে না। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিতে আমাদের দেখা মতে ন্যায়বিচার 'আদল' এবং একতার দাবী মিটাতে মানুষকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। ব্যক্তির কাজের জন্য তার নৈতিক দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন :

> [...] যে মন্দ কাজ করবে তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। আর সে তার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে যে নেককাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে মুমিন; তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলম করা হবে না[৭৮]।

ইসলাম হচ্ছে নিরপেক্ষ। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য দায়ী করা হবে না, যদি (ক) সে (নারী বা পুরুষ) বালেগপ্রাপ্ত না হয়, (খ) যদি সে উন্মাদ বা পাগল হয়, অথবা (গ) যদি সে ঘুমিয়ে থাকে।

দায়িত্বের এই ধারণা অনুযায়ী ইসলাম ফরজে আইন (ব্যক্তিগত দায়িত্ব যা স্থানান্তর বা হস্তান্তরযোগ্য নয়) এবং ফরজে কিফায়াহ (গোষ্ঠীগত বা সমষ্টিগত দায়িত্ব যা কিছুসংখ্যক মানুষ পালন করলেই চলে)-এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।[৭৯] উদাহরণ দিয়ে উল্লেখ করা যায়, ফরজে কিফায়াহর ক্ষেত্রে নিজ জীবিকার জন্য উপযুক্ত বা মানানসই অর্থ উপার্জনক্ষম কোনো ব্যক্তি ধর্মীয় বিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যয়নের মধ্যে নিজকে নিবিষ্ট রাখতে চায়; কিন্তু তার পেশাগত কারণেই সে কাজটি করতে পারছে না। এ সময় তাকে যাকাত প্রদান করা যায়। কেননা জ্ঞানার্জনকে সামষ্টিক কর্তব্য

---

[৭৭] জারকা, এম. এ., সোশাল ওয়েলফেয়ার ফাংশন এ্যান্ড কনজুমার বিহেভিয়ার : এ্যান ইসলামিক ফরমুলেশন অব সিলেক্টেড ইস্যুস। ১৯৭৬ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত ১ম আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্সে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

[৭৮] কুরআন (সূরা নিসা ৪ : ১২৩-১২৪)।

[৭৯] আহমাদ, খুরশীদ. নাকভী'র মুখবন্ধ, পৃ. ১৪।

www.pathagar.com

হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবার, কেউ অতিরিক্ত (নফল) ইবাদতে নিজকে নিয়োজিত রাখলে অথবা নফল ইবাদতের কারণে যদি কেউ নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য সময় দিতে না পারে তাহলে সে যাকাত গ্রহণ নাও করতে পারে। কারণ, এক্ষেত্রে তার ইবাদতের সওয়াব বা নেকী কেবল সে নিজেই পাবে অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যাপৃত ব্যক্তির অনুরূপ নয়। ফরজে আইন বলতে শর্তহীন বাধ্যবাধকতা বুঝায়, যা সাধারণ্যে প্রযোজ্য এবং প্রত্যেকের জন্য এটা বাধ্যতামূলক। যেমন রোজা এবং নামাজ এই শ্রেণির ফরয এবং একজন মুসলমান তা অন্যের কাছে স্থানান্তর করতে বা চাপিয়ে দিতে পারে না[৮০]।

ইসলামে দায়িত্ব বহুস্তরবিশিষ্ট এবং তা ব্যষ্টিক (ব্যক্তিগত) এবং সামষ্টিক (প্রতিষ্ঠানিক ও সামাজিক) উভয় দিকই আলোকপাত করে। এমনকি ইসলামি বিধান অনুযায়ী দায়িত্ব ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক পর্যায়কে (অর্থাৎ ব্যক্তি এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও শক্তির মধ্যে) একই সাথে বিবেচনায় নিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ কুতুব বলেছেন :

ইসলাম সব আকৃতির এবং সব ধরনের পারস্পরিক নৈতিক দায়িত্বশীলতার কথা বিবৃত করেছে। এখানে মানুষের সাথে তার আত্মার, মানুষ ও তার পরিবার, ব্যক্তি ও সমাজ এবং এক সম্প্রদায়ের সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ের দায়িত্বের বিষয়গুলো আমরা প্রত্যক্ষ করি[৮১]।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বের প্রাসঙ্গিকতাসহ দায়িত্বশীলতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা অর্থ আলোচনা করব।

ব্যবসায়ের নৈতিকতায় দায়িত্বের চিরসত্যের (axiom) প্রয়োগ

একজন মুসলমান ব্যবসায়ীর কি অনৈতিক ব্যবহার করা উচিৎ? সে তার কাজের জন্য ব্যবসায়িক চাপ অথবা অন্যের অনৈতিক ব্যবহারকে দায়ী করতে বা দোষারূপ করতে পারে না। তার কাজের জন্য চূড়ান্ত দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়। আল্লাহ বর্ণনা করেছেন : "প্রতিটি প্রাণ নিজ অর্জনের কারণে দায়বদ্ধ"[৮২]।

---

[৮০] আল হিদায়াত, ভলিউম-২ (হানাফী ম্যানুয়াল), অধ্যায়-১, ক্রমিক নম্বর ৩৯৮৮।

[৮১] কুতুব, পৃ. ৫৬।

[৮২] কুরআন (সুরা আল মুদাচ্ছির ৭৪ : ৩৮)।

www.pathagar.com

অতএব, এই স্বতঃসিদ্ধ (axiom) একতা, সাম্যাবস্থা ও মুক্ত ইচ্ছার স্বতঃসিদ্ধগুলোকে বেঁধে রেখেছে বা যোগসূত্র স্থাপন করেছে। নৈতিকতার দিক থেকে মিথ্যা বা ভুল না হলে সব বাধ্যবাধকতা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, হযরত ইব্রাহীম আ. পুত্রবৎ শ্রদ্ধাসহ তাঁর পিতার প্রতি বাধ্যবাধকতা বা পিতার নির্দেশ অমান্য করেছিলেন, কারণ তাঁর পিতা হয়রত ইব্রাহীমকে আ. শিরক্ বা মূর্তি পূজায় নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, মহানবি সা. হোদায়বিয়াহ যুদ্ধের চুক্তির শর্তাবলি মেনে নিয়েছিলেন; যদিও এর অর্থ ছিল আবু জান্দাল নামক একজন নও মুসলিমকে কোরাইশ শত্রুদের নিকট প্রত্যার্পণ করা। একবার কোনো মুসলমান কাউকে প্রতিশ্রুতি দিলে বা বৈধ কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করলে, অবশ্যই তাকে তা পূরণ করতে হবে।

মহানবি সা. বর্ণনা করেছেন, "মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি : (১) সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; (২) যখন সে ওয়াদা করে, সর্বদাই তা ভঙ্গ করে; এবং (৩) যদি তুমি তাকে বিশ্বাস কর, সেই বিশ্বাস সে ভঙ্গ করে এবং নিজকে অবিশ্বাসী বা অসৎ প্রমাণ করে। (তুমি যদি বিশ্বাস করে তার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখ, সে তা ফেরৎ দেয় না)"[৮৩]।

বদান্যতা

বদান্যতা (ইহসান) বা দয়া বলতে এমন কাজ বুঝায় "যা কারো প্রতি কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই অন্যের কল্যাণের জন্য করা হয়"[৮৪]। দয়া প্রদর্শনকে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। রসুল করিম সা. বলেছেন :

> জান্নাতের অধিবাসীরা হবে তিন ধরনের : একদল হবে এমন, যারা কর্তৃত্ব বা প্রভাব বিস্তার করবে এবং যারা ন্যায়বান ও নিরপেক্ষ; একদল হবে এমন, যারা সত্যবাদী ও যাদের ভালো কাজ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল; এবং শেষোক্ত দল হবে তার আত্মীয়-স্বজন এবং প্রত্যেক ধার্মিক মুসলিমের প্রতি দয়ালু ও সহৃদয় এবং যাদেরকে বড় পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে হলেও তারা কারো নিকট হাত পাতে না বা ভিক্ষা করে না[৮৫]।

---

[৮৩] আবু হোরায়রা, সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নম্বর ১.৩২।

[৮৪] উমর-আদ-দীন, পৃ. ২৪১।

[৮৫] আইয়াদ ইবনে হিমার, সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ৬৮৫৩।

www.pathagar.com

ব্যবসায়ের নৈতিকতায় বদান্যতার স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ

আল গাজ্জালী (রাহ:)[৮৬] এর মতে, ৬ (ছয়) ধরনের বদান্যতা রয়েছে :

১. কোনো ব্যক্তির কোনো জিনিষের প্রয়োজনে সম্ভাব্য ন্যূনতম মুনাফায় তাকে তা দেয়া উচিৎ। যদি দাতা মুনাফা একেবারে ত্যাগ করে, এটা তার জন্য অধিকতর ভালো।

২. যদি কেউ কোনো দরিদ্র ব্যক্তির নিকট হতে কিছু ক্রয় করতে চায়, তাহলে বিক্রেতার বিবেচনায় ন্যায্যমূল্য অপেক্ষা ক্রেতা যদি নিজের কিছু ক্ষতি স্বীকার করেও কিছু বেশি মূল্যে তা ক্রয় করে, তবে ক্রেতা হবে অধিকতর অনুগ্রহশীল। এ ধরনের কাজে অবশ্যই মহত্ত্ব প্রকাশ পাবে, এবং এর বিপরীত কাজের ফল উল্টো হবে। কোনো ধনী ব্যক্তি, যার জিনিষপত্রের উচ্চমূল্য দাবীর কুখ্যাতি বা দুর্নাম রয়েছে; তাকে ন্যায্যমূল্যের অতিরিক্ত পরিশোধ করা কোনোভাবেই প্রশংসনীয় বা সমর্থনযোগ্য নয়।

৩. ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির নিকট পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় দিয়ে বদান্যতা দেখাতে হবে। প্রয়োজনবোধে, তার কষ্ট লাঘবের জন্য ঋণের অংশবিশেষ মওকুফ করা উচিত।

৪. ক্রেতা যদি ক্রয়কৃত দ্রব্যাদি ফেরৎ দিতে চায়, বদান্যতা দেখিয়ে তাকে বা তাদেরকে তা করতে দেয়া উচিত।

৫. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণদাতার তাগাদা প্রদানের পূর্বেই যদি ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ পরিশোধ করে, তা হবে তার জন্য সম্মানজনক। সম্ভব হলে নির্দিষ্ট তারিখের অনেক আগে পরিশোধ করলে আরও ভালো।

৬. ধারে জিনিষপত্র বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রেতার যথেষ্ট উদার হওয়া এবং নির্ধারিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে ক্রেতার উপর মূল্য পরিশোধে চাপ সৃষ্টি না করা উচিত।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার বা আচরণ পরিচালনায় ভূমিকা রাখে, যার বিশদ বিবরণ ইসলামের নৈতিকতা দর্শনে দেয়া হয়েছে। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারের আইনসিদ্ধতার মাত্রা সুনির্দ্দিষ্ট করে এবং

---

[৮৬] উমর-আদ-দীন, পৃ. ২৪১ : ২৪২

www.pathagar.com

মুসলমান ব্যবসায়ীদের জন্য হারাম ও হালাল ব্যবসায়-ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে পবিত্র কুরআন হাদীসে এই প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলোকে পরিপূর্ণতা দেয়া হয়েছে।

ইসলামে বৈধ এবং অবৈধ ব্যবহারের মাত্রা [৮৭]

ইসলামের নৈতিক নিয়মাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের জানা জরুরি যে, আইনসিদ্ধতা ও আইনবিরুদ্ধতার মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাজের শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। ফিকাহ শাস্ত্রমতে, এভাবে কাজকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. **ফরয :** ফরয হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য পালনীয়। কেউ নিজকে মুসলমান বলে দাবী করলে তাকে অবশ্যই এটি পালন করতে হবে। যেমন- দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, রমজানের রোজা রাখা, যাকাত প্রদান ইত্যাদি এ কাজগুলোর অন্যতম যা একজন মুসলমানকে অবশ্যই পালন করতে হয়।

২. **মুস্তাহাব :** মুস্তাহাব এমন সব কাজ যা মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় বা বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু পালন করলে প্রচুর সওয়াব রয়েছে। যেমন- রমজানের রোজার অতিরিক্ত রোজা, নফল নামাজ ইত্যাদি।

৩. **মুবাহ :** মুবাহ এমন কাজ যা পালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়নি; আবার নিষেধও করা হয়নি। যেমন- একজন মুসলমান কোনো একটি হালাল খাবারের চাইতে অন্য একটি হালাল খাবার বা খাদ্য বেশি পছন্দ করতে পারে। অথবা একজন মুসলমান শখের বশবর্তী হয়ে বাগান করতে পারে।

৪. **মাকরুহ :** এটি চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ নয়; তবে ঘৃণ্য বা নিন্দনীয়। মাত্রা বা গুরুত্বের দিক হতে মাকরুহ হারামের চেয়ে কম মাত্রার এবং হারাম কাজের তুলনায় এর শাস্তিও কম। কিন্তু যখন এটি বেশি মাত্রায় বা অত্যধিক পরিমাণ করা হয় বা পুনঃপুনঃ করা হয়, যা হারামের পর্যায়ে চলে যাবার উপক্রম হয়; তখন এটিকে ব্যতিক্রমী মনে হয়[৮৮]।

---

[৮৭] বাদাবী, জামাল, প্রাগুক্ত।

[৮৮] আল-কারদাবী, পৃ. ১।

www.pathagar.com

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদিও মদের ন্যায় ধূমপানকে পরিষ্কারভাবে হারাম বলা হয়নি, তবুও এটা এমনিতেই মাকরুহ।

৫. **হারাম :** হারাম কাজ অবৈধ এবং নিষিদ্ধ। এগুলো করা কবীরাহ গুনাহ। যেমন-হত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদি। এসব কাজ শেষবিচারের সময় যেমন আল্লাহ তায়ালার নিকট শাস্তিযোগ্য; দুনিয়াতেও আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য[৮৯]।

মজার বিষয়ে হলো অপেক্ষাকৃত অল্প জিনিষই হারাম ও হালালের পর্যায়ে পড়ে। উপরে বর্ণিত ৫ (পাঁচ) শ্রেণির মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা চূড়ান্ত নয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো জিনিষ বা দ্রব্য একটি পরিস্থিতিতে হারাম হলেও তা বিশেষ কারণে অন্য পরিস্থিতিতে হালাল বলে বিবেচিত হতে পারে। এভাবে, একজন মুসলমানের জন্য শুকরের মাংস হারাম। কিন্তু সে কি খাদ্যের অভাবে অনাহারে মারা যাবে? যেখানে শুকরের মাংস ছাড়া আর কোনো খাবার বা খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না, কেবল সেই পরিস্থিতিতেই সে শুকরের মাংস খেতে পারে[৯০]।

ইউসুফ আল কারদাবী'র উপস্থাপনার পরিপ্রেক্ষিতে হালাল ও হারামের সাথে ইসলামি নীতিমালার সম্পর্কটি সারণি-৩ এ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। উপরোক্ত শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে এবং নীতিমালার ৪ ও ৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান তথা উৎকৃষ্ট বিধান হলো, যা বৈধ তাই উপকারী এবং খাঁটি– যা বৈধ বা আইনসিদ্ধ নয়, তা আমাদের জন্য ক্ষতিকর বা ক্ষতি করতে পারে। যেমন- ইসলাম বহুকাল যাবৎ মুসলমানদেরকে মদ্যপানে নিরুৎসাহিত করে আসছে। কিন্তু শিশু-জন্ম সংক্রান্ত সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গর্ভাবস্থায় কোনো স্ত্রীলোকের যে কোনো পরিমাণ মদ পান তার গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি করতে পারে; এমনকি তা শিশুর জন্য মারাত্মক 'এলকোহল-সিনড্রম' এবং/অথবা মানসিক প্রতিবন্ধীর কারণ হতে পারে। এটা স্পষ্টতই বলা যায়, যা বৈধ বা আইনসিদ্ধ তা নৈতিক এবং যা আইনবিরুদ্ধ বা অবৈধ তা অনৈতিক। যেমন- ব্যভিচার একই সময়ে অবৈধ এবং অনৈতিক। এমতাবস্থায়, পর্ণোগ্রাফি অবৈধ এবং অনৈতিক, কেননা তা ব্যভিচারের কারণ হতে পারে।

---

[৮৯] প্রাগুক্ত।

[৯০] আল-কায়েসী, মারওয়ান ইবরাহীম. মোরালস্ এ্যান্ড ম্যানারস্ ইন ইসলাম. লেইচেস্টার ইউ. কে : দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯, পৃ. ৫০।

www.pathagar.com

কারও নৈতিক ব্যবহার চিত্রিত করতে মুসলমানদের অবৈধ বিষয় পরিহার করা এবং অবৈধ বিষয়কে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা পরিত্যাগ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ নিজেই বলেছেন :

> বলুন. "তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য যে রিযক দিয়েছেন, তোমরা তার কিছু বানিয়েছে হারাম ও কিছু হালাল।" বলুন, "আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, নাকি আল্লাহ তায়ালার উপর তোমরা অপবাদ দিচ্ছ"?[৯১]

এর উল্টোটাও সত্য[৯২]। আল্লাহ যাকে বৈধ বলে স্বীকৃতি বা অনুমোদন দিয়েছেন, মুসলমানদের তাকে অবৈধ আখ্যায়িত করা উচিত নয়। যেমন- মহিষ একটি বিপজ্জনক জন্তু হতে পারে; তবুও এর বংশবৃদ্ধির জন্য মহিষ শিকার করা বন্ধ করতে পারে। কিন্তু এটা কেউ বলতে পারে না বা দাবি করতে পারে না যে, মহিষের গোশ্ত খাওয়া নিষিদ্ধ বা হারাম অথবা মহিষের চামড়ার ব্যবসায়ও হারাম।

হালাল ও হারাম ব্যবসা ক্ষেত্র

পূর্বে বর্ণিত নীতিমালার ৪ এবং ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক হারাম হিসেবে মেনে নিয়ে বা অনুমান করে তা ব্যবসা ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে তা হারাম বলেই বিবেচিত হবে এবং সে কারণে হবে অনৈতিক। একইভাবে হালাল হিসেবে অনুমোদিত কোনো কিছু ব্যবসা ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনলে তা হালালই হবে এবং সেজন্য তা হবে নৈতিক।

হালাল উপার্জন বা রুজি

মহানবি সা. এবং সঠিকভাবে পরিচালিত খলীফাগণের দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে। হযরত আবু বকর রা. ছিলেন কাপড়ের ব্যবসায়ী; আর হযরত উমর রা. এর ছিল শস্যের ব্যবসা এবং হযরত উসমান রা. ছিলেন কাপড়ের ব্যবসায়ী । মহানবি সা. এর সাহাবিদের মধ্যে আনসারগণ কৃষিকাজ করতেন। প্রকৃতপক্ষে, নিষিদ্ধ ব্যবসায় ব্যতিরেকে (সারণি-৩ এবং কারদাবীর মতানুসারে অন্যান্য) ইসলাম সব ধরনের ব্যবসায়-বাণিজ্যকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করেছে :

---

[৯১] কুরআন (সুরা-ইউনুস ১০ : ৫৯)।

[৯২] কুরআন (সুরা আল-মায়েদা ৫ : ৮৭)।

www.pathagar.com

আল্লাহর নবিকে সা. জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল-কোন ধরনের উপার্জন সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি উত্তরে বলেছেন, "মানুষের হাত দ্বারা সম্পাদিত কাজ এবং অনুমোদিত সকল ব্যবসায়িক লেন-দেন"[৯৩]।

সারণি-৩ : ইসলামি নীতিমালা নির্দেশিত হালাল ও হারাম[৯৪]

১. মূলনীতি হলো কোনো জিনিষের অনুমোদনযোগ্যতা।

২. বৈধ এবং অবৈধ বানানো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার অধিকার।

৩. হালালকে নিষিদ্ধ করা এবং হারামকে বৈধ করা আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করার শামিল বা সমতুল্য।

৪. কোনো জিনিষ ভেজাল এবং ক্ষতিকর বিবেচনায় নিষিদ্ধ।

৫. যা বৈধ তা পর্যাপ্ত, কিন্তু যা অবৈধ তা অপ্রয়োজনীয়।

৬. যা হারাম হতে সহায়ক, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হারাম।

৭. মিথ্যাভাবে কোনো হারাম জিনিষকে হালাল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হারাম।

৮. সদিচ্ছা কোনো হারাম জিনিষকে হালাল করে না।

৯. সন্দেহপূর্ণ কোনো কিছু বর্জনীয়।

১০. হারাম প্রত্যেকের জন্যই নিষিদ্ধ।

১১. প্রয়োজন ব্যতিক্রমধর্মী।

ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা হালাল ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন অনেক শ্রেয়। নিম্নবর্ণিত হাদিসে এর গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে :

আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি রসূল করিম সা. এর নিকট উপস্থিত হয়ে ভিক্ষা চাইলো। মহানবি সা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়িতে তোমার কি কিছুই নেই"? সে উত্তর দিল, "হাঁ একখণ্ড কাপড়, যার একটা অংশ আমরা পরিধান করি এবং অবশিষ্ট অংশ আমরা বিছাই (মাটির উপর) এবং একটি কাঠের পাত্র বা গামলা, যা থেকে আমরা পানি পান করি।"

---

[৯৩] রাফী ইবনে খাদিজ, মিসকাতুল মাসাবী, হাদিস নম্বর ২৭৮৩।

[৯৪] আল কারদেয়ী, পৃ. ১১।

www.pathagar.com

মহানবি সা. বললেন, "এগুলো আমার কাছে নিয়ে আস"। অতএব, সে জিনিষগুলো তাঁর নিকট আনলে মহানবি সা. সেগুলো হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে এগুলো ক্রয় করবে?" এক ব্যক্তি বলল, "আমি এগুলো এক দিরহাম দিয়ে ক্রয় করব।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,"দুই বা তিন, কে এক দিরহামের বেশি দিতে ইচ্ছুক?" একজন বলল, " আমি দুই দিরহামে এগুলো ক্রয় করতে চাই।"

তিনি দ্রব্যাদি লোকটিকে দিয়ে দুই দিরহাম নিলেন এবং আনসারীকে দুই দিরহাম দিয়ে বললেন, "এক দিরহাম দিয়ে খাবার কিনে তোমার পরিবারকে দাও এবং অবশিষ্ট দিরহাম দিয়ে একটা কুড়াল কিনে আমার কাছে নিয়ে আস।" সে তৎক্ষণাৎ তাই করল। আল্লাহর রসুল সা. স্বহস্তে কুড়ালে একটা হাতল লাগালেন এবং বললেন, "যাও জঙ্গল থেকে জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ এবং বিক্রি কর এবং এক পক্ষকালের মধ্যে তোমাকে যেন না দেখি।" যখন সে দশ দিরহাম আয় করল, মহানবি, সা. এর নিকট উপস্থিত হলো এবং কিছু দিরহাম দিয়ে পোশাক এবং অবশিষ্ট অর্থে খাদ্য ক্রয় করল।

আল্লাহর রসুল সা. অতপর বললেন, "এটাই তোমার জন্য ভিক্ষার চেয়ে ভালো, কেননা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য কেয়ামতের দিন তোমার মুখমণ্ডলে কালিমা পড়বে। কেবল ৩ (তিন) ধরনের মানুষের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি জায়েয : যে ব্যক্তি দারিদ্র-পীড়িত, যে ঋণগ্রস্থ, অথবা যে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য, অথচ তার সামর্থ্য নেই"[৯৫]।

কৃষিকাজ

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কৃষি এবং চাষাবাদের ভিত্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন : কিভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, জমি উর্বর করে এবং চাষাবাদের উপযোগী হয়; কিভাবে বাতাস বীজকে জমিতে ছড়িয়ে দেয় এবং ফসল উৎপাদিত হয়।

> "আর জমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন সৃষ্টজীবের জন্য। তাতে রয়েছে ফলমূল ও খেজুর গাছ, যার খেজুর আবরণযুক্ত। আর আছে খোসামুক্ত দানা ও সুগন্ধিযুক্ত ফুল। সুতরাং তোমাদের রবের কোন নিয়ামতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?"[৯৬]

---

[৯৫] আনাস ইবনে মালিক, আবু দাউদ, হাদিস নম্বর ১৬৩৭।

[৯৬] কুরআন (সুরা আর-রাহমান ৫৫ : ১০-১৩)।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং অন্যান্য দলিলে[৯৭] কৃষিকাজের জন্য প্রেরণা দেয়া হয়েছে। আল কারদাবী কৃষিকাজের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন :

> আল্লাহর নবি সা. বলেছেন, "মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে একটি বৃক্ষ রোপণ করেছে অথবা বীজ বপন করেছে এবং একটি পাখি বা একজন মানুষ বা একটি প্রাণী তা থেকে খাবার পায়, কিন্তু এটা তার জন্য দাতব্য উপহার হিসেবে গণ্য করা না হয়"[৯৮]।

শিল্প ও বৃত্তিমূলক কাজ

কৃষিকাজ ছাড়াও জীবন ধারণ এবং নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে মুসলমান জাতিকে শিল্প, হস্তশিল্প এবং অন্যান্য পেশাভিত্তিক কাজে উৎসাহিত করা হয়েছে। বস্তুত এসব কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে ফরজে কিফায়াহ আদায় করা। বিষয়টি আল গাজ্জালী রা. নিম্নোক্তভাবে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছেন :

> ফরজে কিফায়াহ বলে বিবেচিত বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানে পার্থিক কল্যাণের জন্য অপরিহার্য প্রতিটি বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে[৯৯]।

সাধারণভাবে অনেক পেশাকে বাহ্যিক দিক থেকে ছোট মনে করা হয়, সেগুলোকেও ইসলাম মর্যাদা দিয়েছে। যেমন, হযরত মূসা আ. ভবিষ্যত জীবন সঙ্গিনী (স্ত্রী) লাভের জন্য সুদীর্ঘ ৮ (আট) বছর চুক্তিভিত্তিক শ্রম দিয়েছেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ সা. নিজেও কয়েক বছর মেষপালকের কাজ করেছেন :

> আল্লাহর নবি সা. বলেছেন. "এমন কোনো নবি বা রসুল নেই, যিনি মেষ চরাননি," একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আল্লাহর রসুল সা. আপনিও"? তিনি জবাব দিলেন, "হা, আমি নিজেও"[১০০]।

---

[৯৭] কুরআন (সুরা নূহ : ১৯-২০; সুরা আবাসা ৮০ : ২৪-২৮; সুরা হিজর ১৫ : ১৯-২২)।

[৯৮] আনাস ইবনে মালিক, সহিহ বুখারি, ৩.৫১৩।

[৯৯] আল গাজ্জালী. দি বুক অব নলেজ, লাহোর, পাকিস্তান, শাহ মুহাম্মদ আশরাফ. নবী আমিন ফারিস অনুদিত, পৃ. ৩৭। বর্ণিত উক্তি আল কারদাবী থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৩১-১৩২।

[১০০] মালিক ইবনে আনাস, আল মুয়াত্তা; ৫৪.৬.১৮।

www.pathagar.com

অতপর ইসলাম এমন কাজ অনুসন্ধান করে, যা সমাজের হালাল বা বৈধ প্রয়োজনীয়তা মিটায় এবং সেই সাথে মঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হয়। তবে শর্ত হলো তা ইসলামের অনুশাসন মোতাবেক করতে হবে।

হারাম উপার্জন

মুসলমানদের যেসব কাজ বা ব্যবসায় থেকে দূরে থাকা উচিত, তার আংশিক তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

মদের ব্যবসা: মদ পান এবং এর ব্যবসায় নিষিদ্ধ।

> প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ মদকে করেছেন অভিশপ্ত এবং যে ব্যক্তি মদ প্রস্তুত করে তাকেও অভিশপ্ত করেছেন; তাকে যার জন্য এটা প্রস্তুত করা হয়েছে; এটা বহনকারীকে, সেই ব্যক্তিকে যার জন্য এটা বহন করা হয়, এর বিক্রেতা, এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ যার পকেটে যায় সেই ব্যক্তি, এর ক্রেতা এবং সেই ব্যক্তি, যার জন্য এটা ক্রয় করা হয়[১০১]।

অতএব, একজন মুসলমান অ্যালকোহলজাতীয় পানীয় আমদানি বা রপ্তানি সংক্রান্ত কোনো ব্যবসায় করতে পারবে না; সে অ্যালকোহল বিক্রি করা বা এ ধরনের কোনো ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

ড্রাগের ব্যবসা-বাণিজ্য

ইউসুফ আল কারদাবী ড্রাগকে মারিজুয়ানা, কোকেন, আফিম ইত্যাদি মাদকের ন্যায় নিষিদ্ধ দ্রব্যাদিকে চিহ্নিত বা শ্রেণিবিন্যাস করেছেন।[১০২] হযরত উমর ইবনে খাত্তাব মাদকের সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করেছেন :

> মদ হচ্ছে এমন যা মনকে জ্বালিয়ে বা এলোমেলো করে দেয়।

ইবনে তায়েমিয়াহসহ মুসলমান বিচারকগণ মাতলামি এবং মতিভ্রমজনিত প্রভাবের কারণে এসব ড্রাগকে সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এসব নেশাজাতীয় দ্রব্যাদি সেবনকারীর ব্যবহার খারাপ হয় এবং তার উপরও মন্দ প্রভাব পড়ে। আল কারদাবী পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করেছেন :

---

[১০১] আল কারদাবী কর্তৃক পেশকৃত তিরমিজী এবং ইবনে মাজা হতে উদ্ধৃত, পৃ. ৭৪।

[১০২] প্রাগুক্ত পৃ. ৭৬।

www.pathagar.com

"আর তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।"[১০৩] মাদকের ব্যবসায় সম্পর্কে সার্বিক রায়ের ভিত্তিতে এটা পরিষ্কার যে, ড্রাগ সংক্রান্ত যে কোনো ব্যবসা মুসলমানের জন্য বৈধ নয়।

ভাস্কর ও শিল্পী

সাধারণ নিয়ম হলো কোন কিছু, যা নিষিদ্ধ ফলাফলের জন্ম দেয়, তাই নিষিদ্ধ[১০৪]। ছবি, মূর্তি ইত্যাদি, যা উপাসনার নিমিত্তে ব্যবহার করবে অথবা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির সাথে তুলনা করবে; তার ভাস্কর্য শৈল্পিক ছবি বা মূর্তি তৈরি ইসলামে স্পষ্টতই নিষিদ্ধ। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে:

> আল্লাহর নবি সা. একদা ভ্রমণ শেষে যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন, আমি আমার একটি ঘরের দরজায় ছবি-সম্বলিত একখানি পর্দা ঝুলিয়ে দিলাম। আল্লাহর রসুল সা. এটা দেখা মাত্র ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন, "কিয়ামতের দিন ঐ সব লোককে কঠোরতম শাস্তি দেয়া হবে, যারা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট জীবের প্রতিকৃতি আঁকবে।" অতএব, আমরা পর্দাটি সরিয়ে একটি বা দুটি তরিয়ার উপর বিছিয়ে দিলাম"[১০৫]।

হারাম দ্রবাদি উৎপাদন এবং বিক্রয়

মাদকের ন্যায় নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি বা মালামাল যা পাপাচার বা গুনাহের কাজে ব্যবহৃত তার ব্যবসা হারাম। যেমন-পর্নোগ্রাফি, গাজা, ভাং বা এই জাতীয় নেশার সামগ্রী, মূর্তি বানানো ইত্যাদি। এই ধরনের ব্যবসায় হারাম বা নিষিদ্ধ কাজের প্রসার এবং প্রচার ঘটাতে পারে এবং হারাম ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। মহানবি সা. বলেছেন:

> আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল সা. মদ, মৃত জীবজন্তু, শুকর এবং মূর্তির ব্যবসা অবৈধ করেছেন[১০৬]।

পতিতাবৃত্তি

অনেক দেশে বৈধ হলেও ইসলাম পতিতাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের আবির্ভাবের পর এই রীতিতে, মহিলাদের শোষণ বা

---

[১০৩] কুরআন (সুরা নিসা ৪ : ২৯)।

[১০৪] প্রিন্সিপাল নম্বর ৫, আল- কারদাবী, আল হালাল ওয়া আল হারাম ফি আল ইসলাম, পৃ. ১১।

[১০৫] আয়েশা রা., সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৭.৮৩৮।

[১০৬] জাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ, সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৩.৪৩৮।

www.pathagar.com

নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। নিম্নবর্ণিত হাদিস এবং কুরআনের আয়াতে পতিতাবৃত্তিতে জোরালোভাবে আবু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল তার ক্রীতদাসীদের বলত, "যাও আমাদের জন্য দেহ ব্যবসায় করে কিছু উপার্জন করে আন"। এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা, প্রশংসিত ও মহামহিম পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদের কামনায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয়ই তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (২৪.৩৩*)[১০৭]।

ধোকাবাজী

মহানবি সা. ব্যবসায়িক লেন-দেনে দ্রব্যাদি মালামালের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে অর্থাৎ এ ধরনের অনিশ্চিত কোনো কিছু থাকলে সে ব্যবসায়কে নিষিদ্ধ করেছেন। ভবিষ্যত কল্পনার বাণিজ্যকে ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যবসায়ের মধ্যে রয়েছে বিক্রেতার নিকট বা মালিকানায় নেই এমন পণ্য বিক্রির আশ্বাস, জন্ম দেয়নি এমন পশু বিক্রি, এখনও উৎপাদিত হয়নি এমন শস্যাদি বিক্রি ইত্যাদি[১০৮]।

> আল্লাহর রসুল সা. ফল পাকা শুরু না হওয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এ ধরনের বেচা-কেনা বিক্রেতা বা ক্রেতা উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ বলে তিনি ঘোষণা করেছেন[১০৯]।

অবশ্য অনিশ্চিত সব বিক্রয়ই ইসলামে নিষিদ্ধ নয়[১১০]। যেমন- কেউ একটা বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেওয়ালের অভ্যন্তরে কি রয়েছে তা না দেখেই ক্রয় করতে পারে। সেই ধরনের বিক্রয় অনুমোদিত নয় বা নিষিদ্ধ, যেখানে অনিশ্চয়তা, মতদ্বৈততা, বিরোধ অথবা অন্যায়ভাবে মূলধন আটকিয়ে রাখার ঘটনা থাকে বা সম্ভাবনা থাকে। অনিশ্চয়তার মাত্রা যেখানে ন্যূনতম সেক্ষেত্রে তা বৈধ।

---

[১০৭] জাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ, সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ৭১৮০ (সুরা নিসা ২৪ : ৩৩, সুরা আন-নূর ২৪ : ৩৩)

[১০৮] গনি, পৃ. ৬-৭, এবং আল কারদাবী, পৃ. ২৫৩-২৫৪।

[১০৯] আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আল মুয়াত্তা; হাদিস নম্বর ৩১.৮.১০।

[১১০] আল-কারদাবী, পৃ. ২৫৪।

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ বর্গাচাষ বা ভাগচাষ

বর্গাচাষ বা ভাগচাষ ক্ষেত্রবিশেষে অনুমোদিত; আবার কিছু ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। আমরা ধরে নিই, একজন জমির মালিক তার জমি অন্য একজনকে চাষের জন্য বর্গা দিল। বর্গাচাষী উৎপাদিত শস্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাবার আশায় তার নিজস্ব চাষাবাদের উপকরণ, বীজ, বলদ ইত্যাদি ব্যবহার করল। জমির মালিকও চাষীকে প্রয়োজনীয় উপকরণাদিসহ বীজ, বলদ ইত্যাদি যোগান দিতে পারে। এ ধরনের বর্গাচাষ অনুমোদিত বা বৈধ। মহানবি সা. খায়বারের চাষীদের এই শর্তে জমি দিয়েছিলেন যে, চাষাবাদের বিনিময়ে তারা উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক প্রদান করবে[১১১]। 'মুখাবারাহ' নামক আরেক ধরনের বর্গাচাষ অবৈধ। এই চাষের ক্ষেত্রে জমির মালিক একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বা মাপের ফসল পাবার জন্য শর্ত দেয়; এবং অবশিষ্ট ফসল চাষী পায়। এই জমির অংশবিশেষ কেবল যদি উৎপাদনশীল হয়, তাহলে চাষী মূলত : কিছুই পায় না। এ কারণে মহানবি সা. আদেশ করেছেন উৎপাদিত শস্য বা ফসলের পরিমাণ কম বা বেশি যাই হোক না কেন, তার সমান অংশীদার হবে ভূমি-মালিক ও চাষী। সে হিসেবে তিনি এই বর্গাচাষকে নিষিদ্ধ করেছেন।

> মদিনাতে আমরাই অন্য কারো চেয়ে অধিক কৃষিজমিতে কাজ করেছি। জমির মালিককে প্রদেয় ফসলের পরিমাণ নির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করেই আমরা জমি বর্গা দিয়েছি। ক্ষেত্রবিশেষে রোগাক্রান্ত হয়ে জমির ফসলাদির ফলন কমে যেত; আবার কখনও কখনও ফলন ভালো হতো। এমতাবস্থায়, তিনি এই পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেন। যে সময় সোনা বা রূপার ব্যবহার ছিল না (জমি ভাড়ার জন্য)[১১২]।

দ্বিতীয় শ্রেণির বর্গাচাষের নিষেধাজ্ঞা সাম্যাবস্থা ও বদান্যতার স্বতঃসিদ্ধের সাথে ইসলামের পূর্বাধিকারই বর্ণনা করে। ভূমি-মালিক ও বর্গাচাষী উভয়কে অবশ্যই ভারসাম্য ব্যবহার করতে হবে। ভূমি-মালিক উৎপাদিত শস্যের খুব বেশি পরিমাণ জোর করে দাবী করতে পারবে না এবং চাষীকেও জমির বিষয়ে বিবেচনাপ্রসূত আচরণ করতে হবে। উভয়কেই লাভ ও ক্ষতির অংশীদার বা ভাগীদার হতে হবে। এটা স্পষ্টতই : ঐ পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর নিরপেক্ষ, যেখানে বর্গাচাষী কোনো

---

[১১১] আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৩.৪৮৫।

[১১২] রাফি ইবনে খাদিজ, সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৩.৫২০।

www.pathagar.com

শস্য উৎপাদন করতে পারুক বা না পারুক, ভূমি-মালিক এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ না করেই জমির খাজনা আদায় করে[১১৩]।

> উপরে বর্ণনা করা হয়নি এমন ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে সঙ্গতকারণেই পাঠকদের মুসলমান আইন বিশারদদের সাথে আলোচনা করা উচিৎ।

নৈতিক প্রতিষ্ঠানিক পরিবেশ উন্নয়ন

কোনো শূন্যস্থানে বা বায়বীয় পরিবেশে নৈতিক বা অনৈতিক কোনো আচরণই বিরাজ করে না। এগুলোর জন্য সাধারণত প্রতিষ্ঠানিক পরিবেশ প্রয়োজন, যা এর বিকাশ সাধনে সহায়ক। অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী এবং সংশ্লিষ্ট ফার্মের সংস্কৃতিপুষ্ট নিয়মাবলি ও মূল্যবোধের অভ্যন্তরে নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই" - এই প্রবচনটি এখানে প্রযোজ্য। নিউইয়র্ক শহরের পুলিশ সদস্যগণ যখন উপলব্ধি করল যে, ঘুষ গ্রহণই হলো অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের সহজ পন্থা; তখনই 'সারপেকো কেলেঙ্কারী' (serpeco scandal) সংঘটিত হয়। এর অনেক আগে থেকেই গোটা ডিপার্টমেন্ট প্রায় সম্পূর্ণভাবেই দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছিল। মিকেন, লেভিন এবং বোয়েস্কি কেলেঙ্কারীগুলোও এমনই সব ঘটনা যেখানে সাংগঠনিকভাবেই নৈতিকতাকে তাচ্ছিল্য করা হতো। বলা যায়, নৈতিকতা অবহেলিত ছিল। এর কারণ ছিল শিথিল বা দূর্বল তদারকি অথবা এসব অপকর্মের জন্য আইন কখনও তাদের পাকড়াও করবে না এমন বিশ্বাস। মিচেল (মাইকেল) মিকেনকে তার দুষ্কর্মের জন্য ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থ জরিমানা গুণতে হয়েছিল এবং জেল খাটতে হয়েছিল।

সাংগঠনিক পর্যায়ে নৈতিকতা পরীক্ষার জন্য ব্যক্তিগত নৈতিকতা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। অনেক নৈতিক ব্যবহারের জন্য প্রতিশ্রুত থাকে এবং সে কারণে সন্দেহযুক্ত কোনো কাজ করে না। অন্যরা নিজেদের সমকক্ষ অথবা উর্ধ্বতন সহকর্মী বা বহিস্থ: পারিপার্শ্বিক চাপে অনৈতিক কাজ করতে প্রভাবিত হয়। যেমন- অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিগণ অন্যের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বনে প্রলুব্ধ হয় এবং অনৈতিক ব্যবহার করতে

---

[১১৩] ইবনে তায়েমিয়াহ, ১৯৯২. পাবলিক ডিউটিজ ইন ইসলাম: দি ইনস্টিটিউশন অব দি হিসবাহ. লেইচেস্টার, ইউ.কে : দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ৪১।

www.pathagar.com

পারে। প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার জন্য বোয়েস্কির অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়িক কার্যকলাপের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, একজন ম্যানেজারের কি অনৈতিক ব্যবহার মেনে নেয়া উচিৎ বা এ ব্যাপারে তার কি কিছু করণীয় নেই; অথবা তিনি কি জেনে শুনেই এ ধরনের ব্যবহার বা আচরণ মেনে নিতে সংকেত দিচ্ছেন! অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে পুরস্কার প্রদান প্রথার মাধ্যমে অজ্ঞাতসারেই অনৈতিক ব্যবহারে উৎসাহ দেয়া হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে যাতে কোম্পানির উড়োজাহাজগুলো উড্ডয়নক্ষম হতে পারে, সেজন্য ইস্টার্ন এয়ারলাইনস্ তাদের মেকানিকদের বোনাস দিয়েছিল। এভাবে প্রয়োজনীয় মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে উড্ডয়নক্ষম না হলেও উড়োজাহাজগুলোকে চালু করা হয়েছিল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চয় ও ঋণ শিল্প এবং অন্যান্য দেশের ব্যবসায় খাতের ওয়ালস্ট্রিটের সাম্প্রতিক বেপরোয়া কেলেঙ্কারীগুলো অনেক প্রতিষ্ঠানকে তাদের নৈতিকতার মান পূনর্মূলায়নে উৎসাহী করেছে।

কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ সুবিধাভোগীদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলে প্রতিষ্ঠানগুলোর নৈতিকতার ব্যাপারে পুনরুদ্বেগ পরিস্কারভাবে বুঝা যায়।

প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্বের ইসলামি প্রেক্ষিত

সামাজিক দায়িত্ব বলতে "সমাজে কর্মরত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং অবদান রাখার বাধ্যবাধকতাকে" বুঝায়।[১১৪] একটি প্রতিষ্ঠান তিনটি কর্মক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে : এর সুবিধাভোগী, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সার্বিক সামাজিক কল্যাণ।

প্রতিষ্ঠানিক সুবিধাভোগী (Stakeholders)

প্রতিষ্ঠানিক সুবিধাভোগী বলতে এসব ব্যক্তি ও অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায়, যারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি দ্বারা প্রভাবিত হয়। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানিক সুবিধাভোগীকে সারণি-৪ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিভাবে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান তার কর্মচারিদের সম্পৃক্ত করে, কেমন করে কর্মচারিগণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত

[১১৪] বার্ণি ও গ্রিফীন, পৃ. ৭২৬।

www.pathagar.com

হয় এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই বা কেমন করে অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিনিধির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে- এসব বিষয় নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

কর্মচারিদের সাথে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক

অনৈসলামি সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিক মান প্রায়শই ব্যবস্থাপকবৃন্দের দ্বারা নির্দেশিত হয়। এসব মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে নিয়োগ, শাস্তি, মজুরি, যৌন হয়রানি, এবং কাজের শর্তাবলির সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়।

সারণি-৪ : নৈতিকতার মূল আলোকপাতের স্থান[১১৫]

আলোকপাতের স্থান	সুবিধাভোগী	বিষয়
কর্মচারিদের সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক	কর্মচারিবৃন্দ	নিয়োগ এবং শাস্তি; মজুরি এবং কাজের পরিবেশ; গোপনীয়তা
ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মচারিদের সম্পর্ক	ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান	স্বার্থের সংঘাত; গোপনীয়তা; সততা; দক্ষতার প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা।
মূল সুবিধাভোগীদের সাথে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক	সরবরাহকারি ক্রেতা	উপকরণ ব্যয় মজুদদারী ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ; বিক্রিত পণ্যের পরিমাণ ও গুণ; বিক্রয়ের কৌশল; বিক্রয়ে সূদের ব্যবহার
	ঋণ গ্রহীতা সাধারণ জনগণ	ঋণ পরিশোধের শর্তাবলি মজুতদারী; পরিবেশ দূষণ
	মজুতদার/ মালিক অংশীদার গরীব প্রতিযোগী	লাভ-ক্ষতির বণ্টন সাদাকাহ স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা

নিয়োগ, পদোন্নতি এবং কর্মচারি-সংক্রান্ত অন্যান্য সিদ্ধান্ত

[১১৫] বার্ণি জে বি. এ্যান্ড গ্রিফীন, রিকি ডব্লিউ : দি ম্যানেজমেন্ট অব অর্গানাইজেশন.@ ১৯৯২ কর্তৃক হাউটন মিফিন কোম্পানি, সারণি ২২.১, পৃ. ৭২২. অনুমতিক্রমে গৃহীত।

www.pathagar.com

ইসলাম আমাদেরকে সকল মুসলমানের সাথে সমরূপ সদাচরণের শিক্ষা দেয়। যেমন-নিয়োগ, পদোন্নতি বা অন্যান্য যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কর্মচারিদের যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ম্যানেজারকে বা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নিরপেক্ষতা এবং ন্যায়বিচার অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সেরূপ নির্দেশই দিয়েছেন:

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে[১১৬]।

ন্যায্য মজুরি

ইবনে তাইমিয়াহ রহ, অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, নিয়োগদাতা তার কর্মচারিদেরকে ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করতে বাধ্য। কিছু সংখ্যক নিয়োগদাতা একজন শ্রমিকের অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয়তাকে কাজে লাগাতে পারে এবং তাকে বা তাদেরকে নগণ্য মজুরী দিতে পারে। ইসলাম এরূপ শোষণের বিরুদ্ধে। যদি মজুরির হার খুব অল্প হয়, তাহলে একজন ব্যক্তি পর্যাপ্ত কাজ করতে উৎসাহী নাও হতে পারে। পক্ষান্তরে, মজুরির হার যদি খুব বেশি হয়, তাহলে নিয়োগকারী মুনাফা অর্জনে সক্ষম নাও হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তার ব্যবসা চালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইসলামি অনুশাসন অনুযায়ী পরিচালিত কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মজুরির পরিমাণ বা হার কর্মচারি ও নিয়োগদাতা উভয়ের জন্যই ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া অবশ্যক। বিচারের দিনে মহানবি সা. তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন "যে ব্যক্তি একজন শ্রমিক নিয়োগ করে তার নিকট হতে পরিপূর্ণ কাজ আদায় করে, কিন্তু তাকে (শ্রমিককে) তার মজুরি পরিশোধ করে না"[১১৭]।

মজুরি-সমতার এই জোরালো যুক্তি বহু শতাব্দিকাল যাবৎ ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালে এবং পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদের আগমন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে 'হিসবা' (পর্যবেক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক) নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, যা বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার আচরণ পর্যবেক্ষণ করতো। 'হিসবা'র উদ্দেশ্যই ছিল সঠিক বা ন্যায়সঙ্গত আচরণকে সুরক্ষা করা এবং অসাধুতা বা প্রবঞ্চনা প্রতিরোধ করা। 'হিসবা' পরিচালিত হতো 'মুহতাসিব'র (মনিটরিং

---

[১১৬] কুরআন ৪ : ৫৮ (সুরা নিসা ৪ : ৫৮)।

[১১৭] আবু হোরায়রা, সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৩.৪৩০।

www.pathagar.com

সেল) নির্দেশনা মোতাবেক, যার দায়িত্ব ছিল 'গণনৈতিকতা এবং অর্থনৈতিক নৈতিকতার রক্ষণাবেক্ষণ'[১১৮]। মুহতাসিব'র একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল মজুরি বিষয়ক বিরোধের মীমাংসা করা। এইসব বিষয়ে মুহতাসিবের পক্ষ হতে বিরোধ নিস্পত্তির উদ্দেশ্যে একই রকমের কাজের জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত মজুরীর সাথে সমতা বিধান করা হতো[১১৯]। এটিও মজুরির সাথে সমতা বা ন্যায়বিচারের আরও একটি নীতি বলে বিবেচিত হয়।

কর্মচারিদের আদর্শ বা ধর্মমতের প্রতি সম্মান

একত্ববাদের সাধারণ নীতি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও এর কর্মচারিদের সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় মুসলমান ব্যবসায়ীদের কর্মচারিদের প্রতি অসংগত আচরণ করা উচিৎ নয়। যেমন- মুসলমান কর্মচারিদেরকে নামাজের জন্য বিরতি দেয়া উচিৎ, ইসলামি অনুশাসনের বিপরীত কোনো কাজে তাদেরকে জোর জবরদস্তি না করা, অসুস্থতার সময় সাময়িক অবকাশ বা ছুটি দেয়া এবং যৌন বা অন্যরূপ হয়রানি না করা ইত্যাদি। সমতা এবং সাম্যাবস্থা লালনের জন্য অমুসলিম কর্মচারিদের ধর্মমতের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিৎ।

> দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার এবং ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন[১২০]।

জবাবদিহিতা

যদিও নিয়োগকারী এবং কর্মচারি উভয়েই গোপনে বা পিছনে থেকে একে অপরকে ঠকাতে পারে, তারা উভয়েই তাদের কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট দায়ী হবে। যেমন-মহানবি সা. কখনও কারো পারিশ্রমিক আটকিয়ে রাখেন নি।[১২১]

---

[১১৮] আহমাদ, খুরশীদ। প্রিফেস টু ইবনে তায়েমিতাহ'স পাবলিক ডিটটিজ ইন ইসলাম, পৃ. ৬-৭।

[১১৯] খান, এম.এ, "আল হিসবাহ এ্যান্ড দি ইসলামিক ইকনমি". পাবলিক ডিউটিজ ইন ইসলাম গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রকাশিত, পৃ. ১৩৫:১৫০।

[১২০] কুরআন (সুরা মুমতাহিনা ৬০ : ৮)।

[১২১] আনাস ইবনে মালিক, সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৩.৪৮০।

www.pathagar.com

গোপনীয়তার অধিকার

যদি কোনো কর্মচারি (পুরুষ বা মহিলা) শারীরিক সমস্যার কারণে নির্ধারিত কাজ করতে না পারে বা অতীতে কোনো ভুল করে থাকে; নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ জনসমক্ষে তা অবশ্যই প্রকাশ করবে না। এতে কর্মচারির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হবে।

> যদি তোমরা ভালো কিছু প্রকাশ কর, কিংবা গোপন কর অথবা মন্দ ক্ষমা করে দাও; তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ক্ষমতাবান[১২২]।

বদান্যতা

ইহসান বা বদান্যতার নীতি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারির সম্পর্ককে পরিব্যাপ্ত করে বা গভীরতর করে। ব্যবসায়ের দুর্দিনে কর্মচারিকে তা সহ্য করতে হবে বা মেনে নিতে হবে এবং তার নির্ধারিত কাজের জন্য কম মজুরী গ্রহণের মানসিকতা থাকতে হবে। বদান্যতার আরও একটি ক্ষেত্র হলো কর্মচারিদের উপর অন্যায় বা অথবা কোনো চাপ সৃষ্টি না করা। হার্ভাড বিজনেস্ রিভিউ'র ১২২৭ জন পাঠকের উপর পরিচালিত সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রায়শই তাদের অধঃস্তনদের মিথ্যা দলিলাদিতে স্বাক্ষর করতে চাপ প্রয়োগ করেছে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ভুল-ভ্রান্তি খতিয়ে না দেখতে বা বিবেচনায় না আনতে বলেছে এবং নেতৃস্থানীয় সহকর্মীদের বন্ধুদের সাথে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে বলেছে। এরূপ পরিস্থিতির শিকার হলে কর্মচারিগণ তাদের নীতি ও স্বচ্ছতা বিলিয়ে দিতে বা আপোষ করতে বাধ্য হয়।

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মচারিদের সম্পর্ক

অনেক নৈতিক বিষয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মচারিদের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে, বিশেষত : সততা, গোপনীয়তা এবং স্বার্থের সংঘাত সংক্রান্ত ব্যাপারে। এমতাবস্থায় , একজন কর্মচারি অবশ্যই কোম্পানির তহবিল তসরূপ করবে না, বা বাইরের কারো নিকট কোম্পানির গোপনীয়তা ফাঁস করবে না। আরও একটি অনৈতিক ব্যাপার হলো যদি ম্যানেজারগণ কোম্পানির তহবিল থেকে খাওয়া-দাওয়া বা অন্যান্য সেবা খাতে মিথ্যা বিল-ভাউচার পেশ করে। অনেক কম বেতন-ভাতা পাচ্ছে এই অজুহাতে প্রতারণা করে এবং সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অন্য সময়

---

[১২২] কুরআন (সুরা নিসা ৪ : ১৪৯)।

www.pathagar.com

এটাকে স্রেফ লালসা বা লোভ বলা যায়। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত প্রণিধানযোগ্য। আলবার্ট মিয়ানো তাঁর নিয়োগ দাতার এক মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করে স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন মূলত লোভের বশবর্তী হয়েই তিনি এ কাজ করেছিলেন[১২৩]। মুসলমান কর্মচারিগণকে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ মর্মে সতর্ক করেছেন :

> বলুন, তোমাদের রব তো হারাম করেছেন সব ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ, এবং অন্যায়ভাবে সীমা লংঘন;[১২৪]

মুসলমান কর্মচারিগণের কুরআনের বর্ণিত আয়াত স্মরণ রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও অনৈতিকতার কাজ করা উচিৎ নয়।

সদিচ্ছা থাকলেও অনেক সময় তা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে এবং রিপুর তাড়নায় বাস্তবায়িত হয় না বা সঠিক পথে পরিচালিত হয় না। বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত এমন কর্মচারিদের উপর পরিচালিত জরিপ প্রতিবেদন দেখা গেছে যে, তারা এমন বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছে যেখানে সুস্পষ্ট কোনো নৈতিকতা সংক্রান্ত নির্দেশনা নেই। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, কোনো যোগানদার একজন বিক্রয়-প্রতিনিধির নিকট হতে ধারে দ্রব্যাদি কিনতে অতিরিক্ত ছাড় বা সুবিধা পাবে এই আশায় মধ্যাহ্নভোজে দাওয়াত করল। এক্ষেত্রে বিক্রয়-প্রতিনিধির কি করা উচিৎ? তার মধ্যাহ্নভোজের দাওয়াত গ্রহণ করা উচিৎ? অথবা খাবার পর তার কি নিজের বিল পরিশোধে চেষ্টা করা উচিৎ? তার মক্কেলের মনে কি কষ্ট দেয়া উচিৎ? এমন পরিস্থিতিতে বিক্রয়-প্রতিনিধির সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে অসুবিধায় পড়তে হয়; কেননা সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণ প্রায়শই নিজদেরকে তাদের সমকক্ষ বা সহকর্মীদের অপেক্ষা বেশি নৈতিকতাসম্পন্ন বলে মনে করে। ফলে, তারা এটাকে প্রচলিত ব্যয়সায়িক রীতি বিবেচনা করে এবং নিমন্ত্রণ গ্রহণে দূষণীয় কিছু মনে করে না। সম্ভাব্য কর্মচারি অসদারণ পরিহারকল্পে ইসলামি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে আরও গভীরে যেতে হবে এবং সুস্পষ্ট নৈতিক কোডের বিকাশ ঘটাতে হবে।

অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক

সকল সুবিধাভোগীদের (stakeholders) সাথে একটা অচ্ছেদ্য ও মজবুত সম্পর্কের মধ্যে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এসব স্টেকহোল্ডার বা সুবিধাভোগীর মধ্যে

---

[১২৩] ফরচুন, এপ্রিল ২৫, ১৯৮৮।

[১২৪] কুরআন (সুরা আ'রাফ ৭ : ৩৩)।

www.pathagar.com

রয়েছেঃ যোগানদার বা সরবরাহকারী, ক্রেতা, খরিদ্দার, শ্রমিক সংঘ, সরকারি মাধ্যম এবং প্রতিযোগী। এদের সাথে প্রাসঙ্গিক বা সম্পৃক্ত বিষয়গুলো এবং মূল আলোকপাতের স্থানগুলো সারণি-৪ এ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যোগানদার বা সরবরাহকারী

যোগানদারদের সাথে কারবারের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক নৈতিকতা অনুযায়ী ন্যায্যমূল্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়া উচিৎ এবং কারো ব্যবসায়ের কলেবর বড় হওয়া জনিত বা কোনো জোড়াতালি দেওয়া পরিস্থিতির সুবিধা নেয়া উচিৎ নয়। এ বিষয়ে ভবিষ্যত যে কোনো ধরনের ভুলবুঝাবুঝি পরিহার করার লক্ষ্যে আল্লাহ লিখিতভাবে চুক্তি সম্পন্ন করতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

> "হে লোকেরা, তোমরা যারা ইমান এনেছে! যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, তখন লিখে রাখ। [...] দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেন লেখার সময় ভয় করে, তার রব আল্লাহকে; আর তার পাওনা থেকে কিছু যেন না কমায় [...]"[১২৫]

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং এর যোগানদারদের মধ্যে সব ধরনের প্রবঞ্চনামূলক লেন-দেন নিষিদ্ধ এ বিষয়টি আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

> মারওয়ান ইবনুল হাকামের রাজত্বকালে আল জার মার্কেটের পণ্যের জন্য জনগণকে রশিদ দেয়া হতো। পণ্য-সামগ্রী গ্রহণের পূর্বেই তারা নিজেদের মধ্যে রশিদ বেচা-কেনা করত। যায়েদ ইবনে তাবিত এবং মহানবি সা. এর একজন সাহাবী একদিন মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মারওয়ান! তুমি কি সুদী কারবার হালাল করেছ?" তিনি বললেন, " আল্লাহ মাফ করুন! সেটা কি রকম?" তিনি বললেন, লোকেরা পণ্য পাবার আগেই এই রশিদগুলো বেচা-কেনা করে।" অতএব মারওয়ান একজন গার্ডকে তাঁদের সাথে পাঠালেন এবং রশিদগুলো জনগণের নিকট থেকে ফেরৎ নিয়ে তাদের মালিকদের নিকট ফেরৎ দিতে বললেন[১২৬]।

---

[১২৫] কুরআন (সুরা বাকারাহ ২ : ২৮২)।

[১২৬] যায়েদ ইবনে তাবিত, আল মুয়াত্তা; হাদিস নম্বর ৩১. ১৯.৪৪।

www.pathagar.com

সাধারণভাবে প্রতিনিধিত্ব বা দালালীর বিষয়টি বৈধ বলে বিবেচিত হলেও মুক্তবাজারে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের দালাল ব্যবসায়ীদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের দালালী মুদ্রাস্ফীতির কারণ হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে আমরা ধরে নিই, একজন কৃষক তার কিছু পণ্য বিক্রির জন্য শহরের কোনো বাজারে নিয়ে গেল। উক্ত বাজারের কোনো এজেন্ট পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়া পর্যন্ত দ্রব্য-সামগ্রী তার নিকট রেখে যাবার পরামর্শ দিল। যদি সংশ্লিষ্ট কৃষক-বিক্রেতা এজেন্ট কর্তৃক প্রভাবিত না হয়ে তার পণ্য বিক্রি করে দিত, তাহলে জনগণ সে সময়ের চলতি নিম্নবাজার মূল্যেই তা ক্রয় করতে পারতো; সেক্ষেত্রে জনগণ এবং কৃষক অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই উপকৃত হতো। যাহোক, যদি শহুরে এজেন্ট পণ্য মজুত করতো এবং মূল্য বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত ধরে রাখতো; তারপর মূল্য বৃদ্ধির পর বর্ধিত মূল্যে তা বিক্রি করত, তা হলে জনগণকে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হতো এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্ট বা দালাল বেশি মুনাফা পেতো- এরূপ দালালি অবৈধ।

> আল্লাহর রসুল সা. বলেছেন : শহুরে এজেন্টের বাস্তবতা বর্জিত কারো জন্য পণ্য বিক্রি করা উচিৎ নয়; জনগণকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে; আল্লাহই তাদেরকে পরস্পরের নিকট হতে প্রাপ্তির বিষয়টি দেখবেন[১২৭]।

আল কারদাবী অবশ্য অভিমত দিয়েছেন, মুক্তবাজারে কোনো হস্তক্ষেপের ঘটনা না থাকলে সাধারণত প্রতিনিধিত্ব বা দালালিতে কোনো দোষ নেই; যেমনটি আমরা উপরে আলোচনা করেছি। তার কাজ বা সেবার জন্য দালালের কোনো ফিস্ বা কমিশন গ্রহণে দোষের কিছু নেই। এই কমিশন বা ফিস্ নির্ধারিত অংকের অথবা বিক্রয়ের পরিমাণ অনুযায়ী আনুপাতিক হতে পারে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা প্রতিনিধিবর্গের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হতে পারে[১২৮]।

ক্রেতা বা ভোক্তা

ভোক্তা বা ক্রেতাসাধারণ সুলভ বা ন্যায্যমূল্যে ত্রুটিমুক্ত পণ্য বা সামগ্রী ক্রয় করতে এ ব্যাপারে কোনো ব্যাত্যয় বা গরমিলের ক্ষেত্রে তাদেরকে অবশ্যই অবগত করতে

---

[১২৭] যাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ, সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ৩৬৩০।

[১২৮] আল কারদাবী, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

www.pathagar.com

হবে। ভোক্তা বা ক্রেতাদের ব্যাপারে ইসলাম নিম্নোক্ত রীতিসমূহ অবৈধ ঘোষণা করেছে :

ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাণ : হযরত শোয়াইব আ. এর কাহিনীতে আল্লাহ বলেছেন :

> "তোমরা যখন মাপ দাও তখন পূর্ণ মাপ দিও, ক্ষতিকারকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। এবং সঠিক পাল্লায় ওজন দেবে। আর লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদি কম দিও না, [...] [১২৯]

মুসলমান ব্যবসায়ীগণ নিজে অসৎ হয়ে অন্যের নিকট সততা আশা করা উচিৎ নয়। অর্থাৎ ইসলামি নৈতিকতার কোড সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

মজুতদারী ও মূল্য পরিবর্তন : শেখ আল কারদাবীর মতে, ইসলামে বাজারব্যবস্থা উন্মুক্ত এবং যোগান ও চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত[১৩০]। যাহোক, ইসলাম মজুতদারী বা অন্য কোনো কিছুর দ্বারা মূল্য পরিবর্তনের কোনো প্রচেষ্টা বাজার ব্যবস্থায় সমর্থন করে না। আল্লাহর রসুল সা. বলেছেন : "যে মজুত করে, সে পাপী"[১৩১]।

ব্যবসায়ীগণ যেখানে মজুতদারীতে লিপ্ত হয় এবং অন্য উপায়ে বাজারমূল্য প্রভাবিত করে; সেক্ষেত্রে ইসলাম সমাজের প্রয়োজন মিটাতে ও লোভ সংবরণের নিমিত্তে মূল্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষে। যাহোক, যদি মজুত বা গুদামজাত না হয়ে কোনো পণ্য বিক্রিত হয় এবং এর প্রাকৃতিক কারণে যোগান বা সরবরাহে ঘাটতি দেখা যায় বা চাহিদা বৃদ্ধির কারণে দাম বাড়ে, তাহলে এ ধরনের পরিস্থিতি আল্লাহ-সৃষ্ট বলে মেনে নিতে হবে। তাহলে ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা যাবে না[১৩২]।

ভেজাল বা নষ্ট দ্রব্যাদি : ক্রয় বা বিক্রয় যেকোনো অবস্থাতেই ইসলাম প্রতারণামূলক লেন-দেন বা কারবার নিষিদ্ধ করেছে। মুসলমান ব্যবসায়ীদের সর্বদাই সৎ থাকতে হবে বা হতে হবে। নিম্নবর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রতারণামূলক ব্যবসায় সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝা যায়।

---

[১২৯] কুরআন (সুরা আশ-শুআরা ২৬ : ১৮১-১৮৩)।

[১৩০] আল কারদাবী, পৃ. ২৫৫-২৫৭।

[১৩১] মা'মর ইবনে আব্দুল্লাহ আল আদাবী, সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর ৩৯১০।

[১৩২] আল কারদাবী, পৃ. ২৫৬।

www.pathagar.com

আল্লাহর রসুল সা. একদা একটি শস্যস্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি শস্যস্তুপের মধ্যে তাঁর হাত ঢুকিয়ে দিলে তাঁর হাতের আঙ্গুল কিছুটা ভিজে গেল। তিনি শস্যস্তুপের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি?" লোকটি বলল, "ও আল্লার রসুল সা. এগুলো বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।" রসুল সা. মন্তব্য করলেন, "তুমি ভেজা শস্যকে উপরে কেন রাখনি, যাতে মানুষ তা দেখতে পায়? যে অন্যকে ঠকায়, সে আমার উম্মত নয়"[১৩৩]।

অনুরূপ একটি ঘটনার জন্য হযরত উমর ইবনে খাত্তাব পানি-মিশ্রিত দুধ বিক্রির জন্য এক ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়েছিলেন। হযরত উমর লোকটির দুধ পাত্র থেকে ফেলে দিয়েছিলেন এজন্য নয় যে তা পানযোগ্য ছিল না; বরং এ কারণে যে ক্রেতা পানি ও দুধের আনুপাতিক পরিমাণ জানত না[১৩৪]। বিধায়, ইসলাম মুসলমান ব্যবসায়ীদের সরল পথে চলতে উৎসাহিত করে এবং কোনো কিছু বিক্রয়ের পূর্বে তার দোষ-ত্রুটি অবহিত করতে উৎসাহিত করে। এমন পরিস্থিতিতে যে কোনো পক্ষেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকে।

> মহানবি সা. আরও বললেন, "ক্রেতা ও বিক্রেতা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে একমত হওয়া বা না হওয়ার জন্য দরকষাকষি করতে পারে"[১৩৫]। পচনশীল দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে তা ব্যবহার অনুপযোগী হলে ক্রেতার পুরো অর্থ ফেরৎ নেবার অধিকার থাকবে।

যদি কোনো ব্যক্তি ডিম, তরমুজ, শসা, আখরোট বা এই জাতীয় খোলসযুক্ত খাবার এবং ফলমূল ক্রয় করে এবং পরবর্তীতে দেখে এগুলো মানসম্পন্ন নয়; এমন কি খাওয়রও উপযোগী নয়, বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রেতার সম্পূর্ণ অর্থ ফেরৎ নেবার অধিকার থাকবে। কেননা এক্ষেত্রে বিক্রয় অসিদ্ধ এবং বিক্রিত পণ্য প্রকৃত পণ্য নয়[১৩৬]।

শপথ নিয়ে বিক্রয় : ক্রেতাকে ঠকানোর ক্ষেত্রে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যদি ব্যবসায়ী তার পণ্য বিক্রির সময় পণ্যের মিথ্যা গুণসম্বলিত স্লোগান সর্বস্ব শপথ নেয়।

---

[১৩৩] আবু হোরায়রা; সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ০১৮৩।

[১৩৪] ইবনে তায়েমিয়াহ, পৃ. ৬৫।

[১৩৫] হাকিম ইবনে হিজাম, সহিহ বুখারি , হাদিস নম্বর ৩. ৩২৭।

[১৩৬] আল হিদায়াহ (হানাফী ম্যানুয়াল), ভলিউম-২, ৪৪৪০।

www.pathagar.com

আমি আল্লাহর রসুল সা. কে বলতে শুনেছি, "বিক্রেতার শপথের কারণে ক্রেতার পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে পারে বা সে ক্রয়ে সম্মত হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে বিক্রেতা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হবে"[১৩৭]।

চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ বিক্রয় : মুসলমান ব্যবসায়ী জ্ঞাতসারে চুরি করা পণ্য বা দ্রব্য অবশ্যই নিজের জন্য অথবা পরবর্তীতে অন্যের নিকট বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করতে পারবে না। এটা করলে সে দস্যুবৃত্তির অপরাধে অপরাধী হবে। মহানবি সা. বলেছেন, *"যদি কোনো ব্যক্তি পূর্বাহ্নেই অবহিত হয় যে পণ্য সে ক্রয় করতে যাচ্ছে তা চুরি করা সম্পদ এবং এদতসত্ত্বেও সে ক্রয় করে; তাহলে সে চুরিজনিত পাপ ও লজ্জার ভাগীদার হবে।*[১৩৮]

অধিকন্তু, সময়ের ব্যবধানেও কোনো হারাম বস্তু হালাল হয় না। চুরি হওয়া দ্রব্যের মূল মালিকের অধিকার বা মালিকানা ক্ষুন্ন হয় না।

সুদের উপর নিষেধাজ্ঞা : ব্যবসায়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ীর মূলধন বা পুঁজি বৃদ্ধির বিষয়টি ইসলামে উৎসাহিত করা হলেও সুদের ভিত্তিতে তা হারাম করা হয়েছে। সুদের হার এখানে গৌণ : চূড়ান্ত বিষয় হলো সুদ হারাম বা নিষিদ্ধ। পুঁজি লগ্নীর জন্য ইসলামের কোনো সুযোগ ব্যয় (opportunity cost) নেই। লোকসানের কোনো ভীতি বা ঝুঁকি না বহন করেও ঋণদাতা অর্থ উপার্জন করে। তদুপরি, ঋণদাতা সম্পদশালী এবং ঋণগ্রহীতা গরীব হবার কারণে সুদ কেবল ধনী ও গরীবের ব্যবধান বৃদ্ধি করে। ইসলাম সম্পদের প্রচলনে (circulation) উৎসাহ দেয়। আল্লাহ কু'রআনে বর্ণনা করেছেন :

যারা মদ খায়, তারা ঐ ব্যক্তির ন্যায় উঠবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দেয়। তা এজন্য যে, তারা বলে- "ক্রয়-বিক্রয় সুদের মত;" অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।[১৩৯]

সুদ-ভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য সুদী কারবারে নিয়োজিত সকল পক্ষের উপরই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে :

---

[১৩৭] আবু হোরায়রা, সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৩.৩০০।

[১৩৮] বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং আল কারদাবীতে উধৃত।

[১৩৯] কুরআন (সুরা বাকারাহ ২ : ২৭৫)।

www.pathagar.com

> আল্লাহর রসুল সা. সুদ গ্রহীতা এবং সুদ প্রদানকারী উভয়কেই লানৎ দিয়েছেন, এবং যে সুদের হিসাব লেখে বা রাখে ও দু'জন সাক্ষী তাদেরকেও; তিনি বলেছেন, "সকলেই সমভাবে অপরাধী"[১৪০]।

ঋণগ্রহীতা

ইসলাম সার্বিকভাবে বদান্যতাকে অনুপ্রেরণা দেয়। যদি কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আর্থিক দুর্দশায় পতিত হয়, আল্লাহ তার প্রতি দয়াশীল হতে বলেছেন :

> আর সে অভাবী হলে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া প্রয়োজন, মাফ করা হলে আরও উত্তম হবে, যদি তোমরা বোঝ[১৪১]।

বস্তুতপক্ষে, রসুল করিম সা.-এর নিম্নোক্ত হাদিসেও ঋণদাতার উদারতার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

মহানবি সা. বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী সময়ে ফেরেশতাগণ এক ব্যক্তির আত্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তোমার জীবদ্দশায় কোনো ভালো কাজ করেছ? লোকটি উত্তর দিল, 'আমি আমার কর্মচারিদের আদেশ দিতাম তারা যেন ধনী লোকদের বলে ঋণগ্রস্থ লোকের ঋণগ্রহীতার সুবিধামত সময়ে আদায় করে এবং দুর্দিনে ধনী লোকেরা যেন সেই ঋণ মাফ করে দেয়।' অতএব আল্লাহ ফেরেশতাগণকে বললেন, "তাকে মাফ করে দাও"[১৪২]।

একইভাবে ইসলাম ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধে গড়িমসি বা দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন না করতে বলেছে। এটা বিশেষ করে সম্পদশালী বা ধনী ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রসুল সা. বলেছেন :

ধনী ঋণগ্রহীতা বা ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করলে তা হবে অসংগত বা অন্যায়[১৪৩]।

কোনো ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে তাকে তা পরিশোধ করতে হবে। ইসলামি অনুশাসনে ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব এত বেশি যে একজন শহীদের সব গুনাহ মাফ করা হলেও অপরিশোধিত ঋণ মাফ করা হবে না[১৪৪]।

---

[১৪০] যাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ, সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ৩৮৮১।

[১৪১] কুরআন (সুরা বাকারাহ ২ : ২৮০)।

[১৪২] হুজায়ফা, সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৩.২৯১।

[১৪৩] আবু হোরায়রা, সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৩.৪৮৬।

www.pathagar.com

জনসাধারণ

অত্যাবশ্যকীয় বা অপরিহার্য পণ্য-সামগ্রী সরবরাহে নিয়োজিত ব্যবসায়ীর বিশেষ বাধ্যবাধকতা রয়েছে[১৪৫]। যেমন-জনগণের অন্ন, বস্ত্র এবং বসবাসের জন্য বাসস্থান প্রয়োজন। এগুলো অপরিহার্য সামগ্রী বিধায় সংল্লিষ্ট ব্যবসায়ীগণের এসব পণ্যের মূল্য ন্যায়সংগতভাবে ধার্য করা উচিৎ। যদি তা না করে সে অন্যায্যভাবে জনগণের নিকট হতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে, তাহলে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়? ইসলাম মূল্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষে নয়[১৪৬]। ইসলামি চিন্তাবিদগণ নিম্নোক্ত হাদীসের আলোকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করেছেন :

এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, "হে আল্লাহর রসুল সা., মূল্য নির্ধারণ করুন"। তিনি বললেন, "না, তবে আমি দোওয়া করব"। লোকটি পুনরায় এসে বলল, "আল্লাহর রসুল, মূল্য নির্ধারণ করে দিন।" তিনি বললেন, "জিনিষপত্রের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার । আমি আশা করি যখন আল্লাহ তায়ালার সাথে আমার স্বাক্ষাৎ হবে, সম্পদ ও সম্পর্কের ব্যাপারে আমি অন্যায় করেছি এরূপ দাবী বা অভিযোগ তোমাদের কারো থাকবে না"[১৪৭]।

যাহোক, ইবনে তায়েমিয়াহ'র মতে, একজন ব্যবসায়ী বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো পণ্য বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানায়, বা তার জন্য আইনগত কি পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা নেয়া যায়; সে সম্পর্কে এ হাদীসে কিছু উল্লেখ নেই। তিনি এ মর্মে সুপারিশ করেছেন যে, উপযুক্ত মূল্যেও যদি সংল্লিষ্ট ব্যবসায়ী তার পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করতে সম্মত না হয়, ইমাম এ কাজে তাকে বাধ্য করতে পারেন, এবং আদেশ অমান্য করলে শাস্তিও দিতে পারেন।

মজুতদার বা মালিক বা অংশীদার

ইসলাম অংশীদারিত্বকে উৎসাহ দিয়েছে। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোনো প্রকল্প যার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তি বা সমাজের কল্যাণ সাধন অথবা যা সমাজের কিছু অনাচার দূরীকরণে সহায়ক হবে, তা হবে ন্যায়সংগত এবং ধর্মসম্মত; বিশেষ করে যদি

---

[১৪৪] আমর ইবনুল আস, সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ৪৬৪৯।

[১৪৫] ইবনে তায়েমিয়াহ, পৃ. ৩৭-৩৮.এবং অধ্যায় ৪।

[১৪৬] প্রাগুক্ত এবং কারদাবী, পৃ. ২৫৫।

[১৪৭] আবু হোরায়রা, আবু দায়ুদ, হাদিস নম্বর ৩৪৪৩।

www.pathagar.com

বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্য ধর্মসম্মত হয়। এ ধরনের প্রকল্পসমূহ ইসলামের সমর্থনপুষ্ট হবে বলে আল কারদাবী অভিমত দিয়েয়েন। এতে আল্লাহও সাহায্য করবেন :

> [...] নেককাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করবে; মন্দ কাজ ও সীমা লংঘনে এক অন্যকে সাহায্য করবে না; [...][১৪৮]

আল মুদারাবা : প্রায় ক্ষেত্রেই মুসলমান ব্যবসায়ীকে দক্ষ সংগঠক হতে দেখা যায়, কিন্তু ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুঁজি বিনিয়োগে সাহস পায় না। এক্ষেত্রে ইসলাম পুঁজি ও শ্রমের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্যবসার অনুমতি দিয়েছে। এই পদ্ধতিকে মুদারাবা বা আল কিরাদ বলে। ঝুঁকি বহনকারী বিনিয়োগকারী বা ইসলামি ব্যাংক বিনিয়োগকৃত পুঁজির মালিক বলে বিবেচিত হয় এবং উদ্যোক্তা তার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা দিয়ে অবদান রাখে। ইসলামি শারীয়াহ মোতাবেক উভয় পক্ষ পূর্বাহ্নেই লাভ-ক্ষতির হিস্যা বন্টনের বিষয়ে একমত হয়। এখানে ঝুঁকি বহনকারী হিসেবে পুঁজির মালিককে যদি পুঁজি খাটানোর বিনিময়ে মুনাফা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় এবং তার সহযোগীর এতে লাভ বা লোকসান যাই হোক বিবেচনায় না নেয়া হয়; তবে তা সুদেরই নামান্তর হবে[১৪৯]।

অধিকন্তু, সব লোকসান বাদ না দিয়ে এবং পুঁজির মালিকের ঝুঁকি পুনরুদ্ধার বা পুন:প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত লভ্যাংশ বন্টনের কোনো সুযোগ নেই[১৫০]।

শরীকাত[১৫১] *:* শরীকাত অংশীদারিত্ব কয়েক প্রকার। এক ধরনের অংশীদারিত্বে ইসলামি প্রয়োজনীয় পুঁজির অংশবিশেষ যোগান দেয়া এবং অবশিষ্ট অংশ দেয় সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী। তদারকি এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও ব্যবসায়ীর। নিজেদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির আনুপাতিক পরিমাণ অনুযায়ী উভয় পক্ষই লাভ-ক্ষতির অংশ বন্টনের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে। কোনো লোকসান হলে ব্যবসায়ী তার শ্রমের পারিশ্রমিক পরিত্যাগ করলেই তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়।

---

[১৪৮] কুরআন (সুরা মায়েদা ৫ : আয়াত ২) এবং আল কারদাবী, পৃ. ২৭৩।

[১৪৯] আল-কারদাবী, পৃ. ২৭১-২৭২।

[১৫০] গনি, পৃ. ২২।

[১৫১] গনি, পৃ. ১৮।

www.pathagar.com

মুশারাকা : এই ধরনের অংশীদারিত্ব সীমিত সময়ের জন্য কার্যকর থাকে এবং বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়[১৫২]। এটি পাশ্চাত্যের যৌথ কারবার বা কনসোর্টিয়ামের অনুরূপ। উভয় পক্ষই স্থায়ী ও কার্যকরি মূলধন (fixed and working capital) এবং দক্ষতা প্রদানে সম্মত হয়। তারা মুনাফা ভাগাভাগির বিষয়েও একমত হয়। প্রতিশ্রুত পুঁজির আনুপাতিক পরিমাণ অনুসারে লোকসান বিভাজিত হবে।

মুরাবাহা : স্থির ব্যয় এবং মুনাফার অংশ বন্টনের বিষয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে উদ্যোক্তার পক্ষে ব্যাংক নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে। এ ধরনের অর্থায়নের একটি মূল উপাদান হলো উভয় পক্ষকেই প্রারম্ভিক ক্রয়মূল্য এবং মুনাফার ধরন সম্পর্কে অবহিত হতে হবে বা ধারণা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তার উপর চার্জ বা মূল্য নির্ধারণের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে পণ্য-সামগ্রী হাতে পেতে হবে। পণ্য-সামগ্রী সরবরাহের পর মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে উভয় পক্ষ বিক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর করবে এবং উদ্যোক্তা পণ্য-সামগ্রী গ্রহণ করবে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী বিক্রিত পণ্যের মূল্য ব্যাংককে পরিশোধ করবে এবং পূর্ব নির্ধারিত ছক অনুযায়ী লভ্যাংশ বন্টন করা হবে।

কর্জে হাসানা : হিতাকাঙ্ক্ষী বা পরোপকারেচ্ছু ঋণ[১৫৩] হচ্ছে এই ব্যবস্থার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এতে কোনো চার্জ বা সেবা ব্যয় নেই; বিধায় সুদ-মুক্ত। গ্রাহক বা ব্যবসায়ীদের আর্থিক দুর্দিনে বা অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহের জন্য এই ঋণ প্রদান করা হয়।

অংশীদারী কারবারের রূপ বা প্রকার যাই হোক না কেন, ইসলামের নৈতিক কোড অনুযায়ী সব অংশীদারকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হতে হবে এবং কেউ কারো সাথে প্রতারণা করতে পারবে না।

> আল্লাহর রসুল সা. বলেছেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দু'জন ব্যবসায়িক অংশীদার কেউ কাউকে ঠকায় না, আমি ততক্ষণ

---

[১৫২] গ্যাম্বলিং অ্যান্ড করিম, পৃ. ৩৭-৩৮।

[১৫৩] প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

পর্যন্ত তৃতীয় পক্ষ হিসেবে উপস্থিত থাকি; কিন্তু যখন একজন আরেক জনকে ঠকায় তখন আমি তাদের পরিত্যাগ করি[১৫৪]।

অভাবী বা গরিব ব্যক্তি

অভাবী বা নিঃস্ব ব্যক্তি প্রায়শই ব্যবসায়ীর নিকট সাদাকাহ বা সাহায্য চায়। কোনো কোনো সময় একজন ব্যবসায়ী বা সম্পদশালী লোক নিজের জন্য কখনই ব্যবহারোপযোগী মনে করে না এমন পরিত্যক্ত বা নষ্ট সামগ্রী দান করে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, একজন ব্যবসায়ী বা ধনী ব্যক্তি এমন খারাপ বা জীর্ণ অবস্থার পুরাতন মোটর কার দান করল, যা এর চালকের জীবনহানির কারণ ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে দাতা একটি খারাপ কাজ করল বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ এ ব্যাপারে আমাদেরকে সর্তক করে বলেছেন :

> হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, যা তোমরা অর্জন করেছ এবং আমি মাটি থেকে যা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেছি তা থেকে। মন্দ জিনিষ ব্যয় করো না। অথচ তোমাদের তা গ্রহণ করার নয়, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ কর[১৫৫]।

মুসলমান ব্যবসায়ীগণের গরীবদের এমন জিনিষ বা বস্তু দেয়া উচিৎ, যা উপকারী এবং যা তারা হালাল পথে অর্জন করেছে।

প্রতিযোগী

যদিও পাশ্চাত্যের দেশসমূহ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার সমর্থক বলে দাবী করে, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বা প্রকাশনা থেকে একনজরে দেখা যায় যে, তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতেই সচেষ্ট এবং তাদের প্রতিযোগীদের নির্মুল করতেই তৎপর। প্রতিযোগীদের দূরে সরিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো মজুতদারী ও একচেটিয়া মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে স্বাভাবিক মাত্রার অতিরিক্ত আর্থিক ফায়দা হাসিল করে। পূর্বের মজুতদারী সংক্রান্ত আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, ইসলাম একচেটিয়া কারবার সমর্থন করে না।

---

[১৫৪] আবু হোরায়রা, আবু দায়ূদ, হাদিস নম্বর ৩৩৭৭।

[১৫৫] আল-কুরআন (সুরা বাকারাহ ২ : ২৬৭)।

www.pathagar.com

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর একচেটিয়া[১৫৬] বাজার প্রতিষ্ঠা ঘৃণ্য বা খুব খারাপ কাজ। শহুরে জীবনে গবাদি পশুর খাদ্যের ব্যাপারে তা ক্ষতিকর[১৫৭]।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

সামাজিক দায়িত্বের আরো একটি ক্ষেত্র হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ। বহু বছর যাবৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের বর্জ্য নষ্ট করার জন্য তা আকাশে বা বাতাসে ছড়িয়ে দিত অথবা নদীতে এবং মাটিতে ফেলে দিত। এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের ফলে এসিড বৃষ্টি, ওজন স্তর নিঃশেষজনিত কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং খাদ্যে বিষক্রিয়ার মতো মারাত্মক উপসর্গ দেখা দেয়। সাম্প্রতিককালে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলো সেই ধরনের ক্রিয়াকলাপ প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ তা উপলব্ধি করে এগুলো অপসারণের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করছে। সেফওয়ের ন্যায় প্রতিষ্ঠান তাদের কাগজের ব্যাগের ভিতর 'রিসাইকেলড্ পেপার' ব্যবহার করছে এবং ম্যাকডোনাল্ড তাদের ফাস্টফুড প্যাকেটজাতকরণের কনটেইনার পরিবর্তন করেছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্যের সমাদর করার জন্য মুসলমানদের অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির এক নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন :

> আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, অতএব তা হতে আমি বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করেছি, এভাবে পর্বতমালাও বয়েছে যার বিভিন্ন অংশে সাদা, লাল আর কালো গিরিপথ রয়েছে। আর এভাবে মানবজাতি, প্রাণীসমূহ এবং চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে বিভিন্ন রঙ রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহকে ঐ সকল বান্দারা ভয় করে, যারা জ্ঞানী[১৫৮]।

---

[১৫৬] আরব, ইহতিকার। মূল গ্রন্থে আভিধানিক অর্থে কোনো কিছু ধরে রাখা বা আটকিয়ে রাখা বোঝানো হয়েছে; এবং আইনের ভাষায় সাম্য বা অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আটকিয়ে রাখা।

[১৫৭] আল-হিদায়াহ (হানাফী ম্যানুয়াল), ভলিউম-৪, ৫৮৫৭।

[১৫৮] কুরআন (সুরা ফাতির ৩৫ : ২৭-২৮)।

www.pathagar.com

ইসলামে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি হিসেবে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি তার দায়িত্ব প্রদান করে তার ভূমিকার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

আর যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, "আমি দুনিয়াতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।" তারা বলল, "আপনি তথায় এমন কাউকে সৃষ্টি করতে চান যে অশান্তি ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো সর্বদা আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি।" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।" তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শেখালেন : [...][১৫৯]

আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমান ব্যবসায়ীগণ তার প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি যত্নবান হবে বলে আশা করা হয়েছে। ব্যবসায়িক পরিবেশের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতির সাথে পরিবেশ সংক্রান্ত কারবারীগণ যেরূপ সতর্কতার সাথে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো মোকাবেলা করছেন তা নতুন কিছু নয়। বেশ কিছু দৃষ্টান্ত থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে তা বুঝা যায়। যেমন-জীব-জন্তুর চিকিৎসা; পরিবেশ দূষণ এবং মালিকানার অধিকার; এবং বাতাস ও পানির ন্যায় অবাধ প্রাকৃতিক সম্পদের দূষণ।

জীব-জন্তুর সাথে আচরণ

মুসলমান ব্যবসায়ীদেরকে তাদের ব্যবহারের জীব-জন্তুর সাথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আচরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যারা পেশাগতভাবে কসাই, তাদেরকে পশু জবাইয়ের সময় দয়া দেখাতে বলা হয়েছে:

> আমি আল্লাহর রসুলকে সা. দুটি বিষয় সম্বন্ধে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয়ই আল্লাহ সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন; তাই যখন তুমি হত্যা করবে, ভালোভাবে কর এবং জবাই করবে তখনও ভালোভাবে জবাই কর। তোমরা সকলেই চাকু ধারালো করবে এবং জবাই করা পশু যেন আরামের সাথে মারা যেতে পারে"[১৬০]।

কোনো পশুকে জবাই করার সময় তাকে জোর করে টানা-হেঁচড়া করে জবাই করার স্থানে না নেয়ার জন্য মুসলমানদের বলা হয়েছে[১৬১]।

---

[১৫৯] কুরআন (সুরা বাকারাহ ২ : ৩০)।

[১৬০] শাহদাদ ইবনে আউস, সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ৪৮১০।

[১৬১] আল হিদায়াহ (হানাফী ম্যানুয়াল), ভলিউম-৪,৫৭৬৪।

www.pathagar.com

কৃষকদের নিজেদেরও এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এমনকি আমাদের দৈনন্দিন আচরণের ক্ষেত্রেও রসুল করীম সা. পশুদের প্রতি সদয় হতে উৎসাহ দিয়েছেন:

> আল্লাহর নবি সা. বলেছেন, "একজন পতিতাকে আল্লাহ ক্ষমা করেছিলেন কারণ, একদা একটি কুয়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় মহিলা লক্ষ্য করলো খুবই ক্লান্ত একটি কুকুর পিপাসায় প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি। তা দেখে মহিলা তার পায়ের জুতা খুলে তার সাহায্যে কুয়া থেকে কিছু পরিমাণ পানি উঠিয়ে কুকুরটিকে পান করাল। এতে খুশী হয়ে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন"[১৬২]।

কিছু নির্দিষ্ট ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে :

> মহানবি সা. পশুর মুখমণ্ডলে উত্তপ্ত লোহার ছেঁকা বা ছাপ মারতেও নিষেধ করেছেন[১৬৩]।

এছাড়াও, পশুদের উত্তেজিত করে পরস্পরের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত করাতে অনুৎসাহিত করেছেন। এমতাবস্থায়, মুসলমানদের ষাঁড়ের বা অন্যান্য পশুর লড়াইয়ে সম্পৃক্ত না করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে।

পরিবেশ দূষণ ও মালিকানার অধিকার

যদিও ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানা মেনে নিয়েছে, এর চূড়ান্ত পর্যায় অনুমোদন করেনি, যদি তা পরিবেশ দূষণের কারণ হয় এবং জননিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে হয়। যেমন- মুসলমানদের প্রকাশ্য রাস্তা-ঘাটে বা গৃহে পশু হত্যা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, যাতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বা পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়[১৬৪]। একইভাবে জননিরাপত্তা এবং পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনতে আবাসিক এলাকায় কামারশালা, শস্য মাড়াইয়ের চাতাল, রন্ধনশালা বা কল-কারখানা স্থাপন করতে মুসলমানদের অনুমতি দেয়া হয়নি[১৬৫]।

---

[১৬২] আবু হোরায়রা, সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৪৫৩৮।

[১৬৩] যাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ, সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ৫২৮১।

[১৬৪] খান, এম. আকরাম, ১৯৯২. "আল হিসবাহ এ্যান্ড দি ইসলামিক ইকনোমি-ইবনে তায়েমিয়াহ'র পাবলিক ডিউটিজ ইন ইসলাম : দি ইনসটিটিউশন অব দি হিসবাহ, পৃ. ১৪৫।

[১৬৫] আল মাজাল্লাহ (দি অটোম্যান কোর্টস ম্যানুয়াল [হানাফী]), ক্রমিক নম্বর ২৪৩২ অনুচ্ছেদ ১২০০।

www.pathagar.com

কোনো মুসলমান কোনো সময় পরিবেশ দূষিত করলে, তাকে নিজেই তা পরিষ্কার করতে হবে অথবা দূষণের বস্তু অপসারণ করতে হবে।

> যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের পানির কুয়া বা কূপের সন্নিকটে মলকুণ্ড বা ময়লার গর্ত বা নর্দমা নির্মাণ করে এবং তার ফলে যদি সেই কূপের পানি দুষিত হয়; তাহলে তাকে অবশ্যই তা সরিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করতে হবে। যদি সেটি সরিয়ে নেয়া অসম্ভব মনে হয়, তাহলে বর্ণিত মলকুণ্ড বা নর্দমা বন্ধ করে দিতে হবে। আবার কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পানির খালের নিকটে ময়লা পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত নর্দমা হতে যদি ময়লা পানি খালে পতিত হয় এবং বড় ধরনের ক্ষতির সৃষ্টি করে; এবং নর্দমাটি ভরাট ব্যতীত এই ক্ষতিপূরণের আর কোনো পথ খোলা না থাকে, তাহলে নর্দমাটি বন্ধ করে দিতে হবে[১৬৬]।

অন্যদিকে, কিছু নিদিষ্ট ক্ষেত্রের গোলমাল বা হট্টগোল বা অন্য কোনো রকমের পরিবেশগত সমস্যা হলে তার জন্য ব্যবসায়ীগণকে দায়ী করা যাবে না। যেমন, কোনো ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান যদি পূর্বাহ্নেই প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত হয় এবং তার কার্যক্রম শুরু করে ও পরবর্তীতে কোনো ব্যক্তি যদি এর পার্শ্ববর্তী কোনো স্থানে বাড়ি নির্মাণ করে; সেক্ষেত্রে নতুন বাড়ির মালিক সেস্থানে সৃষ্ট কোনো গোলমাল বা শব্দ, ধূলা-বালি বা অন্য কোনোরূপ অশান্তির জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিককে দায়ী বা দোষারোপ করতে পারবে না :

> যদি কোনো ব্যক্তি আইনসঙ্গতভাবে নিজের চূড়ান্ত মালিকানার অধীন কোনো সম্পত্তিতে ব্যবসা করে এবং আরেক ব্যক্তি তার পাশে নতুন ভবন নির্মাণের পর অসুবিধা ভোগ করে; তাহলে তাকে একাই সে অসুবিধা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে[১৬৭]।

এই বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে গোলমাল বন্ধ করতে বা ধূলাবালি নিয়ন্ত্রণ করতে বা এমনকি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

---

[১৬৬] প্রাগুক্ত, ক্রমিক নম্বর ২৪৪৪, অনুচ্ছেদ ১২১২।

[১৬৭] প্রাগুক্ত, ক্রমিক নম্বর ২৪৩৯, অনুচ্ছেদ ১২০৭।

www.pathagar.com

পরিবেশ দূষণ এবং অবাধ সম্পদ (বাতাস, পানি ইত্যাদি)

বাতাস, সমুদ্রের পানি ইত্যাদির ন্যায় অবাধ সম্পদের বিষয়ে সাধারণ নীতিমালা নিম্নরূপ :

যে কোনো মানুষ প্রকৃতির যে কোনো অবাধ জিনিষ ব্যবহার করতে পারে, যদি তা অন্যের উপর ক্ষতিকর কোনো প্রভাব না ফেলে[১৬৮]।

ক্ষতিকর কোনো কিছু বা দূষণের ব্যাপার হলে দোষী ব্যক্তিকেই তা নিজ দায়িত্বে পরিষ্কার করতে হবে অথবা সমস্যার কারণ দূরীভূত করতে হবে :

কোনো ব্যক্তি নদীর পানি দিয়ে তার জমিতে সেচ দিতে পারে, যে নদীর মালিক কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয়; এবং এই সেচের উদ্দেশ্যে এবং কল কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য খাল খননও করতে পারে; যদি সে এর মাধ্যমে কারো কোনো ক্ষতি না করে। অবশ্য ফলশ্রুতিতে যদি পানি প্রবাহের দ্বারা জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত, অথবা নদীর পানির সংযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়, অথবা নৌকা চলাচল ব্যাহত হয়; এই ক্ষতি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে[১৬৯]।

সার্বিক সামাজিক কল্যাণ

সুবিধাভোগী এবং প্রাকৃতিক পরিবেশবান্ধব হওয়া ছাড়াও মুসলমানদের এবং তারা কর্মরত এমন প্রতিষ্ঠানসমূহ মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণের দিকে নজর দেবে বলে আশা করা যায়। সমাজের অংশ হিসেবে মুসলমান ব্যবসায়ীগণকে সমাজের দূর্বল ও দুঃস্থ সদস্যদের দেখভালের দায়িত্ব নিতে হবে।

আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! এবং সেই সমস্ত পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুদের জন্য, যারা দূর্বল ও নির্যাতিত; [...][১৭০]

দুঃস্থ ও দূর্বলদের প্রতি যত্নশীল হবার পুরষ্কার নিম্নোক্ত হাদীসে গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে :

---

[১৬৮] প্রাগুক্ত, ক্রমিক নম্বর ২৪৮৬, অনুচ্ছেদ ১২৫৪।

[১৬৯] প্রাগুক্ত, ক্রমিক নম্বর ২৪৯৭, অনুচ্ছেদ ১২৬৫।

[১৭০] কুরআন (সুরা নিসা ৪ : ৭৫)।

www.pathagar.com

> মহানবি সা. বলেন, যে ব্যক্তি বিধবা এবং গরীবের জন্য কাজ করে ও যত্ন নেয়,যে যেন আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করে অথবা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে দিনে রোজা রাখে এবং সারা রাত নামাজ পড়ে[১৭১]।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটায়; তার জন্য দায়ী থাকবে তার সমাজ বা গোষ্ঠী, যারা তার যত্ন নিতে সচেষ্ট ছিল না[১৭২]।

মুসলমান ব্যবসায়ীগণ দাতব্য কাজে অবদান রাখে এবং ধর্মীয় কাজে সহযোগিতা করে। যেমন আমান নামীয় একটা কোম্পানি ইউসুফ আলী কর্তৃক পবিত্র কুরআন মজীদের অনুবাদের একটি সংশোধিত সংস্করণের প্রকাশনায় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিল। একইভাবে, দি অ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিম সায়েন্টিস্টস্ এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স-নামক আরেকটি প্রতিষ্ঠান উত্তর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশী মুসলমান ছাত্রদের ভর্তির জন্য একটি প্রশ্নোত্তর সম্বলিত নির্দেশিকা প্রকাশ করেছিল। উল্লেখ্য, রেড ক্রিসেন্টও একটি আন্তঃর্জাতিক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, যেটি দুর্দিনে মুসলিম দেশসমূহে গরীব ও দুঃস্থদের সাহায্য করে আসছে।

সামাজিক দায়িত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

ব্যবসায়ী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্বের বিষয়টি বেশ বিতর্কিত। সারণি-৫ এ বিষয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। সামাজিক দায়িত্বের পক্ষে যুক্তি প্রদানকারী সুবিধাভোগীদের মতে যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, তাই তাদেরকেই এ ব্যাপারে মনস্থির করতে হবে। এর বিরুদ্ধে অবস্থানকারীদের যুক্তি হলো, যেহেতু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করছে এবং মজুরি ও কর প্রদানের মাধ্যমে সমাজের প্রতি অবদান রাখছে, বিধায় তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরের সমস্যার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা উচিৎ হবে না।

সামাজিক দায়িত্বের প্রবক্তাদের মতানুসারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যেহেতু তাদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যার ধরন বা প্রকৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল, তাই এগুলোর সমাধানও তাদের জন্য সহজসাধ্য। সরকারের ন্যায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা মজবুত নয় বলে তারা তাদের সম্পদ এবং মুনাফার একটা অংশ গোপনে

---

[১৭১] সাফওয়ান ইবনে সালিম, সহিহ বুখারি, ৮,৩৫।

[১৭২] কু'তব, সাইয়েদ, সোসাল জাস্টিস ইন ইসলাম, নিউইয়র্ক অষ্টাগন, ১৯৭০. পৃ. ৬৫। তাছাড়া, সাইয়ীদ সাবিক-এর ফিকহ-আস সুন্নাহ, ৩ : ৯৩ সি, অনুচ্ছেদ ১০।

www.pathagar.com

আলাদা করে রাখে, যা তারা অসময়ে কাজে লাগায়। সামাজিক কারণে কার্পোরেশনগুলোর একসময়ের প্রচুর ক্ষমতার ব্যবহারকে সামাজিক দায়িত্বের বিরুদ্ধবাদীরা নিন্দা জানিয়েছে বা সমালোচনা করেছে। তাদের আর্থিক অবদানের কারণে কর্পোরেশনগুলো সামাজিক দায়িত্বের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়, এবং মুনাফা বৃদ্ধির মানসে নিজেদেরকে চটকদার বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে।

সামাজিক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ায় কোম্পানিগুলোর সুনাম বৃদ্ধি পায়। রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ডস'র কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাহায্য প্রত্যাশী শিশুদের প্রয়োজনে ম্যাকডোনাল্ডস্ কোম্পানির উদ্যোগী ভূমিকা সুনাগরিক হিসেবে তাদের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করেছে। পক্ষান্তরে, অনেক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের কোনো ধারণাই নেই। জীববিদ্যা সম্পর্কীয় অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে এমন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান 'মার্চ অব ডাইমস্"-এর ন্যায় সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে হয়তো মোটামুটিভাবে কিছু সময় ব্যয় করতে পারে, অথবা তা জনগণ কর্তৃক সমাদৃত নাও হতে পারে।

পরিশেষে, সেকুলারিজম আইনের সাথে ইসলামি আইনের পার্থক্য হলো ইসলামি আইন অনুযায়ী যে ব্যবসায়ী বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নিজে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং তার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে না, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বৈধতা প্রশ্নসাপেক্ষ। এমতাবস্থায়, সমস্যা সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকেই সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করতে হবে। সে বা তারা যদি তা না করে, তাহলে তাকে/তাদেরকে বাধ্য করা যেতে পারে :

> পানি গ্রহণের সুবিধার কারণে কোনো যৌথ মালিকানাধীন নদীর সকল মালিককে তা পরিষ্কার করতে হবে। এ কাজে তাদের বাধ্য করা যাবে, যদি নদী রাষ্ট্রীয় বা সরকারী মালিকানায় থাকে; কিন্তু ব্যক্তি মালিকানায় থাকলে তা করা যাবে না[১৭৩]।

সামাজিক দায়িত্বশীলতার প্রাতিষ্ঠানিক রীতি

বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব পালনে একটি প্রতিষ্ঠান ৪ (চার) উপায়ে কাজ করতে পারে। যেমন- সামাজিক বাধা, সামাজিক বাধ্যবাধকতা, সামাজিক সাড়া এবং সামাজিক অবদান। এগুলোকে দায়িত্বশীলতার নিচ থেকে উপর পর্যন্ত ধারাবাহিকতা

---

[১৭৩] আল মাজাল্লাহ, ক্রমিক নম্বর ২৫৫৬, সূত্রঃ আল মাজাল্লাহ (দি অটোম্যান কোর্টস্ ম্যানুয়াল [হানাফী]), ১৩২৪।

www.pathagar.com

বজায় রেখে বিন্যাস করা হয়েছে এবং সংল্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র বা পৃথকভাবে প্রদর্শন করা হয়নি[১৭৪]।

সামাজিক বাধা

এ শ্রেণির ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিকভাবে সর্বাপেক্ষা কম প্রতিবেদনশীল বা দায়িত্বশীল। তারা তাদের সামাজিক দায়িত্বসমূহ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, অথবা তাদের সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে যতটা সম্ভব কম করার চেষ্টা করে। উদাহরণ দিয়ে উল্লেখ করা যায়, নেভাদা শহরের পেট্রোল কোম্পানিগুলোর টাংকসমূহে ছিদ্র থাকায় ভূগর্ভস্থ পানির সাথে তেল মিশে যেত এবং সংল্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এজন্য কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নিয়েই নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করত; এমনকি নিজেদের দোষস্খলনে এ বিষয়ে আইনের আশ্রয় নিয়ে তারা সিটি কাউন্সিলকে আদালতেও নিয়ে গিয়েছিল। একইভাবে মেসার্স ইন্টেল কোম্পানি তাদের সকল গ্রাহককে সরবরাহকৃত ত্রুটিপূর্ণ পেন্টিয়াম কম্পিউটার বদল করে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল; অবশ্য জনরোষের কারণে পরবর্তীকালে তারা বদলিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

সামাজিক বাধ্যবাধকতা

আইনের বাধ্যবাধকতায় প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কাজ করে; এর বেশি কিছু নয়। যেমন, মোটরগাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মোটরকারে কেবল সিট বেল্ট এবং এক্সজস্ট ফিল্টার সংযোজন করে, কারণ এগুলো তাদের করতেই হয়। এর বাইরে অতিরিক্ত নিরাপত্তামূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, কেননা এতে তাদের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়।

সারণি-৫[১৭৫] : সামাজিক দায়িত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

সামাজিক দায়িত্বের পক্ষে যুক্তি	সামাজিক দায়িত্বের বিপক্ষে যুক্তি
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ সমস্যা সৃষ্টি করে এবং এগুলোর সমাধানের দায় তাদের।	প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা এবং মজুরি পরিশোধ করে তারা

[১৭৪] বার্নি ও গ্রীফিন, পৃ. ৭৩৪-৭৩৫।

[১৭৫] বার্নি জে বি. এবং গ্রীফিন, রিকি ডাব্লিউ. দি ম্যানেজমেন্ট অব অর্গানাইজেশন. ©১৯৯২ কর্তৃক হাউটন মিফিন কোম্পানি, পৃ. ৭৩২-৭৩৪। অনুমতিক্রমে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

সামাজিক দায়িত্বের পক্ষে যুক্তি	সামাজিক দায়িত্বের বিপক্ষে যুক্তি
	দায়িত্ব পালন শেষ করে।
সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রতিষ্ঠানের রয়েছে।	স্বার্থের সংঘাত হতে পারে, কারণ দাতব্য উদ্দেশ্যাবলি কর্পোরেশনগুলোর বাজার ব্যবস্থার হাতিয়ার হতে পারে।
সামাজিক দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি করে।	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সামাজিক কর্মসূচি পরিচালনায় অবহিত নাও হতে পারে।
ইসলাম সেই সকল প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বের বৈধতা মেনে নেয় না, যেখানে মালিক থেকে বাধ্যবাধকতা ভিন্ন বা আলাদা[১৭৬]	কর্পোরেশনগুলো নামমাত্র বৈধ স্বত্ত্বা, এবং তাদের সৃষ্ট সমস্যার জন্য তাদেরকে দায়ী করা যায় না।

সামাজিক সাড়া

সামাজিক সাড়া-প্রবণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বৈধ প্রয়োজনসমূহ প্রতিপালন করে, এবং সম্ভব হলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করে। এ প্রসঙ্গে আইবিএম-এর উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। আইবিএম বিভিন্ন স্কুলে অতিরিক্ত কম্পিউটার সরবরাহ করেছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘুদের চাকুরিতে নিয়োগ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের জন্য বৃত্তি প্রদানে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

সামাজিক অবদান

এই শ্রেণির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সামাজিকভাবে সবচেয়ে বেশি দায়িত্বশীল। তারা আগ্রহভরে সমাজের চাহিদাগুলো গ্রহণ করে এবং সক্রিয়ভাবে সেগুলো সমাধানের উপায় বের করে। হিউলেট প্যাকার্ড তাদের কোম্পানির লেজার প্রিন্টারের সম্ভাব্য খারাপ টোনার কার্ট্রিজগুলো গ্রাহকের নিকট থেকে কেবল ফেরৎই চায়নি, এজন্য তাদের প্রয়োজনীয় খরচও বহন করেছে।

সামাজিক দায়িত্ব পরিচালনা

সামাজিক দায়িত্ব পালনে করণীয় সম্পর্কে ব্যবসা প্রতিষ্ঠনসমূহকে অবশ্যই পূর্বাহ্নেই সক্রিয় হতে হবে। বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা লাভের কৌশলী আকাঙ্ক্ষা পূরণের তথা সামাজিক দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করতে তাদেরকে বেশ কিছু পন্থা

[১৭৬] ইসলামে ফার্মের বৈধ স্বত্ত্বার বিষয়টি এখনও বিতর্কিত। গ্যাম্বলিং ও করিম দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৬ : ৩৭।

www.pathagar.com

অনুসরণ করতে হয়। এসব পন্থা বা উপায়ের কিছু সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত; আবার কিছু অধিকতর অন্তর্নিহিত।

সুস্পষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক রীতি

নৈতিক আচরণবিধির উন্নয়ন বিকাশ

কর্মচারিদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নৈতিকার কোড উন্নয়ন বা বিকাশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের এ সংক্রান্ত ইচ্ছার বার্তা বা সংকেত সুবিধাভোগীদের নিকট প্রেরণ করে। কর্মচারিদের নৈতিকতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং ন্যায়সংগত ব্যবহারের পুরস্কার প্রদানপূর্বক প্রতিষ্ঠানিক সুবিধাভোগীদের নৈতিক আচরণে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে হানিওয়েল কিভাবে নৈতিকতা কোডের মাধ্যমে কতিপয় মূল বা প্রধান মূল্যবোধ গুরুত্বসহ বর্ণনা করেছেন, তা সারণি-৬ এ বুঝা যায়।

সারণি-৬ : হানিওয়েলের 'থ্রী আর'স (Three R's)[১৭৭]

- আমাদের নৈতিক ব্যবহার মডেলের আওতায় প্রত্যেক কর্মচারির নিম্নোক্ত দায়িত্বাবলি রয়েছে :
  - * একটি ইস্যু বা বিষয় সনাক্ত করা
  - * যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করা
  - * সমাধানের উদ্দেশ্যে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া
- কার্যপ্রণালী সৃষ্টি বা উদ্ভাবন করা এবং তা অবহিতকরণে কোম্পানির দায়িত্ব পালন করা, যাতে কর্মচারিবৃন্দ তাদের করণীয় সম্পর্কে ধারণা পায়
- আত্ম-শাসনের ধারণা প্রচার করা।

নৈতিক কোড উন্নয়ন বা বিকাশে ব্যবস্থাপকবৃন্দের করণীয় নিম্নরূপ :[১৭৮]

---

[১৭৭] হানিওয়েল কর্পোরেশন।

[১৭৮] (১) লুথান্স, এফ., হগার্টস, আর. এম. এবং থম্পসন, কে. আর. ১৯৯০. এর বিষয়বস্তুর পুনঃবিন্যাসিত সংস্করণ। সোসাল ইস্যুস ইন বিজনেস: স্ট্রাটেজিক এ্যান্ড পাবলিক পলিসি পারসপেকটিভ। নিউইয়র্ক: ম্যাকমিলান, পৃ. ১২০-১২৮, এবং কলিনস ডি. এবং ও, রাউক, টি. ১৯৯৪. এথিক্যাল ডিলেমাস ইন বিজনেস চিনচিন্নাটি, ও এইচ: পৃ. ৫২-৫৩।

www.pathagar.com

১. কোম্পানির মূল বা প্রধান সুবিধাভোগীদের সনাক্ত করা এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতি ইসলামি নৈতিক কোড অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন। মুসলমান ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যেসব সুবিধাভোগীদের বিষয় বিবেচনা করতে চায়, সুবিধা ভোগীদের অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হলো।

২. কোম্পানি যেসব সুবিধাভোগীর সাথে কাজ করতে চায়, তাদের প্রত্যেকের নৈতিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা নির্ধারণ করুন অথবা তাদের নির্দিষ্ট ব্যবহারজনিত নির্দেশনা চিত্রিত করুন। সংল্লিষ্ট কোম্পানির সুবিধাভোগীর উপর প্রভাব বিস্তারকারী ইসলামি নৈতিকতার ধারণার (প্রতিশ্রুতি, সততা, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা, বদান্যতা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি পালন) ব্যাপারে সুবিধাভোগীদের বিষয়ে বর্ণিত অধ্যায়ে জরিপ করা হয়েছে।

সারণি-৭ এ মুসলমান ব্যবসায়ীদের জন্য অনুসরণযোগ্য নৈতিকতা কোডের একটি নমুনা পেশ করা হলো।

৩. প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কর্মচারিদের ব্যবহার বা আচরণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য নৈতিক কোড সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং সম্ভব হলে সংল্লিষ্ট সংস্থা পর্যায়ে আচরণবিধি প্রস্তুত করা, যাতে বাইরের আচরণবিধির সাথে তা সাংঘর্ষিক না হয়। [১৭৯]

৪. সংল্লিষ্ট কোম্পানি কর্তৃক তার সুবিধাভোগীদের প্রতি প্রকৃত আচরণ বর্ণনা করা এবং ইসলামি আচরণবিধি এবং কোম্পানির নিজস্ব আচরণের মধ্যে পার্থক্যের উপর আলোকপাত করা।

৫. স্টেপ-৩ এ বিবৃত পার্থক্য হ্রাসকরণের উপায় চিহ্নিত করা।

৬. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের নির্দিষ্ট পন্থা উদ্ভাবন করা।

৭. অনৈতিক ব্যবহার অনুৎসাহিতকরণ এবং নৈতিক আচরণে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্তে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ

৮. আচরণবিধির বার্ষিক মূল্যায়ন। এখনও কি কি পার্থক্য বিদ্যমান? কি কি নৈতিক বিষয় উদ্ভূত?

৯. আচরণবিধি বা এর বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন। যদিও কুরআন এবং হাদিসে বর্ণিত ইসলামি আচরণবিধি পরিমার্জনযোগ্য নয়, কর্মচারিদেরকে (কর্তৃপক্ষসহ)

---

[১৭৯] ওয়েস, পৃ. ২৬৯।

www.pathagar.com

নৈতিক ব্যবহার উদ্বুদ্ধকরণে সম্ভাব্য বিকল্প উপায় খুঁজে বের করা। নৈতিকতার কোড উন্নয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন যেমন :

* শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ সকল প্রক্রিয়াতেই ব্যবস্থাপকগণের সম্পৃক্ততা অতি আবশ্যক। প্রধান বা মূল চরিত্রের ভূমিকায় থেকে তাঁরা কর্মচারিদের নৈতিক ব্যবহার শিক্ষায় নির্দেশনা দিতে পারেন। বৈধ ও অবৈধ আচরণের পার্থক্য নির্দেশ করতে আল কারদাবী অনুসৃত পূর্বের নীতিমালার আলোকে মুসলমান ব্যবস্থাপকগণ এ মর্মে ব্যাখ্যা দিতে পারেন যে, অনৈতিক ব্যবহারের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করলেও তা সমর্থনযোগ্য নয়। কতিপয় নির্বাহী কর্মকর্তার নিজ নিজ ব্যয়-সম্বলিত হিসাব সাধারণ্যে উন্মুক্ত রাখতে পারেন, যাতে অন্যরা তা অনুসরণ করে। তাঁরা সকলের জন্য স্পষ্ট বার্তা পাঠাতে পারেন যে, কোনো অনৈতিক আচরণই সহ্য করা হবে না[১৮০]।

* নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের কাজে যোগদানের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতার মান সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এই ব্যবস্থা সম্ভাব্য অনৈতিক কর্মচারিদের খারাপ কাজের প্রবণতা থেকে বিরত রাখবে।

* নৈতিকতার বিষয়ে পুরানো কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তারা প্রতিষ্ঠানের নৈতিক মান সম্পর্কে অবহিত হলে, কোনো অনৈতিক কাজের জন্য তাদেরকে ভৎর্সনা বা নিন্দা করা হলে তারা অপেক্ষাকৃত কম কষ্ট পাবে।

* কর্মচারিদের সমকক্ষ, অধস্তন বা উর্ধতন সহকর্মীদের সম্ভাব্য নৈতিক আচরণ ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে রিপোর্টকরণে পালাক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ।

* নৈতিক সমস্যাজনিত যে কোনো রিপোর্ট নিরপেক্ষতার ও দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন এবং অভীষ্ঠ লক্ষ্য পূরণার্থে শুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ[১৮১]।

* কোনো প্রতিষ্ঠানের ন্যায়পালের ন্যায় নিয়ন্ত্রণাদেশ বহির্ভূত ব্যক্তির জন্য সতর্কবার্তার ব্যবস্থা; কিন্তু তা প্রতিশোধ গ্রহণার্থে নয়।

* অনৈতিক আচরণকারীদের বিরুদ্ধে নৈতিকতার সপক্ষে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন এবং দৃঢ়তার সাথে তা বাস্তবায়ন বা বলবৎকরণ।

---

[১৮০] বাইড, এ. এ্যান্ড স্টিভেনসন , এইচ. এইচ. "হোয়াই বি অনেষ্ট ইফ অনেষ্টি ডাজনট পে?" হার্ভাড বিজনেজ রিভিউ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯০, পৃ. ১২১-১২৯।

[১৮১] ওয়েস, পৃ. ২৬৮-২৬৯।

www.pathagar.com

নৈতিকতা সংক্রান্ত অসাবধানতা (oversight)

নৈতিকতা পর্যালোচনা প্যানেলে প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মূল ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিদের নিয়োগ করে এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি এই প্যানেল কর্তৃক পর্যালোচিত হবার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বৈধ আইন-কানুন ও সকল প্রধান সুবিধাভোগীদের নৈতিক বিষয়াবলীর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

সারণি -৭ : মুসলমান ব্যবসায় বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নৈতিক আচরণবিধির নমুনা

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নামে

আল্লাহ চাহেন তো আমরা নিম্নোক্তভাবে ইসলামসম্মত আচরণ করবো

*** আমাদের গ্রাহকদের প্রতি**

আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের পণ্য ও সেবা গ্রহণকারী গ্রাহকদের মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করা। ন্যায্যমূল্য নির্ধারণে আমরা উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য অবশ্যই ব্যবস্থা নেবো। নির্ভুলভাবে এবং দ্রুততার সাথে সকল ক্রয়াদেশ প্রক্রিয়াকরণ করবো। জাতি, ধর্ম বা দেশীয় বিবেচনার উর্ধ্বে থেকে কোন গ্রাহককেই আমরা আমাদের পণ্য সম্পর্কে মিথ্যাচার করবো না বা পণ্যের দোষ-ত্রুটি অস্বীকার করবো না বা সেবা প্রদানে অস্বীকৃতি জানাব না।

*** আমাদের সরবরাহকারী এবং পরিবেশকদের প্রতি**

আমরা আমাদের পণ্যের মান ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল যোগানদার এবং পরিবেশকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ বা নীতিতে অবিচল থাকতে কাজ করবো। তাদের ন্যায্য মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করবো। আমরা ব্যবসায়িক লেন-দেনের সময় আমাদের কোনো যোগানদার এবং পরিবেশক বা ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত অন্য কারো সাথে পুরস্কার, উপঢৌকন বা কোনোরূপ অনৈসলমিক প্রণোদনামূলক আদান-প্রদান করবো না।

*** আমাদের কর্মচারিদের প্রতি**

প্রত্যেক কর্মচারি নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে কাজ করতে পারবে। তাদের ন্যায্য এবং পর্যাপ্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ থাকবে। তাদের অবশ্যই পরামর্শ প্রদান, সমালোচনা বা অভিযোগ করার পূর্ণ

www.pathagar.com

স্বাধীনতা থাকবে। আমরা সর্বদাই তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করবো, যে কোনো ধরনের হয়রানি থেকে নিরাপত্তা দেব এবং মর্যাদাকে সম্মান জানাবো।

তাদের নিকট থেকে কোম্পানির প্রত্যাশা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা হবে। সব ধরনের চুক্তি বা আলাপ-আলোচনা আমরা বিশ্বস্ততার সাথে করবো। প্রত্যেক কর্মচারিকে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যে, তাদের কাজ ইসলামি মূল্যবোধ এবং কোম্পানির নৈতিক আচরণবিধির সাথে সংগতিপূর্ণ হবে।

আমাদের প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতি

আমরা একচেটিয়া কারবারে লিপ্ত হব না এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে আমাদের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে নিবৃত্ত করব না বা বাধা দেব না।

আমাদের আড়তদারদের প্রতি

আমাদের আড়তদারদের প্রাপ্য ন্যায্য মুনাফা আমরা নিশ্চিত করতে চাই। আমরা কেবল হালাল জিনিষের সাথে সম্পৃক্ত হতে চাই; এবং হারাম থেকে দূরে থাকতে চাই। আমাদের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করতে চাই। আমাদের কর্মচারিদের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিদান দিতে চাই। কোম্পানির দূর্দিনে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ সংরক্ষিত তহবিল বা রিজার্ভ ফান্ড রাখবো। অপ্রয়োজনে বা বাজে কাজে আমরা কোম্পানির অর্থ ব্যয় করবো না। এভাবে যদি আমরা নৈতিকতার কোড

অনুযায়ী কাজ করি, তাহলে আমরা ইসলামি শরীয়াহ মতে গ্রহণযোগ্য মুনাফা আমাদের আড়তদারদের প্রদানে সক্ষম হবো।

আমাদের সমাজের প্রতি

আমাদের সমাজ তথা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য আমরা কাজ করি। ন্যায্য কর পরিশোধ এবং গরিব ও দু:স্থদের কল্যাণে অবদান রেখে আমরা আজ সুনাগরিক হবো। আমরা পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করবো।

নৈতিকতা বিষয়ক উকিল বা আইনজ্ঞ নিয়োগ

এই ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বা সিদ্ধান্তবলি নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, কোনো যুক্তি বা উদ্দেশ্য এগুলোর পিছনে কাজ করছে। একজন নীতি-

www.pathagar.com

জ্ঞানসম্পন্ন উকিল যাতে সুষ্ঠুভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কর্তৃপক্ষের কোনো কার্যক্রমই প্রশ্নাতীত হওয়া উচিৎ নয়। অর্থাৎ এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে কোনো বিধি নিষেধ আরোপ করা বাঞ্ছনীয় নয়। যদিও এই পদে সাধারণত একজন অধঃস্তন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়; সামষ্টিক তথা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলো প্রতিষ্ঠানিকভাবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন উকিলই সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে পারবেন; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সুবিদিত নৈতিক বিশ্বস্ততা থাকতে হবে।

নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন চাকুরিপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানিক নৈতিকতার কোড সম্পর্কে সম্যক পূর্ণধারণা পেতে পারে। এর ফলে তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনো চাপ অথবা চাকুরিচ্যুতির ভয়-ভীতি ছাড়াই নৈতিক আচরণে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

পুরস্কার পদ্ধতির সমন্বয় সাধন

ফলাফল আইনের[১৮২] রীতি হলো যে আচরণ বা ব্যবহার পুরস্কৃত হয়, তা পুনঃপুনঃ ঘটতে থাকে। পক্ষান্তরে, যার মূল্যায়ন হয় না; তার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। কোনো প্রতিষ্ঠানে ইসলামি আচরণ পুরস্কৃত বা মূল্যায়িত হলে, তা উৎসাহিত হয়। আবার বিপরীতভাবে, একটি প্রতিষ্ঠানে অনৈতিক আচরণের কোনো শাস্তির বিধান না থাকলে আগে বা পরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমস্যার সম্মুখীন হয়। উদাহরণ হিসেবে মুসলিম ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বিসিসিআই এর ভ্রান্ত ব্যবসায় নীতির কারণে দেওলিয়া হবার বিষয়টি মনে রাখতে হবে।

অন্তর্নিহিত প্রতিষ্ঠানিক মত বা রীতি

সংস্কৃতি পরিবর্তন

একটি ইসলামি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পূর্ব থেকেই মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই মূল্যবোধের উৎস হলো পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ বা হাদিস। এ সকল মূল্যবোধ পূর্বাহ্নেই ইসলামি নৈতিকতার আচরণ বিধিতে সন্নিবেশ করা হয়। দূর্ভাগ্যবশতঃ

---

[১৮২] থর্ণডাইক।

www.pathagar.com

অনেক ইসলামি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও ব্যবসায়িক লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সেকুলারিজম বৈশ্বিক কর্পোরেশনের সাথে অনৈসলামি বিদেশী মূল্যবোধ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা অনুভব করে। কোনো প্রতিষ্ঠানের ভ্রান্ত ও দীর্ঘসূত্রী সংস্কৃতির সমন্বয়ের বিষয়টি নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানিক নেত্রীবৃন্দ সংস্কৃতির কোন স্তরে পরিবর্তন করতে আগ্রহী তার উপর। একেবারে গোড়ার দিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নৈতিক অবস্থা প্রতিফলিত হয় এমন মানুষ সৃষ্ট নমুনা সহজেই পরিবর্তন করা যায়। পক্ষান্তরে, সংস্কৃতির নিগুঢ় বা গভীর দিকগুলো যেমন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মূল বিশ্বাস ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন একটি সর্বসম্মত দৃঢ় তথা সামঞ্জস্যপূর্ণ নৈতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। অধঃস্তনদের নিকট হতে কাঙ্ক্ষিত আচরণ পেতে হলে উর্ধ্বতন তথা নেতৃস্থানীয় সহকর্মীদেরও ব্যক্তিগতভাবে নৈতিক গুণে গুণান্বিত হতে হবে। এভাবে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে উপ-জাতীয় এবং জাহেলিয়াতি আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এর পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত এবং মহানবি সা. এর দৃষ্টান্তমূলক মডেলের জীবন ব্যবস্থা বেছে নেয়। ইসলামের নৈতিক আচরণবিধিতে পরিপূর্ণভাবে প্রশিক্ষিত হবার ফলে পারস্য, বাইজান্টিয়াম ইত্যাদির ন্যায় দূরবর্তী মুসলিম রাষ্ট্রের দূতগণকেও খলীফার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হতো না; তাঁরা পূর্ব থেকেই জানতেন বিভিন্ন সময়ে এমনকি প্রায়শ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁদের করণীয় কি?

সংকেত প্রদান বা বাঁশি বাজানো

সংকেত প্রদান বা বাঁশি বাজানোর (whistle-blowing) অর্থ হলো একজন কর্মচারি কর্তৃক অন্যান্য কর্মচারির বা সহযোগীর অনৈতিক আচরণ বা কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান[১৮৩]। 'বংশিবাদক' শব্দটি দ্বারা মূলত : তাকেই বুঝায়, যে অন্যান্য কর্মচারির নৈতিকতা সংক্রান্ত মন্দ কাজ ফাঁস করে দেয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নৈতিক শক্তির জন্য হুমকিস্বরূপ এমন কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে। বংশীবাদক বা সংকেত-প্রদানকারীগণের চাকুরি-জীবন ঐতিহ্যগতভাবেই ঝুঁকির মধ্যে অতিবাহিত হয় বা তাদের বার্তা পৌছানোর কারণে শত্রুতামূলক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয়

[১৮৩] জেমস, জেন. ১৯৯০. "হুইসেল-ব্লোয়িং : ইটস্ মোর‍্যাল জাস্টিফিকেশন." পি. সারমডেল এ্যান্ড জে. শাফরিজ, এসেনসিয়ালস অব বিজনেস এথিক্স. নিউইয়র্ক; পেঙ্গুইন, পৃ. ১৬২-১৯০।

www.pathagar.com

তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অনানুষ্ঠানিক মাধ্যম (channel) স্থাপন করতে হয়, সেখায় বংশীবাদক কোনোরূপ ভয়-ভীতি ছাড়াই ঘটনা বিবৃত করে। কোনো কোনো সময় তাকে সংল্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনৈতিক এবং প্রশ্নসাপেক্ষ আচরণ সম্পর্কে রিপোর্ট করতে বাইরের কোনো নিয়ামক এজেন্সি (regulatory agency) বা সংবাদ মাধ্যম বা প্রচার মাধ্যমের নিকট যেতে হয়।

সামাজিক নিরীক্ষা (audit) সম্পাদন

একটি আইনসিদ্ধ সামাজিক নিরীক্ষায় কোনো প্রতিষ্ঠানের সামাজিক অবদান কতখানি কার্যকর বা ফলপ্রসূ তা দেখানো হয়[১৮৪]। এই ধরনের নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদন করতে হলে প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে তার সামাজিক উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করতে হয়, এর প্রতিটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আছে কি-না তা নির্ধারণ করতে হয়, কিভাবে এগুলো বাস্তবায়িত হবে সে সম্পর্কে কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে হয় এবং কোন বিষয়ে আরও উন্নতি দরকার সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে হয়।

কর্পোরেশনগুলো কর্মচারি ও সমাজের প্রয়োজনে কিভাবে সাড়া দেবে সে সম্পর্কে দুটি পন্থা বা পথ (approach) রয়েছে। প্রথমটি হলো জেনারেল ইলেক্ট্রিক পন্থা এবং দ্বিতীয়টি ফাস্ট ব্যাংক মিনাপলিস পন্থা। জেনারেল ইলেক্ট্রিক অ্যাপ্রোচ সংল্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে যেসব বিষয়ে সাহায্য করে তা হলো (ক) কর্পোরেট ও অংশভিত্তিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা, (খ) কোম্পানির সম্পদ কিভাবে কাজে লাগান যাবে তা পরীক্ষা করা, (গ) কর্তৃপক্ষীয় কার্যক্রমের ফলাফল খুঁজে দেখা এবং (ঘ) বিভিন্নমূখী কার্যক্রমের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা। ফাস্ট ব্যাংক মিনাপলিস অ্যাপ্রোচ প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব রয়েছে এমন সব উপাদান চিহ্নিত করা। যেমন- জননিরাপত্তা, আয়, স্বাস্থ্য, পরিবহন ইত্যাদি। ব্যাংক অ্যাপ্রোচের অনুসরণে অতঃপর সংল্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বর্ণিত উপাদানগুলোর প্রতিটির জন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন শুরু করে। শিক্ষা, বাসস্থান, চাকুরি ইত্যাদির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের গুণাগুণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান একই সাথে সমাজ জীবনের মান সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারে। ব্যাংক অ্যাপ্রোচের ফলাফল সমাজের দায়-

---

[১৮৪] হেলরিজেল, ডি. এ্যান্ড স্লাকাম, জে. ম্যানেজমেন্ট, বিডিং, এম এ : এ্যাডিসন-ওয়েসলি পাবলিসিং কোম্পানি, ১৯৯২, পৃ. ১৬৯।

www.pathagar.com

দায়িত্ব পূরণের ব্যাপারে ব্যাংকের অগ্রগতি নির্দেশ করে এবং জন অগ্রাধিকার মেটানোর পন্থা বা উপায় বলে দেয়।

সারণি ৮[১৮৫] : সামাজিক নিরীক্ষা পদ্ধতি

পদক্ষেপ বা কাজ	সূচী
সামাজিক আশা বা প্রত্যাশা নির্ধারণ	প্রধান সুবিধাভোগীরা কোম্পানির নিকট থেকে কি চায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চায় তা চিহ্নিতকরণ।
প্রতিষ্ঠানের অবস্থান এবং কাজের সীমারেখা নিরূপণ	বিভিন্ন সুবিধাভোগীর চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অবস্থান এবং কিভাবে সেগুলো মিটানো যাবে তা ব্যাখ্যাকরণ।
কর্মসূচির উদ্দেশ্য এবং প্রতিশ্রুত সম্পদের বর্ণনা	প্রকল্পের অবস্থানভিত্তিক সুবিধাভোগীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কাজের বিভাজন এবং এলাকাভিত্তিক প্রত্যেক কর্মসূচির জন্য উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণ। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য, বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বর্জ্য পোড়ানোর ফলে নিঃসৃত ধোঁয়ায় দূষিত বায়ুর অন্ততঃ ৫০% হ্রাসকরণ।
অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	কর্মসূচিভিত্তিক অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী গ্রহণ।

মুসলমান ব্যবসায়ীদের জন্য নৈতিকতা সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশনা বা পরামর্শ

ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা এবং ব্যবসায়িক আচরণ বা কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ইসলামি নৈতিক আচরণবিধিতে কতিপয় সাধারণ নির্দেশনা রয়েছে। মুসলমান ব্যবসায়ীদের ইসলামি অনুশাসন অনুযায়ী তাদের বাণিজ্যিক কারবার করতে হয়, কেননা আল্লাহ স্বয়ং এসব লেন-দেনের সাক্ষী হিসেবে বিরাজ করেন :

> আর তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, আর যা কিছু তেলাওয়াত কর না কেন কুরআন থেকে এবং তোমরা যে আমলই কর না কেন– আমি তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে নিমগ্ন হও, [...][১৮৬]

[১৮৫] পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে কতিপয় মূল ব্যবসায়িক নীতি রয়েছে, যা মুসলমানদের অনুসরণ করা উচিৎ।

সৎ এবং সত্যবাদী হউন

সততা এবং সত্যবাদিতা হলো গুণ, যা একজন মুসলমান ব্যবসায়ীর নিজের জীবনে ধারণ এবং লালন করা উচিৎ। উল্লেখ্য, সততার একটি স্ব-আরোপিত ফল বা প্রভাব রয়েছে। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

> মহানবি সা. বলেছেন, সত্যবাদিতা ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে যায়, এবং ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে যায় জান্নাতে। একজন মানুষ সত্য বলতেই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যবাদী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা না পায়। মিথ্যা ফুজুর বা দুষ্টুমি, পাপাচার ইত্যাদির দিকে নিয়ে যায়, এবং বদ খাসলত জাহান্নামে এবং একজন মানুষ মিথ্যা বলতেই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নাম আল্লাহ তায়ালার নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে লেখা হয়[১৮৭]।

সততা এবং সত্যবাদিতা মুসলমান ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, ব্যবসায়ে মুনাফার প্রয়োজন এবং পণ্য বিক্রির সময় প্রলোভন তাদের পণ্যের গুণাগুণ বা সেবার মান বৃদ্ধিতে সচেষ্ট করে। এজন্য মহানবি সা. বলেছেন :

> একজন খোদাভীরু, সৎ এবং সত্যবাদী ব্যবসায়ী বা বণিক ছাড়া অন্যদের কিয়ামতের দিনে মন্দ কাজের হোতা হিসেবে উঠানো হবে[১৮৮]।

ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পালন করুন

> আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায় :
>
> মহানবি সা. বলেছেন, "তোমরা আমাকে ছ'টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দিলে আমি তোমাদের বেহেস্তের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি। যখন কথা

---

[১৮৬] আল-কুরআন ১০ : ৬১ (সুরা ইউনুস : আয়াত ৬১)।

[১৮৭] আব্দুল্লাহ, সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৮১১৬।

[১৮৮] তিরমিযী, ইবনে মাজা এবং দারিনী (প্রেরিত। বায়হাকী প্রেরিত- আল বারার অনুমোদনক্রমে শুরার আল ইমান গ্রন্থে মিশকাত আল মাসাবীহ, ২৭৯৯।

www.pathagar.com

বল সত্য বলো, কোনো ওয়াদা করলে তা রক্ষা করো, বিশ্বাস করে কেউ কিছু আমানত বা গচ্ছিত রাখলে তা ফেরৎ দাও অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ করো না, ব্যভিচার করো না, দৃষ্টি অবনত কর এবং অন্যায় কাজে হাত বাড়িও না"[১৮৯]।

পেশা অপেক্ষা আল্লাহকে বেশি ভালোবাসুন

সব কিছুর বিনিময়েও আমাদের অবশ্যই আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আমাদের সতর্ক করে বলেছেন :

বলুন, "তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যার ক্ষতির আশংকা কর; অথবা তোমাদের প্রিয় বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর– যদি আল্লাহ, তাঁর রসুল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ ফাসেকদেরকে হিদায়াত দেন না"[১৯০]।

অমুসলিমদের সাথে কারবারের পূর্বে মুসলমানদের সাথে কারবার করুন

সহিহ হাদিস মতে, মহানবি সা. তাঁর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় নিজের জীবন এবং সম্পদের ব্যাপারে আস্থা স্থাপনপূর্বক বহু দেবতায় বিশ্বাসী একজনকে পথ প্রদর্শক হিসেবে ভাড়া করেছিলেন। মুসলিম এবং অমুসলিমদের সমন্বয়ে গঠিত খুজা সম্প্রদায়ের লোকেরা মহানবি সা. এর স্কাউট বা খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য চর হিসেবে কাজ করেছিল। সা'দ রা. বর্ণিত অপর এক হাদীসে জানা যায়, মহানবি সা. হারিস ইবনে কালদহ নামক এক নাস্তিকের নিকট হতে মুসলমানদের চিকিৎসা নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন[১৯১]। যাহোক, আস সা'য়ীদ সাবিকের বর্ণনা মতে, কোনো মুসলমান চিকিৎসক থাকলে তাঁর নিকট থেকেই চিকিৎসা নিতে বলা হয়েছে;

---

[১৮৯] ইবাদাহ ইবনে সামিত, আহমাদ এবং বায়হাকী প্রেরিত, মিশকাতুল মাসাবিহ, ৪৮৭০।

[১৯০] কুরআন (সুরা তাওবা ৯ : ২৪)।

[১৯১] আবু দায়ূদ, হাদিস নম্বর ৩৮৬৬।

www.pathagar.com

অন্য কারো নিকট থেকে নয়। অর্থের ব্যাপারে আস্থা স্থাপন বা ব্যবসায় অংশগ্রহণের বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য[১৯২]।

জীবনাচরণে বিনয়ী / নম্র হউন

মুসলমানগণ অবশ্যই অমিতব্যয়ীর জীবন যাপন করবে না এবং নিজেদের মধ্যে যে কোনো লেন-দেনে সদিচ্ছা প্রদর্শন করতে হবে।

> হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু[১৯৩]।

নিজেদের বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শ করুন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাদেরকে অতিরিক্ত এবং অধিকতর স্থায়ী পুরস্কার প্রদান করবেন, তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে আল্লাহ পারস্পরিক পরামর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন -

> আর তারা তাদের রবের আহবানে সাড়া দেয়, নিয়মিত নামাজ আদায় করে, তাদের কার্যাবলী তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে এবং আমি যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে[১৯৪]।

প্রতারণার ব্যবসা করবেন না

ব্যবসায়ীদের প্রতারণা পরিহার করা উচিৎ। অন্যদের সাথে তাদের ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ আচরণ করা উচিৎ, যা তারা নিজেরা অন্যের নিকট আশা করে।

> ধ্বংস যারা পরিমাণে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের নিকট হতে মেপে নেবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, আর যখন তাদেরকে মেপে

---

[১৯২] ফিকহ-আস-সুন্নাহ, ৪, ৬. ক, অনুচ্ছেদ ৪।

[১৯৩] কুরআন ৪ : ২৯ (সুরা নিসা ৪ : ২৯)।

[১৯৪] কুরআন ৪২ : ৩৮ (সুরা আশ্-শূরা ৪২ : ৩৮)।

www.pathagar.com

দেয় বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি বিশ্বাস করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে[১৯৫]।

উৎকোচ বন্ধ করুন

ব্যবসায়ীরা কোনো কোনো সময় ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা পাবার নিমিত্তে উৎকোচ বা ঘুষ প্রদানে প্রলুব্ধ হয়। ইসলামে ঘুষের আদান-প্রদান নিষিদ্ধ।

আল্লাহর নবি সা. ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারী উভয়কেই অভিশাপ দিয়েছেন[১৯৬]।

ন্যায়সঙ্গত ব্যবসা করুন

ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল প্রকার লেন-দেনের জন্য সাধারণ নীতিমালা হলো 'আদল' বা ন্যায়বিচার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন :

তোমরা যুলম করো না, তোমাদের উপরও যুলম করা হবে না[১৯৭]।

উপরোক্ত নির্দেশাবলি পালনের নিমিত্তে মুসলমানগণ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের নৈতিকতা পরীক্ষার জন্য সারণি-৯ এর চেকলিস্টের সাহায্য নিতে পারে। উল্লেখ্য, চেকলিস্টে[১৯৮] লিপিবদ্ধ প্রশ্নাবলি ইসলামের নৈতিক দর্শন থেকে নেয়া হয়েছে; কিন্তু এর মাত্রা বা স্তরের নির্যাসকে নৈতিক যুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

অনৈতিক আচরণের শাস্তি এবং অনুশোচনা

নৈতিক আচরণে কোনো জবরদস্তি নেই

ধর্ম বিশ্বাসে যেমন বাধ্যবাধতা নেই, তেমনি কোনো ব্যবসায়ী জোর করে তার কোনো সহযোগী বা সমকক্ষ আরেকজন ব্যবসায়ীকে সদাচরণে বাধ্য করতে পারে না। মুসলমানকে নৈতিকতা বেছে নিতে হয়। এজন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। সমস্যাসংকুল অবস্থায় জন্ম নিয়ে আমরা দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা

---

[১৯৫] কুরআন (সুরা মুতাফফিফীন ৮৩ : ১-৪)।

[১৯৬] আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস, আবু দায়ূদ, হাদিস নম্বর ৩৫৭৩।

[১৯৭] কুরআন (সুরা বাকারাহ ২ : ২৭৯)।

[১৯৮] নাশ, লরার অনুকরণে। "এথিক্স উইদাউট দি সারমন"। পিটার মার্সেন এবং জে শরীফ (ইডিএস) এর এসেনসিয়ালস অব বিজনেস এথিক্স। নিউইয়র্ক : পেঙ্গুইন, পৃ. ৩৮-৬১।

www.pathagar.com

বেছে নিই। বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন বয়সে উপনীত হবার পর যদি কোনো ব্যক্তি কারো সাথে দূর্ব্যবহার বা খারাপ আচরণ করে তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই সে কেন এমন আচরণ করেছে, তা আমাদের খতিয়ে দেখা উচিৎ। কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতিকে হালকা করার জন্য খারাপ আচরণ করে থাকলে তাকে শাস্তি না দিলেও হয়। নবি করিম সা. শাস্তি প্রয়োগের পূর্বে বিলম্ব করা এবং মধ্যস্থতা করার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ হাদিসে আছে -

"যদি তুমি অপেক্ষা কর বা স্থগিত কর, তুমি পুরস্কৃত হবে।"[১৯৯]

সারণি : ৯ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের নৈতিকতার প্রকৃতি মূল্যায়নের জন্য চেকলিস্ট[ক]

১. আপনি কি সমস্যাটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পেরেছেন?

২. আপনি যদি অন্য পক্ষে থাকতেন, তাহলে কিভাবে সমস্যাটি ব্যাখ্যা করতেন?

৩. প্রথম অবস্থায় কিভাবে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো?

৪. একজন ব্যক্তি এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য হিসেবে কার নিকট এবং কতখানি আনুগত্য আপনি দেখাবেন?

৫. এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে আপনার উদ্দেশ্য বা নিয়ত কি ছিল?

৬। সম্ভাব্য ফলাফলের সাথে এই উদ্দেশ্য কিভাবে তুলনীয়?

৭. আপনার সিদ্ধান্তের ফলে কে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে কি আপনি প্রভাবিত (ক্ষতিগ্রস্ত) পক্ষগুলোর সাথে আলোচনা করতে পারেন?

৯. বর্তমানের মত সুদূর ভবিষ্যতেও আপনার অবস্থান বৈধ বা আইনগ্রাহ্য থাকবে বলে আপনি কি আস্থাবান?

---

[১৯৯] মুয়াবিয়া, আবু দায়ূদ, ৫১১৩।

ক. হার্ভাড বিজনেস রিভিউ এর অনুমতিক্রমে পুণর্মুদিত। লরা এল. নাশ-এর "এথিক্স উইদাউট দি মারসন", নভেম্বর ডিসেম্বর, ১৯৮১ থেকে উপস্থাপিত। হার্ভাড কলেজের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যগণ কর্তৃক সকল স্বত্ব (c) সংরক্ষিত।

www.pathagar.com

১০. আপনি কি দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপের কথা আপনার উর্ধতন কর্তৃপক্ষ, বোর্ড পরিচালকবৃন্দ, আপনার সমকক্ষ সহকর্মী, অধঃস্তন সহকর্মী, পরিবারের সদস্যবর্গ অথবা সার্বিকভাবে সমাজকে জানাতে পারেন?

১১. যদি আপনি বুঝতে পারেন বা উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে আপনার কাজের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি? যদি না পারেন তাহলেই বা কি?

১২. কোন পরিস্থিতিতে আপনি এর ব্যতিক্রম মেনে নিবেন?

পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারে যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ব্যক্তি অনৈতিক আচরণের জন্য দায়ী; তাহলে তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সমাজকে দোষারোপ করা যাবে না। যাহোক, শাস্তির জন্য দণ্ড বা শাস্তিই যথেষ্ট নয়। ইসলামি নীতিতে সমাজ কর্তৃক গৃহীত দণ্ড বা শাস্তির অর্থ আরও ব্যাপক, বিশেষত দোষী ব্যক্তির চরিত্র সংশোধনের জন্য এবং সার্বিকভাবে এ ধরনের মন্দ কাজের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য। যদি কোনো মুসলমান তার অনৈতিক আচরণ বা মন্দ কাজের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং তার আচরণ সংশোধন করে; তাহলে তাকে তার অতীত আচরণের কারণে হেয় করা উচিৎ নয়। তাকে দুটি কারণে দূরে সরিয়ে দেয়া যাবে না।

প্রথমত: একমাত্র আল্লাহই তাকে ক্ষমা করার এবং দয়া দেখানোর মালিক। তিনি পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

"অতঃপর যে তার যুলমের পর তাওবা করবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২০০]।

দ্বিতীয়ত: মুসলমান অন্যায় করে অনুতপ্ত হলে; সে দলভুক্ত হয়ে যায়।

ইবনে আব্বাস হতে ইকরামা রা. বর্ণনা করে বলেছেন যে, আল্লাহর রসুল সা. বলেছেন, 'যখন আল্লাহ তায়ালার কোনো বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, সে তখন তার ইমান হারায়; যখন সে চুরি করে তখনও সে তার বিশ্বাস ভঙ্গ করে; এবং যখন সে মদ পান করে, তখনও তার ইমান নষ্ট হয় এবং একই অবস্থা হয় যখন সে কাউকে হত্যা করে।" ইকরামা রা. বলেন, "আমি ইবনে আব্বাসকে রা. জিজ্ঞেস করলাম,

[২০০] কুরআন (সুরা আল-মায়েদা ৫ : ৩৯)।

www.pathagar.com

কিভাবে তার ইমান নষ্ট হলো'? তিনি বললেন, 'এভাবে, দু'হাত একত্রে করে আবার তা পৃথক করলেন এবং বললেন, 'কিন্তু যদি সে অনুতপ্ত হয়, পুনরায় তার ইমান ফিরে আসে'- এই বলে আবার দু'হাত বেঁধে রাখলেন[২০১]।

ইসলামে শাস্তির দর্শন

একজন দোষী ব্যক্তির দোষ-স্খলনের পর এবং তার ইমান পুন:প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাকে গালিগালাজ বা অত্যাচার করা পাপ। এ প্রসঙ্গে মহানবি সা. বলেছেন :

কোনো মুসলমানকে গালিগালাজ করা মন্দ কাজ এবং তাকে হত্যা কুফর[২০২]।

তাহলে সাধারণভাবে একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা। যদি সে অন্যায় করে, তাহলে পরিস্থিতি হালকা করার কোনো কারণ না থাকলে তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি পেতে হবে। একবার সে শাস্তিভোগ করলে এবং অনুতপ্ত হলে সে পুনরায় দলভুক্ত হয়। অতঃপর তার পূর্বের অপরাধের জন্য তাকে আর শাস্তি দেয়া উচিৎ নয়।

পরীক্ষামূলক অনুশীলনী ও প্রশ্নমালা

রিসেপ সালেহ'র নৈতিকতা বিষয়ক উভয়সঙ্কট (dilemma)[২০৩]

সালেহ পাইপ বিল্ডিং ইনকর্পোরেশন নামক একটি খ্যাতনামা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত বোর্ড মিটিং-এ নৈতিকতা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। সে সময় পারিবারিক মালিকানাধীনে পরিচালিত পাইপ এবং তেল শোধনাগারের জন্য বিশেষ ধরনের সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রিসেপ সালেহর বর্ণনা মতে প্রকৃত ঘটনাটি ঘটেছিল সভা চলাকালে।

---

[২০১] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সহিহ বুখারি, ৮.৮০০ বি।

[২০২] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ, সহিহ বুখারি, ১.৪৬।

[২০৩] ১৯৭৬ সালে 'ফরচুন' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিষয়বস্তু হতে দৃষ্টান্তটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

"সভা শুরুর পর থেকেই আমার নিজের উপর খুশী লাগছিল। কোম্পানির ১৯৯০ সালের নিরীক্ষিত ফলাফল (audited reports) পূর্ব ঘোষিত প্রত্যাশার চেয়ে অনেক ভালো ছিল। যদিও বিশ্বব্যাপী মন্দার কারণে তুরস্কের অবস্থা ছিল মাঝামাঝি; আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ১৯৯০ সালের প্রথম দু'প্রান্তিকে (quarters) আশ্চর্যজনকভাবে সফলতা অর্জন করেছিল। তুরস্কের অর্থনীতি সম্পর্কে আমি তেমন বেশি বিচলিত ছিলাম না, কেননা দেশের বাইরে আমাদের কিছু সম্ভাবনাময় প্রকল্প ছিল।"

বেশ কয়েক বছর আগে বোর্ড আমাদের শীর্ষস্থানীয় ম্যানেজারদের বিদেশে বাজার সম্প্রসারণের জন্য উৎসাহ দিয়েছিল এবং তখন থেকেই আমরা মেক্সিকো ও মালয়েশিয়াতে তেল শোধনাগার স্থাপন ও চালু করি। সম্ভাবনাময় ঝুঁকিপূর্ণ স্থান, যা আমি খুঁজছিলাম, তা ছিল তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ। যে কারণে দেশটির নাম বলা যাচ্ছে না, তা শীঘ্রই স্পষ্ট হবে। আমি বেশ কয়েক দফা সে দেশটিতে ভ্রমণ করে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়েছিলাম, যার আওতায় সে দেশীয় একটি তেল শোধন কোম্পানিকে তাদের কার্যক্রম শুরু এবং শক্তিশালীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও প্রশিক্ষণ প্রদানে সম্মত হই। এর বিনিময়ে তাদের কোম্পানিতে আমাদেরকে একটা উল্লেখযোগ্য ইকুয়িটির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এই চুক্তির সবচেয়ে সুবিধাজনক বিষয় ছিল আমাদেরকে কোনো নগদ পুঁজি বিনিয়োগ করতে হতো না।

অবশ্য, এই প্রকল্পের একটি অসুবিধা ছিল। তেল শোধনাগারের ব্যবস্থাপক আমার নিকট অপকটে স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা ব্যবসা পরিচালনার জন্য তাঁদের দেশের সরকারকে অর্থ প্রদান করতেন। আমাদের কোম্পানির কয়েকজন বোর্ড সদস্য এই কোম্পানির সাথে ব্যবসায়ে রাজি ছিলেন না এটা আমি জানতাম; তবুও বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাবস্থার কারণে আমি তাঁদের পক্ষ থেকে খুব জোরালো আপত্তির আশংকা করিনি। বিদেশী কোম্পানিটি আমাদের নিকট হতে সরঞ্জামাদি ক্রয় করলে তাদের নৈতিকতার রীতিটি আমাদের নিকট অপ্রাসঙ্গিকই মনে হয়েছে। অধিকন্তু, যদিও তৃতীয় বিশ্বের এই দেশটির আইনে ঘুষ আদান-প্রদানের বিষয় নিষিদ্ধ; তবুও এটি সেদেশে একটি স্বাভাবিক রেওয়াজ ছিল।

বোর্ড সভায় প্রস্তাবটি উপস্থাপনের পর আমি ঘুষ বিষয়ক জটিলতা বর্ননা করলাম। অতঃপর আমি আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় পেশের অনুমতি

www.pathagar.com

চাইলাম। প্রস্তাবটি পেশের পর তা সমর্থিত হলো। সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল; হঠাৎ আব্দুল্লাহ সেনজেল (একজন আইনবিদ এবং আমার মাদ্রাসা জীবনের বন্ধু) দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ হতে সে দেশের সরকারকে ঘুষ প্রদানের বিষয়টি তুলে ধরে তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের নৈতিকতা সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর উপর আলোকপাত করা শুরু করলেন। আমার নিকট বোধগম্য ছিল না একটা অনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কেবল ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে আমাদের কোম্পানিও খারাপ হয়ে যাবে। প্রাথমিকভাবে আমি উপলব্ধি করিনি যে, আব্দুল্লাহ এই ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে যাচ্ছেন। এরপর আরো কয়েকজন বোর্ড সদস্য একই ভাষায় তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে একজন বোর্ড সদস্য অর্থ আদান-প্রদানের বিষয়টি দেখাশুনার জন্য একটি পৃথক কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করলেন এবং আমাদের কোম্পানিকে সংশ্লিষ্ট বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পটির সাথে সম্পৃক্ত না হবার পরামর্শ দিলেন। অবশ্য অনেক বোর্ড সদস্য এই পরামর্শের বিরোধিতা করলেন, যা মূল বিষয়টি আড়াল করার চেষ্টা ছিল মাত্র।

আব্দুল্লাহ খুব নির্দয়ভাবেই প্রকল্পটির বিরোধিতা করছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বিষয়টি আইনসম্মত হোক বা না হোক, আমি পরোয়া করি না। আমরা মুসলমানরা একটা মুসলমান কোম্পানির জন্য কাজ করছি; আমি একটা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের (Higher Authority) নিকট দায়বদ্ধ! আমি চাই না সালেহ পাইপ বিল্ডিং, ইনকর্পোরেশন সরকারকে ঘুষ প্রদানকারী কোনো কোম্পানির সাথে ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করুক এবং এটাই শেষ কথা।" আমি খুবই রাগান্বিত হয়ে মন্তব্য করলাম, "আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে, এই নীতি অবলম্বন করলে আমরা অর্ধেক পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো। আপনি কি উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, ইউরোপ, জাপান এবং কোরিয়াতে আমাদের প্রতিযোগিতায় নৈতিকতার কোনো সংশয় নেই এবং এসব বাজার আমাদের নিকট স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাবে? আমাদের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ নীতির কি হবে? আপনি কি চান আমাদের কোম্পানি দেওলিয়া হয়ে যাক? বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে না পারলে আমরা টিকতে পারব না।"

একটি নৈতিক পরীক্ষা

প্রাত্যহিক ব্যবসায়িক জীবনের অনেক কিছুই সরল অর্থে সঠিক বা বেঠিক নয়, বরং তা অনেক কঠিন। মুসলমানগণ নৈতিক উভয়সংকট বা দ্বিধা-দ্বন্দে যেসব সমস্যার

www.pathagar.com

সম্মুখীন হয়, তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য এখানে একটি অবিজ্ঞানসম্মত (nonscientific) পরীক্ষা পদ্ধতি পেশ করা হলো, এক্ষেত্রে খুব বেশি সাফল্যের (score) আশা করবেন না। প্রকৃত উদ্দেশ্যও তা নয়, বরং একটু চেষ্টা করুন এবং দেখুন আপনি কেমন করেন। অনুগ্রহ করে নিম্নোক্তভাবে মান (value) বসিয়ে আপনার পরীক্ষাটি (test) শেষ করুন :

স্কোরিং কার্ড :	এস. এ (SA) = স্ট্রংলি এগ্রি (দৃঢ়ভবে একমত পোষণ করি)	এ (A) = এগ্রি (একমত পোষণ করি)
	ডি.এ. (D.A) = ডিজএগ্রি (দ্বিমত পোষণ করি)	SD = স্ট্রংলি ডিজএগ্রি (দৃঢ়ভাবে দ্বিমত পোষণ করি)

		এস এ	এ	ডি	এস ডি
১.	কর্মচারিগণ তাদের সহযোগী বা সমকক্ষ সহকর্মীদের ভুল ধরিয়ে দেবে এটা আশা করা ঠিক নয়।	---	-	--	---
২.	চাকুরির স্বার্থে কোনো কোনো সময় ব্যবস্থাপককে চুক্তি এবং নিরাপত্তা লংঘনের বিষয় অবশ্যই উপেক্ষা করতে হয়।	-----	-	--	---
৩.	সব সময় ব্যয়ের সঠিক হিসাবরক্ষণ সম্ভব নয়, বিধায় কোনো কোনো সময় আনুমানিক হিসাবের প্রয়োজন হয়।	-----	-	--	---
৪.	কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারো উর্ধতন সহকর্মীর নিকট হতে বিব্রতকর বা হেয় প্রতিপন্ন হবার মতো তথ্য স্থগিত বা গোপন করার প্রয়োজন হয়।	-----	-	---	-----
৫.	কোনো পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে, আমাদের ব্যবস্থাপকের পরামর্শ মোতাবেক চলা উচিৎ।	-----	-	---	-----
৬.	কোম্পানির চাকুরির সময়কালেও আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনা করা দরকার।	-----	-	---	-----

www.pathagar.com

		এস এ	এ	ডি	এস ডি
৭.	স্বাভাবিক নিয়মের বাইরেও ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ একটি ভালো মনোবৃত্তি।	-----	-	---	-----
৮.	কোনো অর্ডার পাবার জন্য আমি সম্ভাব্য জাহাজীকরণের দিন-ক্ষণ (shipping date) উল্লেখ করবো।	-----	-	---	-----
৯.	যদি দূরবর্তী স্থানের টেলিফোনালাপ প্রলম্বিত না হয়, তাহলে কোম্পানির ফোনেও ব্যক্তিগত আলাপ করা সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত।	-----	-	--	---
১০.	কর্তৃপক্ষ অবশ্যই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যমুখী হবে; বিধায় স্বাভাবিকভাবেই কর্মফল কর্মপন্থাকে নায্যতা প্রদান করে।	-----	-	--	-----
১১.	বড় কোনো চুক্তি বা অর্ডার পাবার জন্য যদি কোম্পানির নীতিতে আপ্যায়ন এবং তথ্য বিকৃতির বিষয় থাকে, তাহলে আমি তা অনুমোদন করবো।	-----	-	---	-----
১২.	কোম্পানির নীতি এবং কর্ম পদ্ধতিতে ব্যতিক্রম স্বাভাবিক বিষয়।	-----	-	---	-----
১৩.	যদি কোনো গ্রাহক অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই; কিন্তু কম পরিশোধ করলে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তা খতিয়ে দেখবো।	-----	-	---	-----
১৪.	কোম্পানির ফটোকপিয়ার সাময়িকভাবে ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক কাজে ব্যবহার গ্রহণযোগ্য।	-----	-	---	-----
১৫.	পেনসিল, কাগজ, ফিতা ইত্যাদির ন্যায় অফিসের মনোহারী দ্রব্য ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য বাড়িতে নেয়া একট অনুমোদিত প্রান্তিক সুবিধা।	-----	-	---	-----

www.pathagar.com

স্কোরিং কী (Scoring key)

- দৃঢ়ভাবে দ্বিমত (Strongly Disagree) = 0
- দ্বিমত (Agree) = ১
- একমত (Agree) = ২
- দৃঢ়ভাবে একমত (Strongly Agree) = ৩

আপনার স্কোর যদি ০ হয়, তাহলে আপনার নৈতিক মূল্যবোধ খুব শক্তিশালী।

আপনার স্কোর যদি ১-৫ হয়, তাহলে আপনার নৈতিক মূল্যবোধ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী।

আপনার স্কোর যদি ৬-১০ হয়, তাহলে আপনার নৈতিক মূল্যবোধ মোটামুটি শক্তিশালী।

আপনার স্কোর যদি ১১-১৫ হয়, আপনার নৈতিক মূল্যবোধ ভালো।

আপনার স্কোর যদি ১৬-২৫ হয়, আপনার নৈতিক মূল্যবোধ গড়পড়তা।

আপনার স্কোর যদি ২৬-৩৫ হয়, আপনাকে আপনার নৈতিক মূল্যবোধ উন্নত করতে হবে।

আপনার স্কোর যদি ৩৬ বা তদূর্ধ হয়, আপনি দ্রুত নৈতিকতা থেকে সরে যাচ্ছেন বলে বিবেচিত হবে, এবং সেক্ষেত্রে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে।

উপরোক্ত দলিলটি লয়েল জি. রেইন-এর "ইজ ইওর (এথিক্যালি) স্লিপেজ শোয়িং"?- শীর্ষক প্রবন্ধ হতে অনুমতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়টি পার্সোনেল জার্নাল, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, (c) 1986 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

ওয়েল অ্যান্ড গ্যাস এক্সপ্লোরেশন (মালয়েশিয়া) লিমিটেড (ও.জি.ই.এল)[২০৪]

পেনাং শহরের ডাউনটাউনে অবস্থিত ও.জি.ই.এল টাওয়ারের ১৫ তম তলায় নিজ বিলাসবহুল অফিস কক্ষে ক্যারি রীড গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে ধূমপান করছিলেন। এক বর্ণাঢ্য সূর্যাস্ত বিস্তীর্ণ সাগরকে আলোকিত করেছিল এবং দিনের ভ্যাপসা গরম শেষে

---

[২০৪] হেলরিজেন এবং সকামের বই থেকে ট্রান্সকন্টিনেন্টাল ইন্ডাস্ট্রিজ (মালয়েশিয়া) লিমিটেড'র অনুমতিক্রমে পরিমার্জিত। পৃ. ১৪২ © বাই হেলরিজেল অ্যান্ড সাকাম।

www.pathagar.com

তাঁকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। মালয়েশিয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ও.জি.ই.এল (OGEL) ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে তিনি নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত কোম্পানির নিজস্ব অফিসের আন্তর্জাতিক বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ দাল-এর নিকট প্রেরণের জন্য তাঁর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করছিলেন।

"আনওয়ার আহমাদের সমস্যাটি বেশ জটিল। ইতিপূর্বে আমি এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। এখানের তুলনায় বিদেশের মাটিতে জার্মানিতে আমার দায়িত্ব ছিল খুব নির্ঝঞ্ঝাট। জার্মানিতে তারা ও.জি.ই.এল ব্যবস্থাপকদের খুব মানত এবং সম্মান করতো। যখনই তাদেরকে কোনো কাজ করার জন্য আদেশ করা হতো, বিনা বাক্যব্যয়ে তারা তা পালন করতো। এমনকি বন্ধের দিন রবিবারে কাজ করতে বললেও তারা অতিরিক্ত কাজের পারিশ্রমিকের (overtime pay) বিনিময়ে তা করতো। তবে আমি নিশ্চিত নই যে, আনওয়ার আহমাদ বা মালয়ী সংস্কৃতি এক্ষেত্রে বাধা কিনা।

এদেশে আমার উপর অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে একটি হলো শীর্ষ ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের জন্য উপযোগী অমিতসম্ভাবনাময় মালয়ীদের খুঁজে বের করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আনওয়ার আহমাদ উগ্রতম প্রশিক্ষণার্থীদের একজন। অতীতে তিনি মাঠ পর্যায়ে একজন সুপারভাইজার এবং অতি সম্প্রতি একজন সহকারী ব্যবস্থাপক হিসেবে নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁকে স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাহীদের জন্য ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রামে (Executive Management Program) প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি সফলতার সাথে তা সম্পন্ন করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে ও.জি.ই.এল কোম্পানির আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক পদসমূহের জন্য তাঁকে এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতিশীল মালয়ীদের নির্বাচন করে রেখেছি-যা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বা আমি বিবেচনায় নিইনি, তাহলো এসকল মালয়ী প্রশিক্ষণার্থী মুসলমান। আপনি হয়তো অবগত আছেন, মালয়েশিয়াতে ইসলামি উদ্যম বা উদ্দীপনা ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হচ্ছে। এটার একটা কারণ হয়তো আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামের উত্থান। ইরানে শাহ শাসনের ক্ষমতাচ্যুতি ছাড়া আর কোনো মুসলমান দেশে এরূপ ঘটেনি। এখানে ইসলামি আন্দোলনের কারণে দেশটির সরকারের নিজস্ব কর্মসূচি বিঘ্নিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ও.জি.ই.এল. কোম্পানির সকল দেশের আন্তর্জাতিক বিভাগের ব্যবস্থাপকবৃন্দ এরূপ আশা করেন যে, এ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিগণ এমন কর্পোরেট সংস্কৃতি লালন করুক যেন কোম্পানির আচরণে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়। আমরা যে

www.pathagar.com

সকল মালয়ী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচিত করেছি, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আদর্শের সাথে তারা মানিয়ে নিতে পারছেন না বলেই মনে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, আনওয়ারের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সাথে আমার ইতিপূর্বের আলোচনায় জানতে পেরেছি– আর্থিক, যোগাযোগ এবং কর্মচারি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর (আনওয়ারের) আরো প্রশিক্ষণ গ্রহণ ব্যতীত বর্তমান অবস্থায় তাঁকে পদোন্নতি দেয়া সম্ভবপর নয়। কেন সম্ভব নয় জিজ্ঞাসা করলে আনওয়ার তাঁর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন মর্মে তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, সাম্প্রতিককালে আমি তাঁকে নতুন একটি তেল অনুসন্ধান কেন্দ্রের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই দায়িত্ব পালন সুদ-ভিত্তিক ব্যাংকের অর্থায়নের বিষয় সম্পৃক্ত বলে তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এখন আমি কি করব? যদি আনওয়ার এবং অন্যান্য মালয়ী প্রশিক্ষণার্থী কোম্পানির কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে না আসেন সেক্ষেত্রে তাঁরা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করতে পারেন। এমনটি ঘটলে সমুদ্র উপকূলকবর্তী এবং সমুদ্র দূরবর্তী স্থানে তৈল অনুসন্ধানের জন্য আমাদের ভবিষ্যত দরপত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে।

আমাকে যদি সমস্যাটির উৎস খুঁজতে বলা হয়; তাহলে আমি বলবো আনওয়ার ইসলাম সম্বন্ধে খুবই উদগ্রীব এবং একই সাথে তিনি ও.জি.ই.এল'র একজন সফল নির্বাহী হতে চান। কোনো কোনো ইমাম স্থানীয় টেলিভিশন এবং সংবাদ মাধ্যমে সম্প্রতি ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোকে তাদের সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিকে পাশ্চাত্যকরণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য বিবৃতি দিয়েছেন। আমার সাথে সরাসরি বিরোধিতা করায় বিষয়টি আনওয়ারের মনকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। যেমন- তিনি সম্প্রতি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোনো মুসলমান কি তার অন্তরের বিশ্বাস পরিত্যাগ করা ব্যতীত আধুনিক অর্থায়ন ব্যবস্থা অনুশীলন বা গ্রহণ করতে পারে?" আমার তাৎক্ষণিক জবাব ছিল, আনওয়ার, ও.জি.ই.এল. ধর্মের ব্যবসা করে না! আমরা এখানে এসেছি আপনার দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্প্রসারণ করতে। সেটি আমরা বিদেশী নাবিকদের দিয়ে ব্যয়বহুলভাবেই করতে পারি, অথবা আমরা আপনার মতো প্রতিশ্রুতিশীল স্থানীয়দের দিয়ে অধিকতর দক্ষতার সাথে এবং আরো কম খরচে করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে পারি। আপনার দেশের ভবিষ্যত সংকটাপন্ন। আপনি কি মনে করেন কিছু সেকেলে ধ্যান-ধারণাপুষ্ট ধর্মীয় নেতা আপনার দেশের কল্যাণে নির্দেশ প্রদান করুক? বলাবাহুল্য, আমার এবং আনওয়ারের মধ্যে এ বিষয়ে এখনও কোনো মীমাংসা হয়নি।

www.pathagar.com

তথাপিও আনওয়ার পছন্দ করার মতো একজন ব্যক্তিত্ব। কেবল নামাজের সময়টুকুর জন্য কাজে অনুপস্থিত থাকলেও তিনি একজন বিবেকবান কর্মচারি। যাহোক, ও.জি.ই.এল'র একজন কর্মকর্তা হবার মতো গুণাবলী কি তাঁর রয়েছে? মালয়ীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক যদি স্পর্শকাতর না হতো এবং মালয়ীকরণের উপর তারা গুরুত্ব না দিত, তাহলে আমি তাঁকে কোম্পানির মূল্যবোধ, রীতি-নীতি ইত্যাদি মেনে চলতে বাধ্য করতাম অথবা চাকুরি ছেড়ে দিতে বলতাম। দূভার্গ্যবশত, এ বিষয়ে যে কোনো পদক্ষেপ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো এবং কিছু স্পষ্টবাদী ইমামও এ নিয়ে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। তাঁরা খুব সহজেই আমাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতেন এবং আমাদের অনুসন্ধান কাজের যাবতীয় স্বত্ত্বাদি অন্য প্রতিযোগিদের নিকট সমর্পণ করতে হতো। সোজা কথা, একবার তাকিয়ে দেখুন, আলজেরিয়া ফরাসীদের প্রতি কি করছে! এমতাবস্থায়, ও.জি.ই.এল কোনোভাবেই সরকারকে নারাজ করতে পারে না।

আমার বিবেচনায়, আনওয়ার আহমাদের ব্যাপারে আমরা নিচে বর্ণিত যে কোনো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি :

- আমাদের কোম্পানির সংস্কৃতি এবং ভাবমূর্তির ব্যাপারে অধিকতর উদ্যমী প্রশিক্ষণার্থী না পাওয়া পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় আমাদের কার্যক্রম বিলম্বিত করা এবং আনওয়ারের উপরে তাদের পদায়ন করা।
- ইসলামের ন্যায় সাংস্কৃতিক উপাদান (সমূহ) অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পুনর্বিন্যাস করা এবং এসব উপাদান বা বিষয় সন্নিবেশ করে আগামী দিনের মালয় ব্যবস্থাপকদের জন্য চাকুরির শর্তাবলি পুন:নির্ধারণ করা।
- যে কোনো অজুহাতে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে (Management Training Program) অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী মালয় প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রমান্বয়ে চাকুরিচ্যুত করা।
- মালয় কর্মচারিদের জন্য এটি ব্যয়বহুল করা, যাতে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী না হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের নিমিত্তে কোম্পানির দামী কার, প্রশিক্ষণোত্তর বোনাস, সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ শেষে দ্রুত পদোন্নতি ইত্যাদি আকর্ষণীয় প্রণোদনামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে খুব সহজেই তা করা যায়।

উপরের বর্ণিত সুপারিশের মধ্যে কোনটি আপনি পছন্দ করেন? সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, এবং পরবর্তী প্রশিক্ষণসূচিতে আনওয়ার অংশ নিতে ইচ্ছুক কি-না, তা জানার জন্য, শীঘ্রই তার সাক্ষাৎকার নেয়া হবে।

www.pathagar.com

আপনি কি চাকুরির জন্য এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারবেন?[২০৫]

বিভাগ – ক

১। আপনার ছোট ছেলেটি দোকানের কোনো দ্রব্য চুরি করে বাসায় নিয়ে আসলে আপনি কি করবেন?

ক. তাকে দোকানে নিয়ে যাবেন;

খ. তাকে ভালো কথা বলে বুঝাবেন;

গ. তাকে দোকানে পাঠিয়ে দেবেন;

ঘ. উপরেই কোনোটিই করবেন না।

বিভাগ – খ

		হ্যাঁ	না
১।	আপনি চাকুরিরত অন্য ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলে তার; বিষয়টি কি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে নিয়ে আসবেন?		
২।	আপনি কি আপনার অসৎ কাজের জন্য কখনও নিজের উপর বিরক্ত হয়েছেন বা নিজকে ধিক্কার দিয়েছেন?		
৩।	বিশ্বস্ত হওয়া কি আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ?		
৪।	বর্তমান সময়ে চাকুরিরত অবস্থায় একজনের চুরি করা কি সাধারণ ঘটনা?		
৫।	কোম্পানিকে কিভাবে ঠকাতে হয় তা কি আপনার কোনো সহকর্মী কখনও আপনাকে বলেছেন?		
৬।	আপনি কি মনে করেন মানুষ চুরি করে, কারণ তারা সবসময়ই তা করে?		
৭।	জো সবসময়ই বিনা পারিশ্রমিকেই অতিরিক্ত কাজ করে। আপনি কি মনে করেন ক্যাশ থেকে তার যাতায়াতের জন্য গাড়ি ভাড়া নেয়া উচিৎ হবে?		

বিভাগ – গ

		হ্যাঁ	না
১।	যখন আপনি ভুল করেন, সাধারণত : আপনি কি তা স্বীকার করেন?		
২।	অন্যেরা আপনার ব্যাপারে কি চিন্তা করে তা কি কখনো আপনাকে ভাবায়?		

---

[২০৫] নিউজউইক থেকে, মে, ৫.১৯৮৬। "ক্যাল ইউ পাস দিস জব টেষ্ট"? © ১৯৮৬, নিউজউইক ইনকরপোরেটেড। সর্বস্ব সংরক্ষিত। অনুমতিক্রমে পুনমুর্দ্রিত।

www.pathagar.com

৩। স্কুলে আপনি কি কখনো কাউকে ঠকিয়েছেন?

৪। আপনি কি কখনো কাউকে কোনোভাবে ঠকানোর চিন্তা করেছেন?

৫। কখনও কি আপনি শিক্ষক বা পুলিশকে মিথ্যা বলেছেন?

৬। আপনি কি কখনও আপনার নিয়োগকর্তার কোনো কিছু চুরি করেছেন?

৭। আপনি কি কখনও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজকে পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা পোষণ করেছেন?

বিভাগ – ঘ **হ্যাঁ** **না**

১. আপনি কি সর্বদাই নিজের বিষয়ে সত্যনিষ্ঠ?

২. আপনি কি কখনও কোনো স্থান থেকে কোনো কিছু চুরি করার চেষ্টা করেছেন?

৩. চাকুরিস্থলে আপনি কি কখনও এমন ভুল করেছেন, যার জন্য আপনার নিয়োগকর্তার ক্ষতি হয়েছে?

বিভাগ – ঙ **হ্যাঁ** **না**

১. আপনি কি বিশ্বাস করেন মানুষকে ঠকানো চুরি করার মতো খারাপ নয়?

২. আপনি কি কখনও বিখ্যাত হতে চেয়েছেন?

৩. আপনার কি মনে হয় কোন কোন সময় আপনি অতিমাত্রায় সৎ?

৪. আপনি কি বিশ্বাস করেন প্রত্যেকেই কিছু না কিছু অসৎ?

৫. "একবার যে চুরি করে, সে সব সময়েই চোর"- এই বক্তব্যের সাথে আপনি কি একমত?

নৈতিকতা বিষয়ক ভূমিকা পালন অনুশীলনী

সামীর অভিযান

মরিশাসে হাসান একজন নিম্নপদস্থ শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারি। তিনি অপেক্ষাকৃত গরীব পরিবারের সন্তান এবং এই অবস্থানে আসতে তাঁকে ভীষণ প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়েছে। তিনি চমৎকার একজন কর্মী এবং সুপারভাইজার পদমর্যাদায় উন্নীত হবার স্বপ্ন দেখেন। এই পদমর্যাদায় পদোন্নতি পেতে হলে তাঁকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেতে হবে।

www.pathagar.com

কয়েক বছর আগে হাইস্কুলে অধ্যয়নের সময় নিজ পরিবারকে সাহায্য করার জন্য হাসানকে রাত দিন কাজ করতে হয়েছে। হাসানের সহপাঠি সামী লেখা-পড়ার সময় বইপত্র ধার দিয়ে হাসানকে সাহায্য করেছেন। এমনকি নিজের মধ্যাহ্নভোজ থেকেও সামী ক্ষুধার্ত হাসানকে খাইয়েছেন। তখন থেকেই সামী এবং হাসান খুব ভালো বন্ধু। সামীও হাসানের হাইস্কুল থেকে লেখাপড়া করেছেন এবং হাসানের মতো তিনিও একজন শুল্ক বিভাগীয় সাধারণ কর্মচারি। তিনিও সুপারভাইজার হতে চান। দুঃখজনক বিষয় হলো, কাজের রেকর্ড এবং লেখাপড়ার অভ্যাসের দিক বিবেচনা করলে সামীর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল না করার সম্ভাবনাই বেশি।

পরীক্ষার আর মাত্র দু'সপ্তাহ বাকি। সামীর উপস্থিতির সময়টুকু ব্যতীত হাসান তাঁর সাধ্যমত কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশুনা করছেন। মোটা অংকের ফিসের বিনিময়ে একজন জ্যেষ্ঠ সরকারী কর্মকর্তা, যিনি এই পরীক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন, অধ:স্তন শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারিদের পড়াতে ইচ্ছুক। এই কর্মকর্তার দাবী, তাঁর নিকট পড়াশুনা করে পূর্বের কর্মচারিগণ সংল্লিষ্ট পরীক্ষায় অনেক বেশি নম্বর পেয়ে সুপারভাইজার পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। সামী ইতিমধ্যেই এই কর্মকর্তার নিকট পড়া শুরু করেছেন। হাসানকে কর্মকর্তা বলেছেন, যেহেতু হাসান সামীর বন্ধু; সামীর প্রত্যাশা তিনি যেন পড়ার এই সুযোগ গ্রহণ করেন।

নিজকে হাসান হিসেবে ভাবুন,

১। আপনার কি সামীর প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিৎ এবং কর্মকর্তার নিকট পড়াশুনার জন্য অর্থ পরিশোধ করা উচিৎ?

হাঁ ---------- না ----------। কেন এবং কেন নয়?

২। আপনার কি সংল্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা উচিৎ?

হাঁ ---------- না ----------। কেন এবং কেন নয়? ----------।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রতিনিধি, ৩৯, ৭২, ৭৩

প্রার্থনা, ১৫

পাগল, ১৪, ৪১, ৬৭

পেশা/বৃত্তি, ৯১

প্যারেটো অপ্টিমালিটি, ২২

ফ

ফরজে, ৪১, ৪২, ৫০

ফরজে আইন, ৪১, ৪২

ফরজে কিফায়াহ, ৪১, ৫০

ফালাহ, ১০

ফাতিমা, ২৯

ফাস্ট ব্যাংক মিনাপলিস, ৮৮

ফ্রায়েডম্যান, মিল্টন, ২৩

ব

বর্গাচাষ, ৫৪, ৫৫

বদান্যতা, ৩৪, ৩৫, ৪৩, ৬০, ৮২

বয়োবৃদ্ধি, ১৭

বংশীবাদক, ৮৭, ৮৮

বিকল্প নৈতিক পদ্ধতি, ২১

বিচার, ২৪, ২৯, ৩০, ৩৩

বিভাজক ন্যায়বিচার, ২১, ২৬

বিনিয়োগ, ৯৭

বৈষম্য, ৯, ১১, ৩৬

ব্যক্তিগত উপাদান, ১২, ১৪

ব্যবসায়, ৯, ২১, ৩৬, ৩৯, ৪৮, ৫১, ৫৬, ৬১, ৬৫, ৮৪, ৮৬, ৯১

ভ

ভারসাম্য, ১১, ২৬, ২৯, ৫৫, ৮৫

ভিক্ষাবৃত্তি, ৪৯

ভোগ, ৩২, ৭৫

ভোক্তা, ৬৩

ভিক্ষা, ১৫, ২৯, ৪১, ৪৯

ম

মসজিদ, ৩৭

মজুরী, ১১, ২৫, ২৯, ৫৮, ৬০

মজুতদারী, ৫৮, ৬৫, ৭১

মারুফ, ১১

মাকরুহ, ৪৫, ৪৬

মুবাহ, ৪৫

মুরাবাহা, ৭০

মুশারাকা, ৬৯

মুস্তাহাব, ৪৫

মুৎমায়িন্নাহ, ১৫

মুনাফা, ২২, ২৩, ৪৪, ৫৮, ৬৯, ৭৮, ৯০

মূল্যবোধ, ১৪, ২৬, ৮১, ৮৫, ১০১, ১০৪

মেধা, ২৭

য

যোগানদার, ৬২, ৮৪

www.pathagar.com

র

রিবা (সুদ), ৬৬, ১০৩

রোজা, ৩২, ৪২, ৪৫, ৭৭

ল

লাওয়ামাহ্, ১৫

শ

শপথ, ৬৫

শর্তহীন আদেশ, ২৩

শাস্তি, ১৭, ২৮-৩০, ৫২, ৫৭, ৬৫, ৯৬

শাশ্বত আইন, ২১, ৩০, ৩৩

শিল্প, ২৫, ৫০, ৫৬

শরীকাত, ৬৯

শিরক্, ৪৩

শুরা, ২০

স

সমকক্ষ, ৫৪, ৬০, ৮২ ৯২, ৯৩, ৯৮

সম্পদ, ১৩, ২৫, ২৫, ২৭, ৩২, ৩৭, ৬৬, ৬৮, ৭৫, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৮৮, ৯১, ৯২

সরকারি, ৬২

সত্যবাদিতা, ৯০

সর্বজনবাদ, ২১

স্বতঃসিদ্ধ, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪৩

সাদাকাহ, ৫৮, ৭১

সংজ্ঞা, ১১, ৩৫, ৫১, ৮২

সংস্কৃতি, ৮৬, ১০২, ১০৩, ১০৪

সামাজিক নিরীক্ষা, ৮৮, ৮৯

সাম্যাবস্থা, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৫৪, ৬০

সাম্যতা, ১১

সামাজিক দায়িত্ব, ৫৬, ৫৭, ৭৮, ৮০

সামাজিক দায়িত্বশীলতা, ৭৮, ৮০

সাইয়েদ, ৩৫, ৪২

সাম্যাবস্থা, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪৩, ৫৫, ৬০

সুখবাদ, ১৯

সুবিধাভোগী, ৫৭, ৭৬

হ

হত্যা, ৪৬, ৫২, ৭৩, ৭৪, ৯২, ৯৫, ৯৬

হালাল, ১৪, ৪৫-৫১, ৬৩, ৬৬, ৭১, ৮৫

হারাম, ১৩, ২৪, ২৫, ৩০, ৩৩, ৪৮, ৫১, ৫২, ৬১, ৬৬, ৮৫

হিসবাহ, ৫৫, ৫৯, ৭৪

পৃষ্ঠা নম্বর

১১১
১১২

www.pathagar.com

কৃষি, ৪৯

খ

খায়ের, ১১

গ

গুণ, ৫৮, ৯০

গোপনীয়তা, ২৫, ৫৭, ৬০, ৬১, ৮৫

ঘ

ঘুষ, ১৩, ৫৫, ৯৩, ৯৭, ৯৮

চ

চুরি, ১৭, ২৯, ৬৫, ১০৪, ১০৬

চুরি করা সম্পদ, ৬৬

চৌর্যবৃত্তি, ৯, ৬৫

জ

জবাবদিহিতা, ৩৩, ৪১, ৬০

জীব-জন্তু, ৭৩

জেনারেল ইলেক্ট্রিক, ৮৮

ট

টমাস, ৩০

ড

ড্রাগ, ৫২

ত

তাওহিদ, ৩৪

তাহা জাবীর, ৩০

দ

দয়া, ৪৩, ৭৩, ৯৫

দান, ২৪, ২৮, ৭১

দায়িত্ব, ১০, ১৬, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪১, ৪২, ৫৬, ৫৯, ৭২, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৮২

দুঃস্থ, ৭৬

দূষণ, ৯, ২৭, ৫৮, ৭৩, ৭৪, ৭৫

ন

নষ্ট সামগ্রী, ৭১

নদী, ৭৮

নফসে আম্মারা, ৪০

নিয়ন্ত্রণের স্থান, ১৬

নির্দেশনা, ১০, ৬০, ৬২, ৮২, ৮৩, ৮৯

নৈতিক আচরণবিধি, ৮১, ৮৫, ৮৭, ৮৯

নৈতিক আচরণবিধি, ৮১, ৮৫, ৮৭, ৮৯

নৈতিকতা, ৯, ১৩, ১৭, ২৫, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৫৬, ৬২, ৮১, ৮৪, ৮৯, ৯৩, ৯৬

নৈতিক আচরণবিধি, ৮১, ৮৪

প

পরামর্শ, ২০, ৬৩, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৯

পরিবার, ৪২, ৪৯, ১০৭

পরিবেশ, ৯, ২৫, ২৭, ৫৫, ৭২, ৭৬, ৮৪

পচনশীল, ৬৫

পতিতাবৃত্তি, ৫৩

পণ্য-সামগ্রী, ১৩, ৬৩, ৬৭, ৬৮, ৭০

www.pathagar.com

নির্ঘন্ট

অ

অংশীদারিত্ব, ৭০

অবাধ সম্পদ, ৭৬

অধিকার, ১১, ১২, ২৫, ৩৩, ৬০, ৬৩, ৭৪

আ

আবু বকর, ৪৮

আবু জান্দাল, ৪৩

আদল, ১১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৯৪

আয়েশা রা., ১৪, ১৮, ৩০, ৫২

আল ঘারর, ৩৮

আল গাজ্জালী, ৪৪, ৫০

অ্যালকোহল, ৫১

আইনবিদ, ৯৮

আল কারদাবী, ২৪, ৪৬, ৫০, ৫১, ৫২, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৮৪

আমানত, ৩১, ৩৭, ৯২

ই

ইউসুফ, ২৪, ৪০, ৪৬, ৫০, ৭৮

ইবনে তায়েমিয়াহ, ৫২, ৬৯

ইহসান, ৩৫, ৪৩, ৬০

ইসলামি নৈতিক পদ্ধতি, ৩৩, ৩৪

উ

উমর, ২৪, ৪৮, ৫১, ৬৫

উম্মাহ, ২২, ৩২, ৮৬

উকাদ (বন্ধন), ৩৮

উসমান, ২৯, ৪৮

উপযোগবাদ, ২১, ২২

উদ্দেশ্য, ১০, ২৩, ৩৬, ৬৯, ৮০, ৮৯, ৯৯

উপার্জন, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৫৩, ৬৬

ঋ

ঋণ, ১৮, ১৯, ৩৪, ৫৬, ৫৭, ৬৭, ৭০

ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, ৪৪

এ

একচেটিয়া, ৭১, ৮৫

একতা, ১৮, ৩৪, ৩৫, ৪০, ৪৩

এ্যাকুইনাস, ৩২

এ্যাপ্রোচ, ২৩

ক.

কর্মচারিবৃন্দ, ৭, ৫৭, ৮১

কসাই, ৭৩

কর্তব্য, ২১, ২৩, ৪১, ৫৯, ৯৬

কল্যাণ, ১১, ২১, ২২, ২৬, ৫৭, ৬৮, ৭৬

কাজ, ১৪, ১৫, ১৬ ২০, ২৪, ৩৬, ৪১, ৪৩, ৪৫, ৫০, ৫৬, ৬২, ৭১, ৭৭

কর্জে হাসানা, ৭০

কান্ট, ২৩

কিয়ামত, ১৫, ১৬

কুতব, ২৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এ বই প্রসংগে

এ বইটি মুসলমান ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে, যাদেরকে দৈনন্দিন ব্যবসায়িক জীবনে নৈতিকতা বিষয়ক নানারূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। বইটি ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা বর্ণনা করেছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবসায়িক পেশায় নিয়োজিত মুসলমানদের ইসলাম সম্মত নৈতিক পদ্ধতি অনুসরণে সাহায্য করা। ইসলামি বিধানের বিভিন্ন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা লেখককে বাস্তব শিক্ষা প্রদান করেছে, যা কারবার ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাঁর একাডেমিক জ্ঞানকে আলোকিত ও সমৃদ্ধ করেছে।

লেখক পরিচিতি

রফিক ইসা বীকুন (বি. এ. অর্থনীতি, এম. এ. কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্ক; এম. বি. এ. ব্যবস্থাপনা, টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় এবং পি-এইচ ডি ব্যবসায় প্রশাসন, টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়) বর্তমানে ম্যানেজমেন্ট ও স্ট্র্যাটেজী বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তিনি নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজারিয়াল সায়েন্স বিভাগেরও সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন এবং টেম্পল ও টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেছেন।

তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন মুসলিম ছাত্র সমিতির সভাপতি ছিলেন; উত্তর আমেরিকার পূর্ব-উপকূল এবং পশ্চিম-উপকূল উভয় জোনের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন : এছাড়া, তিনি উত্তর আমেরিকার ইসলামিক ট্রাস্টের উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন; যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মুসলিম সোশ্যাল সায়েন্টিস্টস সমিতির সদস্য হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর একাডেমিক গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ এ্যাপ্লায়েড সাইকোলজী, হিউম্যান রিলেশন্স, ইন্টারন্যাশনাল জার্ণাল অব অর্গানাইজেশনাল এ্যানালাইসিস, জার্ণাল অব ম্যানেজমেন্ট এবং অন্যান্য জার্ণালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একাডেমি অব ম্যানেজমেন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ডিসিশনস্ সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট-এর সদস্য। এ বিষয়েও তিনি বিভিন্ন বই প্রকাশ করেছেন এবং ইসলাম অনুসারীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত, যুক্তরাজ্য, মরিশাস ও ত্রিনিদাদে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ পরিচালনা করছেন।

ISBN : 978-984-8471-28-9

9 789848 471289

www.pathagar.com